উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

খেলরত্নে নাম নেই স্মৃতিদের ›› ১১

আরাবল্লিতে নতুন করে খনন বন্ধ

পিছু হটল কেন্দ্র। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও মরুভূমির সম্প্রসারণ রুখতে প্রাচীন আরাবল্লি পর্বতমালায় নতুন করে সমস্ত খনিজ উত্তোলনের ইজারা বন্ধের নির্দেশ পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ২৬° | ১৩° | ২৬° | ১৩° | ২৬° | ১৩° | ২৪° | ১২° |

‘যেন ঈশ্বরের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ ›› ১১

শিলিগুড়ি ১০ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 26 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 217

সান্তাদাদুর কাছে আবদার। কোচবিহারের এনএন পার্কে। বৃহস্পতিবার বড়দিনে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

”

আমরা চাই, সকলে মিলে এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে, যে দেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছি। আমরা এমন নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারী-পুরুষ বা শিশু যেই হোক ঘর থেকে বেরোলে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে।

-তারেক রহমান

# আই হ্যাভ এ প্ল্যান...

## নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নফেরি খালেদা-পুত্রের

**এএইচ ঋদ্ধিমান**

**ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর :** একইসঙ্গে ইউনূস ঘনিষ্ঠতা এবং ওসমান হাদির প্রশংসায় তারেক রহমানের ‘প্ল্যান’-এর আভাস স্পষ্ট। ১৭ বছর পর মাতৃভূমিতে ফিরে তিনি বারবারই উচ্চারণ করেন, ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান। দেশের মানুষের জন্য, দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।’ সেই প্ল্যানটা কী? খালেদা-পুত্রের ভাষায়, ‘শহিদ ওসমান হাদির প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’

লন্ডন থেকে বিমানে ঢাকা পৌঁছে তারেক কার্যত প্রথম মোবাইলে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। তাঁর জন্য কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করায় ধন্যবাদ জানান। পরে তাঁর গণসংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ঢাকার পুর্বাচলে বিশাল সমাবেশে হাদির পথে চলার অঙ্গীকার করেন বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। কয়েকদিন আগে হাদির জানাজায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রায় একই সুরে কথা বলেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস।

১৭ বছর পর দেশে ফিরে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন তারেক রহমান।

### খুন হিন্দু তরুণ

দীপুচন্দ্র দাসের পর বাংলাদেশে ফের বলি আরেক হিন্দু তরুণ। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ পাংশা উপজেলার ঘটনা। অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট নামে ওই তরুণকে পিটিয়ে মারে জনতা। যদিও পুলিশের দাবি, সম্রাট একটি দুষ্কৃতী গ্যাংয়ের পান্ডা।

বৃহস্পতিবার তারেক বলেন, ‘ওসমান হাদি চেয়েছিলেন, এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি চেয়েছিলেন, এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পাক। ওসমান সহ যাঁরা এই আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন, তাঁদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে আসুন আমরা সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলি।’ ভারতবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন হাদি। তাঁর স্বপ্নের দেশ গড়ার কথা বলে বিএনপি’র

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উত্তরের খোঁজে

## তারেক এসে দিচ্ছেন স্বস্তি, শুভেন্দু বাড়ান অস্বস্তি

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

বাংলাদেশে নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলছেন কেউ। কারও মুখে শুনছি বেনজির ভুট্টোর কথা। বহু বছর বিদেশে নির্বাসনে থাকার পর আবার রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।

১৭ বছর তিন মাস পর দেশে ফিরে জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক রহমান কী করবেন, তার দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ। তাঁর ফেরা উপলক্ষ্যে আবেগময় বাংলাদেশে যে আবেগ ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রাম থেকে সিলেট- তা থেকে স্পষ্ট, বিএনপি পার্টির পুনরুত্থান হল। ‘অপেক্ষার অবসান...। লিডার আসছে...।’ ঢাকার রাস্তার ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ডের ছবিতে লেখাগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে এই জেগে ওঠা।

ম্যান্ডেলা, বেনজির ছাড়া দেশ থেকে পালানো আরও কিছু নেতা দেশে ফিরে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন। শেখ মুজিব বা শেখ হাসিনা তো ছিলেনই, পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ বা হাইতির জাঁ ব্রাট্রান্ড অ্যারিস্টাইডও আছেন এই তালিকায়। নওয়াজ ৮ বছর সৌদিতে ছিলেন ক্যুতে অপসারিত হওয়ার পর। অ্যারিস্টাইড ৩ বছর ছিলেন আমেরিকায়। ম্যান্ডেলার পর সবচেয়ে বেশি নির্বাসনে ছিলেন তারেকই।

তারেককে এতদিন নির্বাসনে পাঠিয়ে রাখা ছিল হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় অপরাধের একটা। জিয়া-পুত্রের বিরুদ্ধে ছিল ৮৪টি মামলা। দুর্নীতি, ঘুষ থেকে বিদেশে অর্থ খাটানো, গ্রেনেড আক্রমণ পর্যন্ত। বুঝলাম না, ইউনূস সরকারও

এরপর দশের পাতায়

## বন্ধুকে বিশ্বাস করে অপহৃত তরুণ

# শিলিগুড়িতে কিডন্যাপ গ্যাং!

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** বন্ধুকে বিশ্বাস করে অপহৃত হতে হল নকশালবাড়ির এক তরুণকে। বন্ধুই যে অপহরণের মূল চক্রী, তা বুঝে ওঠার আগেই চক্রের বাকি সদস্যদের কাছে বেধড়ক মারও খেতে হল। স্বামীকে ছাড়ানোর জন্য বন্ধুর ফোন নম্বরে ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকাও পাঠিয়েছিলেন ওই তরুণের স্ত্রী। শেষমেশ পুলিশ অভিযান চালাতেই সমস্ত পর্দা ফাঁস হল। ওই তরুণকে উদ্ধার করার পাশাপাশি সেই বন্ধু সহ চক্রের আরও এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশ মনে করছে, গোটা চক্রে সাত-আটজন জড়িয়ে রয়েছে। এই চক্রের সদস্যরা বাইরে থেকে আসা নিজেদের বন্ধুদেরই টার্গেট করছে। ভক্তিনগর থানাতেও মঙ্গলবার রাতে একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া সিকিমের তরুণের অপহরণের সঙ্গে নকশালবাড়ির এই তরুণের অপহরণের অনেকটাই মিল রয়েছে বলে মনে করছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা। একটি চক্র যাবতীয় কাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার রাতে। নূপুর সাহানি নামের এক তরুণী পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে এসে অভিযোগ করেন, ‘ক্রিসমাস ইভ ও বড়দিনের রাত শহরে কাটানোর জন্য তিনি এবং তাঁর স্বামী উমেশ সাহানি সেবক মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে উঠেছেন। স্বামী সকালের জলখাবার খেতে হোটেলের বাইরে বেরিয়েছিল। সেই সময় তার এক বন্ধু চলে আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর বন্ধুর বাইকে উঠে স্বামী ঘুরতে বেরিয়ে যান। এরপরই স্বামীর মোবাইল সুইচড অফ হয়ে যায়।’ নূপুরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই বন্ধুর নাম সুদীপ্ত মণ্ডল। তিনি ডাবগ্রামের বাসিন্দা। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করেই সুদীপ্তর নম্বর থেকে নূপুরের মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনের উলটোপাশ থেকে এক ব্যক্তি জানায়, উমেশকে অপহরণ করা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা লাগবে। পায়েল মোড় সংলগ্ন টিবি হাসপাতালে এসে ওই নম্বরে ফোন করে যত দ্রুত সম্ভব টাকা দিতে হবে। নূপুর কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তিকে অনুরোধ করেন। বিশ্বাস অর্জনের জন্য সুদীপের মোবাইলের নম্বরে ইউপিআই-এর মাধ্যমে কিছু টাকাও পাঠান। তারপরই তিনি আসেন পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে।

নূপুরের কাছ থেকে পুরো বিষয়টা শোনার পরেই সুদীপের মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিংয়ে বসাতেই টিবি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার সূত্র পায় পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে গভীর রাতে টিবি হাসপাতাল সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে হানা দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সেখানে যেতেই দেখা যায়, উমেশ বসে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে চারজন রয়েছে। পুলিশ উমেশকে উদ্ধার করার পাশাপাশি সুদীপ্ত ও তাঁর এক সঙ্গী সংহতি মোড়ের বাসিন্দা মৃণাল সাহাকে আটক করে। ঘটনাস্থল থেকে বাকি দুজন পালিয়ে যান।

এদিকে, সুদীপ্ত নিজেও অপহরণ হয়েছে বলে দাবি করলেও সন্দেহ হয় পুলিশের। সুদীপ্তের মোবাইল পরীক্ষা করে দেখা যায়, সুদীপ্তের মোবাইল থেকে ওই টাকা মৃণালকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাছাড়া উমেশ মারধর খেলেও সুদীপ্ত মারধর খায়নি।

এরপর দশের পাতায়

### সফট টার্গেট

- নকশালবাড়ির এক দম্পতি শিলিগুড়ির হোটেলে ওঠেন
- স্ত্রীকে হোটেলে রেখে এক বন্ধুর সঙ্গে বাইকে চেপে বের হন তরুণ
- ভদ্রলোকের ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েন স্ত্রী
- সন্ধ্যায় ওই বন্ধুর নম্বর থেকে ফোন করে ১০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়
- ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ, সাত-আটজনের একটি চক্র এভাবে কাজ করছে শহরে

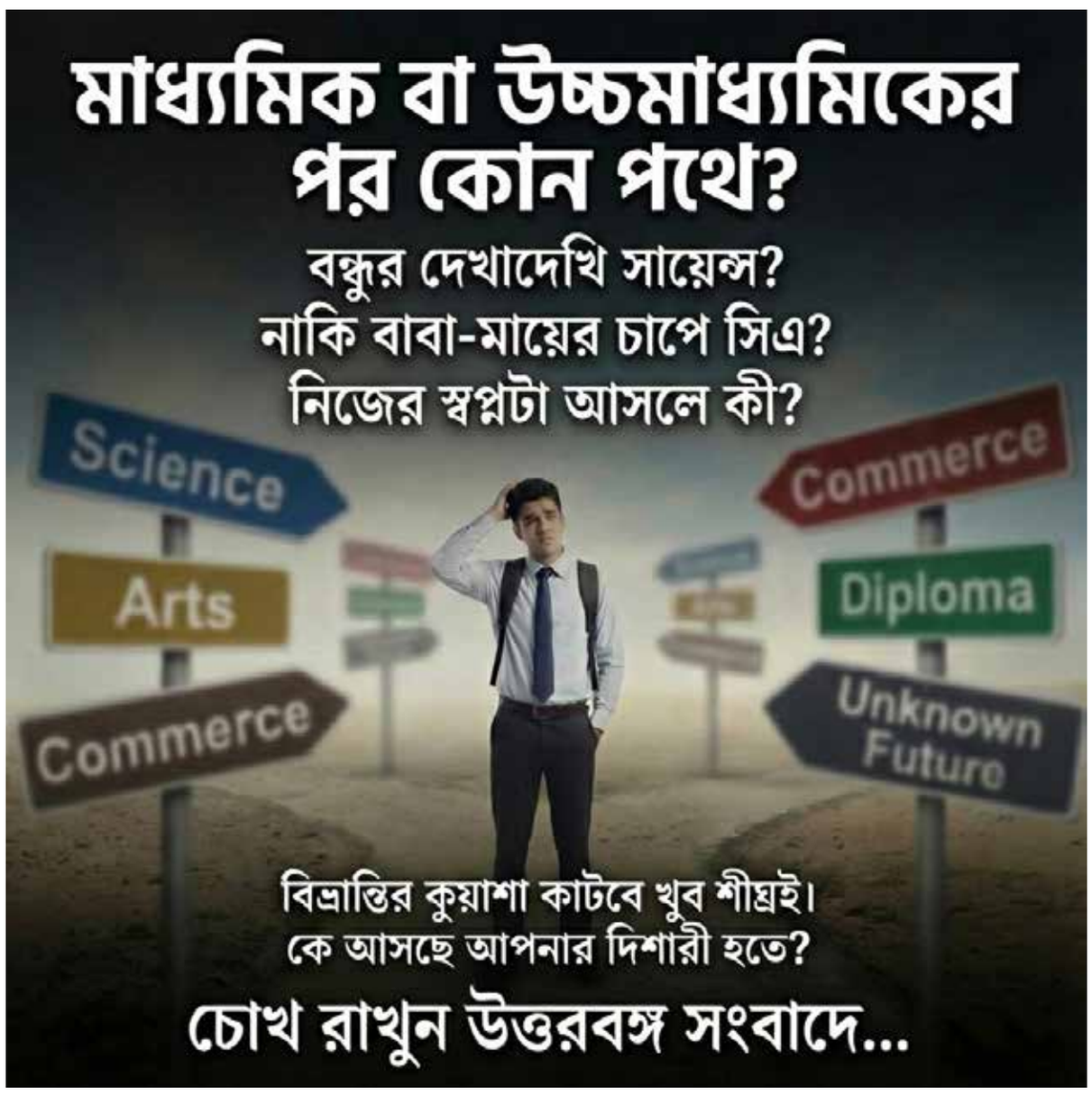


## ভোটের মুখে এলোমেলো পদ্মের যুব মোর্চা

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** কাগজে-কলমে কমিটি রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই কমিটির কোনও কর্মসূচিই নেই। ফলে শিলিগুড়িতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা বা বিজেওয়াইএম-এর কর্মীরা এখন বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দিকে ঝুঁকছেন। বিজেওয়াইএম কর্মীদের কেউ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মসূচিতে পা মেলাচ্ছেন, তো কেউ বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন।

মাস চারেক আগে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরিজিৎ দাসকে দলের মাদার কমিটিতে সম্পাদক পদে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেই থেকেই যুব মোর্চার সংগঠন শিলিগুড়িতে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে সংগঠনের একাংশ বলছে। এখন সেভাবে যুব মোর্চার কোনও কর্মসূচিই নজরে পড়ছে না শিলিগুড়িতে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের যুব সংগঠনের এহেন অবস্থায় দলের কর্মীরাই হতাশ হয়ে পড়েছেন বলে খবর। তরুণদের মাধ্যমেই যেখানে দলের উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা, সেখানে যুব সংগঠনের এমন পরিস্থিতি মাদার কমিটির পদাধিকারীদেরও চিন্তায় ফেলেছে।

এরপর দশের পাতায়

বড়দিনে বড় খবর। জন্মদিনে নিজের ৫০তম ছবির কথা প্রকাশ্যে আনলেন দেব। উত্তরের গর্ব করিমুল হকের বায়োপিকে থাকছেন দেব নিজেই।

# দেবই এবার পর্দার বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা

**কৌশিক দাস**

**ক্রান্তি, ২৫ ডিসেম্বর :** তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকার। পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত তিনি। এবার সেই করিমুল হককে নিয়ে বড়পর্দায় বায়োপিক হতে চলেছে। করিমুলের ভূমিকায় অভিনয় করবেন টলিউডের সুপারস্টার দেব। দেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার পোস্টার রিলিজ করা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসে সিনেমার শুটিং শুরু হবে।

প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজের বাইক অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসছেন ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গার অখ্যাত ধলাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা করিমুল হক। তাঁর এই নিরলস সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতির

হাত থেকে পেয়েছেন পদ্মশ্রী। এবার তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ এবং কর্মজীবন আসতে চলেছে রুপোলি পর্দায়। গত সপ্তাহেই কলকাতায় একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে এনিয়ে।

ক্রান্তি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা রাজাডাঙ্গার ধলাবাড়িতে বাড়ি করিমুল হকের। এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার হাল খুব একটা ভালো নয়। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যও গ্রামবাসীদের মালবাজার বা জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। দরিদ্র গ্রামবাসীদের অনেক সময় দূরের হাসপাতালে যাওয়ার আর্থিক সামর্থ্যটুকুও থাকে না। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত সময়মতো পাওয়া যায় না। এজন্য বিস্তীর্ণ এলাকার বহু পরিবার তাদের পরিজনকে হারিয়েছে চিরকালের মতো।

সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারার কারণে করিমুল চোখের সামনে নিজের মাকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখেছেন।

এরপর দশের পাতায়

# নিখোঁজের ২২ বছর পর বড়দিনে বাড়ির দরজায়

সমীর দাস

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর :** এই ঘটনা যিনি শুনবেন, নিশ্চিতভাবেই প্রথমে অবিশ্বাস করবেন। তারপর ভাববেন আসলে এটা কোনও সিনেমার গল্প। শেষমেশ যদি তিনি বিশ্বাস করেন, মুখের হাসিটা অনেক চওড়া হবে এটা নিশ্চিত।

২২ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া ছেলে। যার নিখোঁজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে করা মিসিং ডায়েরিটাও বোধহয় এতদিনে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ থাকা সেই ছেলে ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যায় বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। সত্যি বলুন তো, আপনি বিশ্বাস করছেন? কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, সত্য আসলেই গল্পের চেয়েও বেশি চমকপ্রদ।

বিশু কুজুর হ্যামিল্টনগঞ্জের কাছে অবস্থিত উত্তর লতাবাড়ি গ্রামের মিশন লাইনের বাসিন্দা। বুধবার সন্ধেবেলা বিশু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে বসে ছিলেন। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে বিশু দেখেন কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে উশকোখুশকো চুলের এক তরুণ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিশু ওই তরুণকে চিনতে পারেন। এ যে তাঁর ২২ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে সুরজ। প্রাথমিক হতভম্ব ভাব কাটার পর বিশু তাঁর আদরের ছোট ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন। ততক্ষণে বিশুর চিৎকার শুনে তাঁর স্ত্রী লালিও এবং মেয়ে সুনীতাও ছুটে এসে সুরজকে জড়িয়ে ধরেন। কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরে এসে সুরজকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হন, বিশুর আরও তিন ছেলে।



হারিয়ে যাওয়া ছেলের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা। উত্তর লতাবাড়ি গ্রামে।

> মাঝে বেশ কিছুটা সময় আমার স্মৃতিশক্তি ছিল না। তাই কাউকে বাড়ির ঠিকানা বলতে পারিনি। সুস্থ হওয়ার পর ট্রেন ধরে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে আসি। তারপর এক টোটোচালকের সহযোগিতায় উত্তর লতাবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলের সামনে পৌঁছাই। সেখান থেকে প্রতিবেশীদের সাহায্যে বাড়ি ফিরি।
>
> **সুরজ কুজুর**

বিশু বলেন, '২০০৪ সালে ও যখন নিখোঁজ হয়, তখন ওর বয়স ছিল ৭, এখন ২৯। শুনেছি সান্তাক্লজ বড়দিনের আগে উপহার দেন। এটা আমার জীবনের সেরা উপহার।' কথাগুলো বলার সময় আনন্দে বিশুর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সুরজ বলেন, 'আবছা মনে আছে ছোটবেলায় একজন আমাকে সাইকেলে করে গারোপাড়া স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। ওই ট্রেন ডিব্রুগড়ে গিয়ে থামে। সেখানে ক'দিন কয়েকটি বাড়িতে কাজ করে এক নিঃসন্তান দম্পতিদের বাড়িতে আশ্রয় পাই। এতদিন ওখানেই ছিলাম।' তিনি যোগ করেন, 'মাঝে বেশ কিছুটা সময় আমার স্মৃতিশক্তি ছিল না। তাই কাউকে বাড়ির ঠিকানা বলতে পারিনি। সুস্থ হওয়ার পর ট্রেন ধরে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে আসি। তারপর এক টোটোচালকের সহযোগিতায় উত্তর লতাবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলের সামনে পৌঁছাই। সেখান থেকে প্রতিবেশীদের সাহায্যে বাড়ি ফিরি।'

সুরজ বাড়ি ফেরায় পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। বৃহস্পতিবার বিশুরা পাড়ার গির্জায় সপরিবারে প্রার্থনা সারেন। বিশু বড় খাসি কিনে এনেছেন, এলাকার সবাইকে খাওয়াবেন বলে। বিশুর দ্বিতীয় স্ত্রী লালিও বলেন, 'নিজের সন্তান না হলেও, ওকে মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলাম। ফিরে আসায় খুব আনন্দিত।'

বলেছিলাম না সিনেমার গল্পকে এই ঘটনা হার মানায়। আর গল্পে প্রেম থাকবে না, তা কী করে হয়? বিশু বলেন, 'ছেলে বলেছে ডিব্রুগড়ের এক মেয়েকে ওর পছন্দ। ক'দিন পর আমরা মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব।'

# টিকিট শেষ, সাফারিতেও বঞ্চিত পর্যটকরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

**মাদারিহাট, ২৫ ডিসেম্বর :** জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে এসে টিকিট না পেয়ে ফিরে গেলেন প্রচুর পর্যটক। একইসঙ্গে, নিয়ম পরিবর্তন না করার জন্য একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি থেকে হঠাৎ অনলাইনে গাড়ি সাফারির টিকিট বুকিং বন্ধ করে দিয়েছিল বন দপ্তর। চলতি মরশুমেও তা বন্ধ রয়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে হাতির পিঠে সাফারির টিকিট অনলাইনে বুক করা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার কমপক্ষে ১০০ জন পর্যটক কার সাফারির টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন। জানালেন প্রাণকিশোর দাস নামে জনৈক ক্যাফে মালিক। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ বলেন, 'অনলাইনে কার সাফারির টিকিট বুকিং চালুর জন্য আমরা বহুবার বলেছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে এসেছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী। সুবীর বললেন, 'তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পেলাম না। সন্ধ্যায় লাইন দেব। যদি শুক্রবার সকালের টিকিট না পেলে ফিরে যাব।' তিনি আরও বলেন, 'অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম কেন তুলে দেওয়া হল, বুঝতে পারছি না।' মেদিনীপুরের সনাতন মণ্ডল জানান, সারা দুনিয়া চলছে অনলাইনে। সেখানে জলদাপাড়ার পর্যটনকেন্দ্রে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।'

অভিযোগ, লাইন ঠিক রাখতে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার রয়েছেন। তিনি আবার মাঝেমধ্যে ভিভিআইপিদের জন্য টিকিট কাটতে নিজেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। জলদাপাড়া ইকো রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্ত বললেন, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানেন। আমাদের ১৯টি সাফারির গাড়ি রয়েছে। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। হাতি আছে ৪টি। এদিন তারও সব টিকিট বুক ছিল।



জলদাপাড়ায় টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন। বৃহস্পতিবার।

**নাজেহাল**

- বেড়াতে এসে টিকিট না পেয়ে ফিরে গেলেন প্রচুর পর্যটক
- ২৭ জানুয়ারি থেকে হঠাৎ অনলাইনে গাড়ি সাফারির টিকিট বুকিং বন্ধ করে দিয়েছিল বন দপ্তর
- বৃহস্পতিবার কমপক্ষে ১০০ জন পর্যটক কার সাফারির টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন



বড়দিন উপলক্ষ্যে কোচবিহার রাজবাড়িতে ভিড়। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

**ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়**
**রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড**
**কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা (CEN) No- 08/2025**

**ভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ**
নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন উল্লেখিত তালিকাটিতে **ভিন্ন শ্রেণীর** বিভিন্ন পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 29/01/2026। সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **শুধুমাত্র অনলাইন মোডের** মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

**আবেদন দাখিল করার তারিখ** : 30/12/2025
**আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ** : 29/01/2026 (23:59 ঘণ্টা)

| পদের নাম | সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর | প্রাথমিক বেতন (টাঃ) | চিকিৎসা মান | 01.01.2026 অনুসারে বয়স | অস্থায়ী শূন্য পদ (সকল আরআরবি) |
|---|---|---|---|---|---|
| সিনিয়র পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর | লেভেল-6 | 35,400 | সি- 1 | 18-33 বছর | 15 |
| ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট গ্রেড III (কেমিস্ট এন্ড মেটালুরজিস্ট) | লেভেল-2 | 19,900 | বি- 1 | 18-30 বছর | 39 |
| চিফ ল্য অ্যাসিসট্যান্ট | লেভেল-7 | 44,900 | সি- 1 | 18-40 বছর | 22 |
| জুনিয়র ট্যান্সলেটর/হিন্দি | লেভেল-6 | 35,400 | সি- 2 | 18-33 বছর | 202 |
| স্টাফ এন্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর | লেভেল-6 | 35,400 | সি- 1 | 18-33 বছর | 24 |
| পাবলিক প্রসিকিউটর | লেভেল-7 | 44,900 | সি- 1 | 18-32 বছর | 07 |
| সাইন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট (ট্রেনিং) | লেভেল-6 | 35,400 | বি- 1 | 18-35 বছর | 02 |
| মোট | | | | | 311 |

দ্রষ্টব্য:
1. প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় তাদের প্রাথমিক তথ্য আধার ব্যবহার করে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং বিলম্ব এড়ানো যায়।
2. আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য আধারের নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণী পাশ করা সার্টিফিকেটে থাকা পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। একইভাবে, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে আপনার নতুন ছবি এবং নতুন বায়োমেট্রিক্স (আঙুলের ছাপ এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
3. এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশক প্রকৃতির, যা কেবলমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থীদের আসন্ন CEN সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য এবং আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা নথিপত্র সহ প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড, পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে বিস্তারিত CEN No-08/2025 (সময়ে সময়ে জারি করা যেকোনো সংশোধনী সহ) অনুসারে হবে যা নীচে তালিকাভুক্ত RRB-গুলির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একচেটিয়াভাবে প্রকাশিত হবে:

| CEN No- 08/2025-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবি গুলির ওয়েবসাইট | | |
|---|---|---|
| আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in | গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in | প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in |
| আজমের www.rrbajmer.gov.in | জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in | রাঁচি www.rrbranchi.gov.in |
| ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in | কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in | সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in |
| ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in | মালদা www.rrbmalda.gov.in | শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in |
| বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in | মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in | বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in |
| চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in | মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in | গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in |
| চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in | পাটনা www.rrbpatna.gov.in | তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in |

নং- RRB/All/Advt./CEN/08/2025
তারিখ: 26/12/2025
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

# বড়দিনে তুলসীপুজোয় গেরুয়া ছোঁয়া

## লোকসংস্কৃতির নয়া দিগন্ত



তুলসী পুজোর পৌরোহিত্য করছেন বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। -মাজিদুর সরদার।

পঙ্কজ মহন্ত

**বালুরঘাট, ২৫ ডিসেম্বর :** 'বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতৈ নমো নমঃ।' বড়দিনের আনন্দে যখন চারদিক মুখর, ঠিক সেই সময় বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়া ও তুলসীপুর গ্রামে ধ্বনিত হচ্ছে ভিন্ন এক ধর্মীয় আচার বা রীতিনীতি। প্রাচীন লোকাচার মেনে বৃহস্পতিবার এখানকার মানুষ মেতে উঠলেন তুলসীপুজোয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তুলসীপুর গ্রামে এই পুজো বহুদিন ধরেই বাড়ি বাড়ি হয়ে আসছে। তবে গত কয়েক বছর ধরে গ্রামের এক মহিলার বাড়িতে বড় করে তুলসীপুজোর আয়োজন হওয়ায় তা একটি সামাজিক রূপ পেয়েছে। আর সেইসঙ্গে তাতে যেন খানিকটা রাজনৈতিক রংও লেগেছে। এমনিতেই হিন্দুত্ববাদীরা গত কয়েকবছর ধরে ২৫ ডিসেম্বর তারিখটা 'তুলসী পূজন'-এর দিন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। সেইমতো তাঁরা প্রচারও করছেন। আর তুলসীপুর গ্রামে এদিনের পুজোয় বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি নিজে উপস্থিত থেকে পৌরহিত্য করায় এই আচার এক অন্য মাত্রাই পেয়েছে।

যদিও স্থানীয়রা তাঁদের নিজস্ব আচার ধরে রাখার কথাই বলছেন। এদিন পুজোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মহিলারা একত্র হন। বড় মাপের তুলসী বেদির সামনে তাঁরা শুদ্ধচিত্তে নির্দিষ্ট রীতি মেনে পুজোয় অংশ নেন। জানালেন, আগে পৌষ মাসে বিভিন্ন তিথিতে বিক্ষিপ্তভাবে তুলসীপুজো হলেও বর্তমানে ২৫ ডিসেম্বরই তুলসীপুজো দিবস হিসেবে পালন করছেন তাঁরা।

গ্রামবাসী রেণুকা বর্মন জানান, তুলসীপুজোর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। কিন্তু শুদ্ধতায় ভরপুর। ভোরে স্নান সেরে তুলসী গাছ পরিষ্কার করা, গঙ্গাজল অর্পণ, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে প্রদক্ষিণ, মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পুজো সম্পন্ন হয়। পুজোর সময় 'নম নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সি' মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

> তুলসীপুজোর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। কিন্তু শুদ্ধতায় ভরপুর। ভোরে স্নান সেরে তুলসী গাছ পরিষ্কার করা, গঙ্গাজল অর্পণ, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে প্রদক্ষিণ এবং মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে এই পুজো সম্পন্ন হয়। পুজোর সময় 'নম নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সি' মন্ত্র উচ্চারিত হয়।
>
> **রেণুকা বর্মন** গ্রামবাসী

ধর্মীয় দিক থেকে তুলসীকে দেবী লক্ষ্মীর রূপ এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় হিসেবে মানা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, তুলসীপুজো করলে সংসারে শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আসে। অন্যদিকে, পরিবেশগত দিক থেকেও তুলসীর গুরুত্ব অপরিসীম। বাতাস শুদ্ধ করে, অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং নানা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

# মালদায় সফট টেনিসের বিপ্লব

হরষিত সিংহ

**মালদা, ২৫ ডিসেম্বর :** আর পাঁচটা খেলার মতো মালদায় আগ্রহ বাড়ছে সফট টেনিস নিয়ে। মাত্র কয়েক বছর আগেও যেখানে এই খেলার অংশগ্রহণের হার ছিল নগণ্য। কিন্তু এখন সেই খেলাকে কেন্দ্র করে মালদার নাম উজ্জ্বল হচ্ছে।

আসন্ন জাতীয় সাব-জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে সুযোগ করে নিয়েছে জেলার নয়জন। এদের মধ্যে ছেলেদের দলে তিনজন ও মেয়েদের দলে ছয়জন রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারের। কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, আবার কারও বাবা দিনমজুর বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তারা স্থানীয় প্রতিযোগিতার গণ্ডি পেরিয়ে সুযোগ করে নিয়েছে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়।

ছেলেদের দলে মালদা থেকে সুযোগ পেয়েছে সুব্রত রায়, আকাশ রাজবংশী ও ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। মেয়েদের দলে রয়েছে সৃষ্টি মণ্ডল, চায়না হালদার, অনুশ্রী স্বর্ণকার, জয়শ্রী দাস, বৃষ্টি পাল, শ্রী দাস। এদের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল ও সৃষ্টি মণ্ডল এই নিয়ে দুইবার বাংলা দলে সুযোগ পেল।

২৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। অ্যামেচার সফট টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ও ওড়িশার সফট টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ওই প্রতিযোগিতাটি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মালদার ওই নয়জন খেলোয়াড় বাংলা দলের সঙ্গে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

সৃষ্টি মণ্ডল, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডলদের কথায়, 'এই নিয়ে দুইবার সুযোগ পেলাম। আগামীতে আরও ভালো খেলতে চাই। দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে। আশা করছি ভালো ফল করতে পারব।'

শুধু সাব-জুনিয়ার নয়। চলতি বছরে সিনিয়ার বাংলা দলেও মালদার সফট টেনিস খেলোয়াড়রা সুযোগ পেয়েছিলেন। আগামীতে এই খেলায় মালদার আরও অগ্রগতির অপেক্ষায় জেলা ও রাজ্য স্তরের কর্মকর্তারা।

রাজ্য সফট টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আরশাদ কামিল বলেন, 'মালদার কোচ অসিত পালের তত্ত্বাবধানে এই খেলার অগ্রগতি খুব ভালো হচ্ছে। ইতিমধ্যে মালদার দুই খেলোয়াড় জাতীয় ক্যাম্পে সিলেকশন হয়েছে। অনেক উঠতি প্রতিভা এই খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে। তবে এখনও পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে।'

| DHUPGURI MUNICIPALITY |
|---|
| Amader Para Amader Samadhan'25 |
| ENIT NO. & ID |
| WBMAD/ Dhupguri/60/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004247_1 |
| WBMAD/ Dhupguri/61/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004258_1 |
| 2025_MAD_5004258_2 |
| 2025_MAD_5004258_3 |
| WBMAD/ Dhupguri/69/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004271_1 |
| WBMAD/ Dhupguri/70/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004277_1 |
| WBMAD/ Dhupguri/78/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004293_1 |
| WBMAD/ Dhupguri/81/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004296_1 |
| WBMAD/ Dhupguri/82/2025-26 (2nd Call) |
| 2025_MAD_5004297_1 |
| Sd/- Administrator Dhupguri Municipality |

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭১০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭৮০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩০৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২১৪০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২১৫০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**কর্মখালি**

শিলিগুড়ি, চম্পাসারী, বাগডোগরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সিকিউরিটি প্রয়োজন। M - 8653877529. (M/M)

ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরি কাজের জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 13,500/-, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, ছুটি আছে। M :- 8653609553. (C/119729)

**অ্যাফিডেভিট**

আমার ভোটার ID No. G.B.M 2644219 - বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-12-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Kashem Ali এবং Kashem Ali Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Kashem Ali সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Aktar Hossain, গ্রাম ঃ ধলুয়াবাড়ী, পোঃ ঘুঘুমারি, জেলা ঃ কোচবিহার, থানা ঃ কোতোয়ালি। (C/118964)

আমি জান্নাতুন বেগম, স্বামী মৃত মিয়ানুর খান, ঠিকানা - যোগীঝোরা বারাবাক, এথেলবাড়ি, থানা - ফালাকাটা, জেলা - আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ। আমার মৃত স্বামীর আসল নাম মিয়ানুর খান যা আমার ছেলের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড এবং আমার ছেলের পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং স্বামীর নাম আমার ভোটার আইডি কার্ডে RIY2809929 তে মিয়ানুর খানের স্থলে মিয়ানুল খান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার স্বামীর নাম ১৫/০৯/২০২১ তারিখের রেজিস্ট্রেশন নং ডি-২০২১:১৯-০০১৯৬-০০০১১৫ অনুসারে তার মৃত্যু সার্টিফিকেটে এ মিয়ানুর খানের জায়গায় মোহাম্মদ মিয়ানুর রহমান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার অংশ নং ১৩৮, এস.এল নং ২১৪-এ আমার স্বামীর নাম মিয়ানুর খানের জায়গায় মিয়া মিয়ানুল খান এবং এস.এল নং ২১৫-এ আমার নাম জান্নাতুন বেগমের জায়গায় মিয়া বেগমজাখাতুন হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি জান্নাতুন বেগম এবং মিয়া বেগমজাখাতুন এবং আমার স্বামী মিয়ানুর খান, মিয়ানুল খান, মোহাম্মদ মিয়ানুর রহমান এবং মিয়া মিয়ানুল খান একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। গত 28.10.2025 তারিখে ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুরদুয়ার কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি। (C/119856)

## আজ টিভিতে



ছাওয়া সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

**সিনেমা**

**জি বাংলা সোনার** : সকাল ৮.৩০ অঞ্জলি, ১০.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৪.০০ টক্কর, রাত ১০.০০ লোফার
**জলসা মুভিজ** : সকাল ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল, দুপুর ১২.৪৫ সংগ্রাম, বিকেল ৩.৪৫ আশ্রিতা, সন্ধে ৭.০০ শুধু তোমারই জন্য, রাত ১০.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ১০.০০ বেহুলা লখীন্দর, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.৩০ কে তুমি নন্দিনী
**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ মন
**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক
**অ্যান্ড পিকচার্স** : সকাল ১০.৫১ রাউডি রক্ষক, দুপুর ১.৫০ স্পাইডার, বিকেল ৪.২৫ অখণ্ড
**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড** : দুপুর ১২.২০ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৩.৫০ ত্রিদেব, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১০.০০ ট্যাঙ্গো চার্লি
**সোনি ম্যাক্স টু** : দুপুর ১.৪৯ শান, বিকেল ৫.০৫ মেহরবাঁ, সন্ধে ৭.৫৯ অনাড়ি, রাত ১১.১১ পেয়ার কে নাম কুরবান



সিক্রেটস অফ দ্য পেঙ্গুইনস রাত ৯.৫৯ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড



শান দুপুর ১.৪৯ সোনি ম্যাক্স টু

**স্টার গোল্ড** : দুপুর ১.১০ দ্য ওয়ারিয়র, বিকেল ৪.০০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৭.৫০ ছাওয়া, রাত ১১.০০ ইশক
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট** : বেলা ১১.১৫ দ্য বিগ বুল, দুপুর ১.৪২ আইশা, বিকেল ৩.৫০ হম দো হমারো দো, সন্ধে ৭.৫৯ পিঙ্ক, রাত ১০.১০ সঞ্জু



শুধু তোমারই জন্য সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আর্থিক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর খুব ভালো খবর পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মানসিক চাপ কমবে। মিথুন : সন্দেহের কারণে প্রেমে সমস্যা হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। স্নায়ুরোগে ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : আপনার মধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কথাবার্তায় খুব সতর্ক থাকুন। গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের পরামর্শ নিন। কন্যা : সামান্য কথার ভুলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। তুলা : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ বাড়িতে করবেন না। বাইরের খাবার থেকে পেটে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। বহুদিনের কোনও বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। মকর : প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায় আজ নতুন করে লগ্নি না করাই ভালো। কুম্ভ : পেশাগত ক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকবে। আনন্দের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মীন : আর্থিক কোনও বিষয়ে সমস্যা থাকলেও বন্ধুর হস্তক্ষেপে তা মিটে যাবে। বাবা-মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৫ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০ পুহ, সংবৎ ৬ পৌষ সুদি, ৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫৫। শুক্রবার, ষষ্ঠী দিবা ১০।৭। শতভিষানক্ষত্র প্রাতঃ ৬।২৮ পরে পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।২। অসৃকযোগ দিবা ১২।৪। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৯।৩৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, প্রাতঃ ৬।২৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পত্তির দশা, রাত্রি ১২।৮ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দোষ নাই, প্রাতঃ ৬।২৮ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৭ গতে ত্রিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১০।৭ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।০ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৬ গতে ৯।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।২৮ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।২৩ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতে নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে দক্ষিণেও শুভ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৭ মধ্যে দীক্ষা, প্রাতঃ ৬।২৮ গতে দিবা ১২।৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, প্রাতঃ ৬।২৮ গতে দিবা ৯।০ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## চিকিৎসাধীন চিতাবাঘের মৃত্যু

**বাগডোগরা, ২৫ ডিসেম্বর :** বিফলে গেল বন বিভাগের সব চেষ্টা। বুধবার রাত ৩টে নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মাত্র এক বছর বয়সের চিতাবাঘটি। এনিয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। মাল্টি অরগান ফেল ছিল। তবে পায়ে আঘাত পাওয়া চিতাবাঘটি সুস্থ রয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যে বনে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

গত মঙ্গলবার রাতে বাগডোগরা চা বাগানের ১০ নম্বর সেকশনে নালার মধ্যে থেকে অসুস্থ অবস্থায় এক বছর বয়সের মর্দা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মীরা। তারপর থেকে ব্যাংডুবির এলিফ্যান্ট স্কোয়াডে চিকিৎসা চলছিল। অপরদিকে, ত্রিহানা চা বাগানের জাবরা ডিভিশন থেকে ডান পায়ে আঘাত লাগা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আরও একটি চিতাবাঘ। সেটির চিকিৎসা চলছিল বামনপুখরি রেঞ্জে। সেই চিতাবাঘটি বর্তমানে সুস্থ হয়ে ওঠার পথে।

## নিখোঁজ বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** একসপ্তাহ ধরে নিখোঁজ থাকা বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হল ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজ থেকে। মৃতা মনেশ্বরী রায় (৬৩) ফুলবাড়ির বাসিন্দা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয়রা দেহটি ব্যারেজের জলে ভাসতে দেখেন। খবর পেয়ে বৃদ্ধার ছেলে বিজয় রায় সেখানে এসে মায়ের দেহ শনাক্ত করেন। গত ১৮ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিলা নিখোঁজ হন। পরিবারের তরফে বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। এদিকে, এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন না মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

### ফুলবাড়িতে বন্ধের মুখে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা

# অশান্তির প্রভাব এপারেও

**সাগর বাগচী**

**ফুলবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** পদ্মাপারে নতুন করে অশান্তির পর থেকেই ভিড় কমতে শুরু করেছে ফুলবাড়ি সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে কার্যত মাছি তাড়াচ্ছে ফুলবাড়িতে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রগুলি। কেননা, যে মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রগুলিতে এক সময় লাখ লাখ টাকার লেনদেন হত, সেখানে এখন লেনদেনের গণ্ডি সারাদিনে হাজার টাকাও পেরোচ্ছে না। এমন চলতে থাকলে দোকানভাড়া নিয়ে কীভাবে ব্যবসা চালাবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে, কেউ ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো কেউ আবার পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।

*ফুলবাড়ি সীমান্তে ফাঁকা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রগুলি। বৃহস্পতিবার।*

এক সপ্তাহ ধরে 'বহুনি' হচ্ছিল না, বৃহস্পতিবার দোকান খোলার পর সেই 'খরা' কাটলেও মাত্র ১৮০ টাকার লেনদেন হয়েছে। এই কারণে শুক্রবার থেকে দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফুলবাড়ি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষ শান্ত। তবে শুধু সঞ্জয় নয়, ফুলবাড়ির বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ী মুকুল বর্মনও একই কথা জানিয়েছেন। এদিকে, ব্যবসার ক্ষতি হলেও বাংলাদেশের নেতাদের ভারত নিয়ে একের পর এক মন্তব্যে তাঁরা বেজায় ক্ষুব্ধ। ভারত যাতে বাংলাদেশকে উপযুক্ত জবাব দেয়, সেই দাবিও তুলেছেন।

ফুলবাড়ি ট্রাভেলার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য সঞ্জয় বলেন, 'আমার মতো সকলের দোকান বন্ধ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দোকানভাড়া, কর্মচারীদের বেতন সহ অন্য খরচ বাবদ মাসে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা লাগে। সেই খরচ তো দোকান চালিয়ে ওঠেই না, বরং ঘরের টাকা খরচ করে কাউন্টার খুলে রাখতে হচ্ছে। সবটাই বাংলাদেশে ইউনূস সরকার আসার পর থেকে হচ্ছে। সেই কারণে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি।' বড়দিন উপলক্ষ্যে এদিন সীমান্ত দিয়ে ব্যবসা বন্ধ ছিল, তবে দুই দেশের মধ্যে হাতেগোনা কিছু মানুষ যাতায়াত করেছেন। বাংলাদেশ থেকে এদিন ১৫ জন নাগরিক এসেছিলেন। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা ছিলেন।

ফুলবাড়িতে সব মিলিয়ে ২৩টি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের কাউন্টার ছিল। যার মধ্যে করোনা পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন কারণে ১২টি কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ১১টি কাউন্টার ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু গত বছর থেকে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কারণে সেই ব্যবসা তলানিতে ঠেকতে শুরু করে।

সাড়ে ৬ হাজার টাকা দিয়ে দোকানভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন মুকুল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দোকান মালিককে ৫ হাজার টাকা করে ভাড়া দিচ্ছেন। মুকুল বললেন, 'বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে স্থায়ী সরকার না এলে এমন পরিস্থিতি থাকবে। ভাবছি, মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প কোনও ব্যবসা করব। কেননা, অন্য সীমান্তের চাইতে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এমন যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক কম ভিসা কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে। সেই কারণে সরাসরি আমাদের ব্যবসায় প্রভাব পড়েছে।'

শুধু মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র নয়, ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন সেন্টারের কাছাকাছি এলাকার ব্যবসাতে প্রভাব পড়েছে। এলাকায় চারচাকার গাড়ি, টোটোর স্ট্যান্ড রয়েছে। দোকানগুলিতে লোক নেই। যাত্রী কমে যাওয়ায় সেখানে গাড়ি, টোটোর চালকরা হতাশ। টোটোচালক সন্তোষ রায়ের কথায়, 'সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত তলানিতে। যাত্রী পাচ্ছি না। সেই কারণে সীমান্ত ছেড়ে অন্য দিকে যাত্রী তুলছি।' একই কথা জানিয়েছেন আরেক টোটোচালক সোহেল আহমেদও।

# ৩ প্রাণ কাড়ল হাতি

**কুমারগ্রাম ও জটেশ্বর, ২৫ ডিসেম্বর :** বুনো হাতির হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হল আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর ও কুমারগ্রামে। মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত জেলায় ভয়াবহ চেহারা নেওয়ায় বন দপ্তর রীতিমতো চিন্তায়।

বুধবার কুমারগ্রামের চ্যাংমারি বিটের জঙ্গলে লকড়ি কুড়োতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে সন্ধ্যা বিবির (৬৩)। এমনটাই দাবি দক্ষিণ হলদিবাড়ির বাসিন্দাদের। বৃহস্পতিবার সকালে বনকর্মীদের উপস্থিতিতে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বৃহস্পতিবার জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ব্যাংকান্দিতে একটি দাঁতাল পবিত্র রায়কে (৫৫) শুঁড়ে পেচিয়ে আছাড় মারে। তারপর পায়ে পিষে দেয় তাঁকে। পরে ধূলাগাঁও বাজার লাগোয়া লোকালয়ে তাণ্ডব চালিয়ে চারজনকে জখম করে বুনোটি। লোকালয়ে হাতির হানায় মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়।

বৃহস্পতিবার জটেশ্বর বাজার এবং পূর্ব ব্যাংকান্দি এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হামলা চালায় একটি দাঁতাল। ধুলাগাঁওয়ে হামলা চালিয়ে যূথিকা বর্মন (৫৫) নামে এক গৃহবধূকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সংকটজনক দেখে তাঁকে শিলিগুড়ি রেফার করেন চিকিৎসকরা। পরিবারের লোকজন তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মারা যান যূথিকা।

**ডুয়ার্সজুড়ে আতঙ্ক**

## মঞ্জয়জোতে বাঁধের শিলান্যাস

**খড়িবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মঞ্জয়জোত এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে শুরু হল বাঁধ নির্মাণের কাজ। বৃহস্পতিবার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

টুকরিয়াঝাড় ফরেস্ট সংলগ্ন মঞ্জয়জোত এলাকায় একটি খাল নিয়ে ১৫ বছর ধরে সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয়রা। বর্ষার সময় টুকরিয়াঝাড় ফরেস্টের জল এই খাল দিয়ে নেমে আসার ফলে খালের পাশের জমি ধসে যাচ্ছিল। ভূমিক্ষয়ের ফলে খালের পাশে থাকা বাড়িগুলিও ভাঙনের মুখে পড়েছিল। ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী।

অবশেষে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে খালের উভয় পাশে ৮০ মিটার করে পাথরের বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বৃহস্পতিবার থেকে সেই কাজের শিলান্যাস করা হল।

বাঁধ নির্মাণের শিলান্যাস হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় মানস বর্মন বলেন, 'বহুদিনের সমস্যা। প্রায় ১৫ বছর ধরে আন্দোলনের পর এবার কাজের শিলান্যাস হওয়ায় খুব ভালো লাগছে।' আরেক বাসিন্দা ভবেশ বর্মন বলেন, 'জলের তোড়ে খালের পাশের বহু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। অনেকে ভয়ে বাড়ি সরিয়ে নিয়েছেন। বাঁধের শিলান্যাস হওয়ায় আমরা খুশি।' কিশোরীমোহন জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দ করে বাঁধটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

## দুর্ঘটনায় মৃত ১

**ফাঁসিদেওয়া, ২৫ ডিসেম্বর :** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অভিল টোপ্পো নামে বছর ২৫-এর এক তরুণের। জখম হয়েছেন আরও ২ জন। সকলেই বিধাননগরে জয়ন্তিকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কে। বাইকে করে ৩ জন খড়িবাড়ি থেকে বিধাননগরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় বাইকটি। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখমদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে, এদিন মহম্মদবক্সের কাছে আরও একটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় একজন জখম হন।

## ধৃত তিন

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** দেড় মাস আগে ফুলবাড়ির সিপাইপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপন মণ্ডলের বাড়ি থেকে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরি গিয়েছিল। সেই ঘটনায় চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। পাশাপাশি তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন বিশ্বজিৎ রায়, প্রসেনজিৎ রায় ও বিশ্বজিৎ রায়। অভিযুক্তরা চুরির সামগ্রী মোড় বাজার এলাকার একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেখান থেকে বুধবার রাতে সেই সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

*বড়দিনে বেঙ্গল সাফারিতে ফেস্টিভ মুডে পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার। সূত্রধরের তোলা ছবি।*

### বড়দিনে রেকর্ড বিক্রি টয়ট্রেনের টিকিট

# বেঙ্গল সাফারির ঝুলিতে ৯ লক্ষ

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** বড়দিনে লক্ষ্মীলাভ! সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বরে ১২৩০টি টিকিট বিক্রি করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। অন্যদিকে, ।

এদিন সকাল থেকেই বেঙ্গল সাফারিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পরিস্থিতি এমন হয় যে, শেষবেলায় সাফারির টিকিট না পেলেও শুধুমাত্র পার্কে ঢোকার জন্যে টিকিট কাটেন অনেকে। বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, 'গত বছরের মতো এবারও ভালো টিকিট বিক্রি হয়েছে। দুপুরের পর থেকে সাফারির টিকিট দিতে পারিনি।'

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সাফারিগুলি ছিল সেগুলির ৬০ শতাংশ টিকিট আগেই অনলাইনে বুক হয়ে গিয়েছিল। বাকি ৪০ শতাংশ স্পট বুকিং দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এরপর যত বেলা বেড়েছে, পাল্লা দিয়েছে বেড়েছে ভিড়।

আলিপুরদুয়ার থেকে পরিবার নিয়ে বেঙ্গল সাফারিতে এসেছিলেন গৌরাঙ্গ সরকার। বাঘ, ভালুক দেখতেই এত দূর থেকে এসেছিলেন সাফারি পার্কে। কিন্তু টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে জানতে পারলেন সাফারির মাত্র তিনটি টিকিট অবশিষ্ট রয়েছে। এদিকে, তাঁরা সংখ্যায় আটজন। অগ্যতা বাধ্য হয়ে টিকিট কেটে পার্কে ঢোকেন সকলে। গৌরাঙ্গর কথায়, 'আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাফারি করার জন্যেই এসেছিলাম। অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু আর টিকিট ছিল না।' ফলত, বড়দিনে টয়ট্রেন, বেঙ্গল সাফারির লক্ষ্মীলাভ হলেও, টিকিট না পাওয়ায় মন খারাপ করে ফিরতে হয়েছে অনেককে।

**বড়দিন জমজমাট**

সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে এবছর ১২৩০টি টিকিট বিক্রি করেছে ডিএইচআর

৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত জয়রাইড এবং এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেনের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে

শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে এদিন প্রায় ৯ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে

সাফারির টিকিট না পেলেও শুধুমাত্র পার্কে ঢোকার জন্যে টিকিট কাটেন অনেকে

অন্যদিকে, ডিএইচআর সূত্রে খবর, মোট ১৩টি জয়রাইড এবং এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন মিলিয়ে এই ১২৩০টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। এদিকে, আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত জয়রাইড এবং এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেনের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। আপাতত ওয়েটিং লিস্ট চলছে। খুব প্রয়োজন হলে বাড়তি আরও একটি জয়রাইড চালানো হতে পারে বলে ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন।

ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'গত বছর ১২টি জয়রাইড চালানো হয়েছিল। এবার ১৩টি জয়রাইড চালিয়েছি। আপাতত ৩ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত টিকিট শেষ এবং ওয়েটিং চলছে।'

উৎসবের মরশুম শুরু হতেই টয়ট্রেনের চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছে। সুকনা থেকে রংটং পর্যন্ত ট্রেনের যেমন চাহিদা রয়েছে, তেমনই জয়রাইডের চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছে। সে কারণে জয়রাইডের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৩টি করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বরের জন্যে আগে থেকেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যেই সমস্ত জয়রাইডের টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। রেল জানিয়েছে, আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত টিকিট সব বুক হয়ে গিয়েছে। ফলে স্পট টিকিট আর কাউকে দিতে পারবে না ডিএইচআর। তাই যাঁরা স্পটে গিয়ে টিকিট কেটে জয়রাইডের আনন্দ নেবেন ভেবেছিলেন, তাঁদের হতাশ হয়েই ফিরতে হবে।

## অবৈধভাবে গাছ কাটার অভিযোগ

**বাগডোগরা, ২৫ ডিসেম্বর :** অনুমতি ছাড়া সরকারি জমির গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গাছ কাটার খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা বাগডোগরা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাটা গাছের গুঁড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

এ বিষয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গোঁসাইপুর রূপসিংজোতের মমতানগরের এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার ৩টি চিকরাশি গাছ কেটে ফেলেন। খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বিট অফিসার নরেশকুমার রাই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গাছের গুঁড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন। অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার অভিযোগে বাদলচন্দ্র লস্কর নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০-১২ বছর আগে রূপসিংজোতের মমতানগরের বাবা লোকনাথ মন্দিরের সামনের রাস্তায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলি বড় হয়ে উঠেছিল। অভিযোগ, বাদল তাঁর বাড়ির সামনের সেই গাছগুলিরই ৩টি কেটে ফেলেন। এ নিয়ে পাড়ার লোকজন পুলিশ এবং বন দপ্তরে খবর দেন। তবে এ বিষয়ে বাদলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

## বাড়িতে আগুন

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** চার্জে বসানো মোবাইল ফোন ফেটে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল ঘরে থাকা খাট, ড্রেসিং টেবিল, পোশাক, নথিপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী। বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা কৃষ্ণপদ সরকারের বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটে।

শীতের মরশুমে এভাবে ঘরের সামগ্রী পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় পরিবারটি চরম দুশ্চিন্তায় পরেছে। কৃষ্ণ বলেন, 'মোবাইলের পাশে টিভি ও ফ্যান, প্লাস্টিকের বাসনপত্র ও ত্রিপল রাখা ছিল। আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।' স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান। রফিকুল জানান, পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য করা হবে। ঘটনার পর স্থানীয় বিজেপি সদস্যদের তরফেও খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, ত্রিপল তুলে দেওয়া হয় পরিবারটির হাতে।

## প্রতিবাদ মিছিল

**চোপড়া, ২৫ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে সদর চোপড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। চোপড়া হাইস্কুল মাঠ থেকে মিছিল বের হয়ে সদর চোপড়া এলাকায় পরিক্রমা করে।



পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

**বড়দিনে নৌকাবিহার।।** *জয়ী সেতু সংলগ্ন তিস্তা নদীতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অপু দেবনাথ।*

### ঠিকাদারের হুঁশিয়ারি মাল পুরসভাকে

# বকেয়া দু'কোটি, আইনি নোটিশ

**মালবাজার, ২৫ ডিসেম্বর :** এ যেন রাহুর দশা চলছে মাল পুরসভায়। একের পর এক বকেয়া বিলের জন্য আইনি নোটিশ আসছে। বুধবার মাল পুরসভায় মালদার এক ঠিকাদার আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। প্রায় দু'কোটি টাকা বকেয়া না মেটালে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন উত্তমকুমার গুহ নামে ওই ঠিকাদার।

আইনি নোটিশে বলা হয়েছে, মাল পুরসভা থেকে ২০১৭ সালের ২১ অগাস্ট ওয়ার্কঅর্ডার পায় উত্তমের সংস্থা গুহ কনস্ট্রাকশন। বরাত অনুযায়ী ১৬.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের চারটি হাইমাস্ট এবং ৯টি পোল সহ এলইডি লাইটের সরবরাহ এবং স্থাপন করেছে সংস্থাটি। কাজের টেন্ডার মূল্য ছিল ২৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। ওই বছরেই ৫ সেপ্টেম্বর মাল পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের লেটারহেডে ইস্যু হয় আরও একটি ওয়ার্কঅর্ডার। তার ভিত্তিতে সংস্থাটি ৯৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ টাকার হাইমাস্ট এবং ১৫০ ওয়াটের এলইডি লাইট সরবরাহ করে। পোল বসানো ও লাইট লাগানোর দায়িত্বও ছিল সংস্থার।

এরপর এক বছর পর ২০১৮ সালে ১৫ ডিসেম্বর ইস্যু হয় আরও একটি ওয়ার্কঅর্ডার। সেই বরাত অনুযায়ী সংস্থাটি ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৮০ টাকার স্টিলের ইলেক্ট্রিক পোল পাঠায় মাল পুরসভাকে। আইনি নোটিশ অনুযায়ী, সেই পোল বসানো হয়েছিল মাল শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। সেই সময়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৮ টাকার একটি বিল পুরসভায় জমা দেন ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার উত্তম। ওইদিনই ২৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৪০ টাকার আরও একটি বিল পুরসভায় জমা দেন তিনি।

উত্তম চড়া সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাল পুরসভার কাজ

**কী অভিযোগ**

- ঠিকাদার চড়া সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাল পুরসভার কাজ করেছিলেন
- লাইট ও রাস্তার কাজ করেছিলেন ওই ঠিকাদার, কিন্তু ২০১৯ সালের পর একটা টাকাও পাননি
- পাঁচ ধাপে বকেয়ার মোট অঙ্ক ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ১০৮ টাকা
- টাকা না মেটালে মামলার হুঁশিয়ারি উত্তমের

করেছিলেন। পাঁচ ধাপে বকেয়ার মোট অঙ্ক ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ১০৮ টাকা। মামলাকারীর আইনজীবী শোভন দাশগুপ্ত বলেছেন, 'লাইটের কাজ ছাড়াও রাস্তার কাজ করেছিলেন আমার মক্কেল। ২০১৯ সালের পর একটা টাকাও পাননি তিনি। রোজ পাওনাদারের হুমকি শুনতে হচ্ছে তাঁর পরিবারকে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার জন্য পথে বসেছেন আমার মক্কেল। এর আগেও অনেকবার তিনি নিজে পুরসভায় গেলেও বারবার খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এবার চূড়ান্ত আইনি নোটিশ পাঠানো হল। বকেয়া প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা না মেটালে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা হবে পুরসভার বিরুদ্ধে।

বকেয়া না মেটানোয় এর আগে একাধিকবার আদালতে মুখ পুড়েছে মাল পুরসভার। বিভিন্ন কাজের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে। উত্তম গুহকে পাঁচটি ওয়ার্কঅর্ডার দেওয়া হলেও তার কোনওটিরই রেজোলিউশন বা প্রশাসনিক অনুমোদন নেওয়া হয়নি। এতেই জটিলতা তৈরি হয়েছে ঠিকাদারের পাওনাগন্ডা নিয়ে। এমনকি পথবাতির প্রকল্পগুলিতে ঠিকাদার সংস্থাগুলির কোটি কোটি টাকা বকেয়া থাকলেও কোন ওয়ার্ডে কত লাইট লাগানো হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাবও নেই পুরসভায়। চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'এই নোটিশের কপি পুরসভার আইনজীবীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি বিষয়টি দেখছেন।'

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নাসিম আহমেদ বলেছেন, 'চোখের সামনে এত দুর্নীতি, অন্যায় দেখেও নির্লজ্জের মতো ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে প্রশাসন।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত মনে করেন, সঠিকভাবে টেন্ডার হয়ে থাকলে সরকারের উচিত ঠিকাদারের টাকা মিটিয়ে দেওয়া।

## প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বিবাদে সংঘর্ষ, মৃত কাকা-ভাইপো

**গোপালপুর, ২৫ ডিসেম্বর :** প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মতবিরোধে দুই পরিবারের সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন মানব সরকার (৪৫) ও যাদব সরকার (২৫)। একই ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসি গ্রামের ঘটনা।

তবে ঘটনাটি কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ভেদাভেদের প্রসঙ্গও উঠেছে। আর এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। মানব বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল কমিটির সহ সভাপতি এবং যাদব মণ্ডল কমিটির সদস্য ছিলেন। চারজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে

**রাজনীতির ছোঁয়া**

- মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসি গ্রামের ঘটনা
- মৃতরা বিজেপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অভিযুক্তদের মধ্যে এক তৃণমূল নেতা রয়েছেন
- চারজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) তন্ময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। পারিবারিক বিবাদে জড়িয়ে যাওয়ায় ২/২২০ নম্বর বুথ সভাপতি সুধীর শিকদারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল বলে জানিয়ে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, যাদবের সঙ্গে এলাকার এক তৃণমূল নেতার মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যাদব ওই তরুণীকে নিয়ে বুধবার পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পরিচিত কয়েকজন ওই তরুণীর বাড়িতে খবর দেন। সেই সময় শ্যাম শিকদার নামে স্থানীয় একজনের নির্দেশে কয়েকজন যাদবকে চড় মারে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ওই তরুণীর বাবা ঘটনাটি যাদবের কাকা মানবকে জানান। পরে যাদব ওই তরুণীকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। কী কারণে তাঁর ভাইপোকে মারধর করা হয়েছে বলে মানব ফোনে শ্যামের কাছে জানতে চাইলে দুজনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। পরে বিষয়টি পারিবারিক সংঘর্ষের চেহারা নেয়।

বিজেপির মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন, ''বিজেপি করার 'অপরাধ'-এ তৃণমূলিদের মারধরে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশকে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।'' তৃণমূলের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ঘটনায় রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

### খুনের অভিযোগ পরিজনের

# বৃদ্ধার মৃত্যুতে বাড়ছে রহস্য

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** গলায় খাবার আটকে হাকিমপাড়ার বাসিন্দা গোপা সরকার (৬৫) গত ২১ ডিসেম্বর মারা যান বলে ছেলে সৌম্যদীপ সরকারের দাবি। তবে সেদিন তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি প্রতিবেশী, এমনকি আত্মীয়দেরও জানানো হয়নি। একেবারে শেষকৃত্য সেরে তারপর তা জানানো হয়। অভিযোগ, গলায় খাবার আটকে যাওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি বা মৃত্যুর পর ময়নাতদন্তও করা হয়নি। আর এর জেরে মৃতার দাদা দেবব্রত গুহ, ভাশুরের মেয়ে দেবলীনা সরকার এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

দেবব্রতর বক্তব্য, 'আমার বোনকে খুন করা হয়েছে। সৌম্যদীপ, ওর পিসেমশাই ও পিসি এবং তাঁদের এক আত্মীয়াকে আমাদের সন্দেহ। সম্পত্তি হাতিয়ে নিতেই সৌম্যদীপকে নিয়ে এই চক্রান্ত করা হয়েছে।' চারজনের বিরুদ্ধে দেবব্রত ২২ ডিসেম্বর পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে কোনও সদুত্তর না মেলায় বৃহস্পতিবার গোপার বাড়ির সামনে একত্রিত হয়ে দেবব্রত সহ অন্যরা ফের পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনাস্থলে খানিক বিক্ষোভও দেখানো হয়। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক অবশ্য বলেন, 'ছেলের কাছে ওই বৃদ্ধার ডেথ সার্টিফিকেট ছিল। সেই অনুযায়ী কিরণচন্দ্র শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।'

স্বামী বিমলাংশু সরকার ও ছেলে সৌম্যদীপকে নিয়ে গোপাদেবী হাকিমপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র রোডে নিজেদের বাড়িতেই থাকতেন। স্বামী ঠিকাদার হিসেবে কাজ করতেন। হাকিমপাড়ায় বাড়ি সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় তাঁর জমি ছিল। সৌম্যদীপ কাজে মাঝেমধ্যে বাবাকে সাহায্য করতেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিমলাংশু ২৭ অক্টোবর মারা যান। অভিযোগ, সেই সময়ও বিমলাংশুর বৌদি, দাদার মেয়েকে তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি। শুধু সৌম্যদীপের পিসেমশাই, পিসি এবং তাঁদের এক আত্মীয়াকে খবর দেওয়া হয়। ওই ঘটনার দু'মাসের মাথায় গোপার



**প্রশ্ন স্বজনদের**

- হাকিমপাড়ায় এক বৃদ্ধার মৃত্যুতে খুন করা হয়েছে বলে স্বজনদের সন্দেহ
- সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই ছেলে ওই বৃদ্ধাকে খুন করেছেন বলে তাঁর দাদা সহ অনেকের দাবি
- গোটা ঘটনাটি জানিয়ে ২২ ডিসেম্বর পুলিশে অভিযোগ দায়ের, বৃহস্পতিবার হাকিমপাড়ায় মৃতার বাড়ির সামনে জমায়েত

মৃত্যুতে রহস্য ঘনিয়েছে।

দেবলীনা বলেন, 'সৌম্যদীপদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র ১০ মিনিট দূরত্বে। তা সত্ত্বেও আমাদের খবর না দেওয়ার বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। কাকু মারা যাওয়ার পর সৌম্যদীপের পিসেমশাই, পিসি এবং তাঁদের এক আত্মীয়া বাড়িতে এসে কাকিমার ওপর অত্যাচার করতেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। কাকিমার মৃত্যুকে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছি না। ওই বাড়ির নীচে অনেকে ভাড়া থাকেন। কাকিমার মৃত্যুর দিন তাঁরা কাকিমার ঘরে গোঙানির আওয়াজ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।'

ঘটনার পর থেকে সৌম্যদীপ হাকিমপাড়াতে পিসির বাড়িতে রয়েছেন। যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। বাবার মৃত্যুর পর পিসেমশাই, পিসি এবং তাঁদের এক আত্মীয়াকে ছাড়া কাউকেই পাশে পাইনি। ২১ তারিখ রাত প্রায় ১১টা নাগাদ খাওয়ার সময় মায়ের গলায় খাবার আটকে যায়। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করলেও মা অজ্ঞান হয়ে যান। খবর দিলে পিসেমশাই, পিসি ও তাঁদের এক আত্মীয়া আমাদের বাড়িতে আসেন। রাতেই মা মারা যান। এরপর মায়ের শেষকৃত্য করা হয়।' সৌম্যদীপের দাবি, মায়ের গলায় খাবার আটকে যাওয়ার পর চিকিৎসকদের ডাকা হয়েছিল। তিনি দুই চিকিৎসকের নামও জানান। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে তিনি পরে আর ফোনে সাড়া দেননি।

এদিকে, সৌম্যদীপ পিসেমশাই ও পিসিকে খবর দিলেও কেন তাঁদের কোনও খবর দিলেন না বলে আশপাশের বাসিন্দারাই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতিবেশী সঞ্জয় পাল বলেন, 'সৌম্যদীপের বাবা যে কোনও প্রয়োজনে আমার কাছে আসতেন। অথচ তাঁদের বাড়ির এত বড় ঘটনায় সৌম্যদীপ আমাদের কাউকেই কিছু জানালেন না। যাঁরা ওঁর বাবার শেষকৃত্যে শামিল ছিলেন তাঁরাই ওঁর মায়ের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকলেন। আমাদের কাছে গোটা ঘটনাটিই রহস্যজনক।'

## বাড়ির পথে সান্তা



*বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে রাজু দাসের ক্যামেরায়।*

## পচাগলা দেহ উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ২৫ ডিসেম্বর :** এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ফুলবাড়ির বাসিন্দা মানেশ্বরী রায় (৬৩) নামে ওই বৃদ্ধা ১৮ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝমকলালজোতে তিস্তা ক্যানাল ফল হাইড্রাল প্রোজেক্টের অন্তর্গত মহানন্দা ক্যানালের লকগেটে তাঁর মৃতদেহ আটকে থাকতে দেখা যায়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়। এদিন পরিবারের সদস্যরা দেহটি শনাক্ত করেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। পরিবারের দাবি, ওই মহিলা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

## চার্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**চোপড়া, ২৫ ডিসেম্বর :** চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার ছিল উৎসবের আমেজ। চোপড়ার সুভাষনগর মিশন, শীতপাড়া, দেবীঝোরা ও সোনাপুর মিশন, দাসপাড়ার গেন্দাগছ, সিমেন্ট্রি ক্যাম্প সহ বিভিন্ন চার্চে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বড়দিন পালিত হয়। ঢল নামে মানুষের। দু'-একটি গির্জায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## শীতবস্ত্র বিলি

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** বড়দিন উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জেপি কানোডিয়া বৃহস্পতিবার আশিঘর এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষম ও বয়স্ক মিলিয়ে ১০০ জনকে শীতবস্ত্র দানের পাশাপাশি, কেক সহ তাঁদের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করেন। আশিঘর এলাকার একটি মাঠে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বড়দিন ভালোভাবে কাটাতেই এই উদ্যোগ বলে ওই নেতা জানান।

## বাসের ধাক্কা

**চোপড়া, ২৫ ডিসেম্বর :** এনবিএসটিসির একটি বাসের ধাক্কায় দলুয়া এলাকায় এক তরুণ আহত হয়েছেন। তাঁকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার পর চোপড়া থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও চালককে আটক করেছে।

# শিক্ষাকেন্দ্রে জুয়ার আসর

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ২৫ ডিসেম্বর :** কেবল সূর্য ডোবার অপেক্ষা। সন্ধ্যা নামতেই চোপড়ার কালাগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের দখল নেয় স্থানীয় কিছু তরুণ। সেখানে অবাধে চলে নেশা ও জুয়া খেলা। শুধু মদ, গাঁজাই নয়, ব্রাউন সুগার থেকে শুরু করে নানা রকমের নেশা হয় সেখানে। শিক্ষাকেন্দ্র চত্বর ও বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে বিভিন্ন নেশাজাত উপকরণ। যেমন, খালি সিরিঞ্জ, ওষুধের শিশি, মোড়ক ইত্যাদি। আর সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন সকালে শিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে শিক্ষকদের প্রথম কাজ, নেশাড়ুদের ফেলে যাওয়া সামগ্রী পরিষ্কার করা। নেশা ও জুয়ার বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ শিক্ষকরা। এবার তাঁরা চান স্থায়ী সমাধান।

আরও চিন্তার বিষয়, একদিনে এই শিক্ষাকেন্দ্র নেশাড়ুদের আঁতুড়ে পরিণত হয়নি। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। পুলিশের কাছে একাধিকবার নালিশ জানানো হয়েছে। পুলিশের গাড়ি দেখে এক-দুইদিন নেশা বন্ধ থাকলেও আবার যে-কে-সেই! অসামাজিক কার্যকলাপ কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বলেই অভিযোগ। কিন্তু অনেকের মনে হতে পারে, শিক্ষাকেন্দ্রে অবাঞ্ছিত লোকেরা প্রবেশ করে কী করে? এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে রয়েছে সমস্যার শিকড়। কারণ, ওই শিক্ষাকেন্দ্রে যে সীমানা প্রাচীরই নেই!

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের বক্তব্য, চারিদিকে প্রাচীর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নেশার আসর কোনওভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয়। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, শিক্ষাকেন্দ্রের সামনের অংশে প্রাচীরের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই কাজ চলছে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে বাকি অংশের কাজ হবে।

কালাগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে মোট পড়ুয়া ৮৭ জন। ৩ জন শিক্ষক। ওই শিক্ষাকেন্দ্রের একটি পরিত্যক্ত ঘর ও দুই পাশের বারান্দায় গড়াগড়ি খায় নেশার সামগ্রী। শিক্ষাকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ রীতিমতো তিতিবিরক্ত। সন্ধ্যার পর যেহেতু শিক্ষাকেন্দ্রটি ফাঁকা থাকে, তাই ওটাই স্থানীয় কিছু তরুণের নেশা করা ও জুয়া খেলার জন্য আদর্শ জায়গায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় তরুণরা যেহেতু যুক্ত

**সমস্যা যেখানে**

- চোপড়ার কালাগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে নেশার আসর বসার সঙ্গেই চলছে জুয়া খেলা
- সকালে শিক্ষাকেন্দ্রে এসে নেশাজাত সামগ্রী পরিষ্কার করাটাই শিক্ষকদের প্রথম কাজ
- পুলিশি টহল চললে দু-চারদিন নেশা ও জুয়া বন্ধ থাকে, তারপর ফের চালু হয়ে যায়

তাই সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পরেও এই ধরনের কার্যকলাপে পুরোপুরি বন্ধ হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন শিক্ষকরা।

ওই শিক্ষাকেন্দ্রের মুখ্য সম্প্রসারক বিজয়কুমার দাস বলেন, 'পুলিশ এলে দু-চারদিন বন্ধ থাকে। তারপর আবার বসে নেশার আসর।' আরেক শিক্ষক বিনয়রঞ্জন রায়ের কথায়, 'এভাবে চলতে থাকলে পড়ুয়াদের মনে একসময় প্রভাব পড়তে পারে।' যদিও পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিত অভিযান চলছে।

# আবর্জনায় ভোগান্তি

**অমিত রায়**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** রাস্তার দু'ধারে ডাঁই হয়ে রয়েছে আবর্জনা। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ থেকে শুরু করে জঞ্জাল যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ফলে দুর্গন্ধের জেরে নাকে রুমাল দিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষোভ বাড়ছে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় আবর্জনা ফেলার কোনও ডাস্টবিন নেই। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহও করা হয় না নিয়মিত। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের এমন অভিযোগ মানতে চাননি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সন্তু দাস।

এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় আবর্জনা ফেলার জন্য কোনও ডাস্টবিন



নেই। ফলে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে আবর্জনা। পরিস্থিতি এমনই যে দুর্গন্ধে বাড়িতেও থাকা যাচ্ছে না। ফলে দূষিত হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। এর সঙ্গে এলাকায় বাড়ছে মশামাছির উপদ্রব। স্থানীয় বাসিন্দা গিরিশ চক্রবর্তী বলেন, 'নিয়মিত জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয় না। এলাকায় কোনও আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গাও নেই।'

অনির্বাণ রায় নামে আরও এক বাসিন্দা বলেন, 'বাড়ি থেকেও আবর্জনা সংগ্রহ করা হয় না। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। এই সমস্যার কথা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।' যদিও বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে উপপ্রধান সন্তু দাস বলেন, 'ওই এলাকায় নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহও করা হয়। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ভ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে।'

# শীতের পরশ মেখে বড়দিনে পিকনিক

**শমিদীপ দত্ত ও খোকন সাহা**

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৫ ডিসেম্বর :** বেলা বাড়ার সঙ্গে সূর্যের তাপও তখন কিছুটা বেড়েছে। সামনে দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নদীর স্রোতের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন বছর ছিয়াশির সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সামনে তখন রান্নায় ব্যস্ত পরিবারের বাকি সদস্যরা। মুখে হাসি নিয়ে সুভাষ বলছিলেন, 'ভেবেছিলাম, এবারে হয়তো আর বড়দিনের পিকনিকে আসতে পারব না। তবে সবাই বলল, তাই এসেছি। আসলে বড়দিন মানেই যে পিকনিক।'

গুলমায় নাতির সঙ্গেই ব্যাডমিন্টন খেলায় মেতে উঠেছিলেন বছর ষাটের ইন্দ্রজিৎ দাস। কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, 'প্রতিবছর দাদুভাই ঘুমোনোর সময় মাথার বালিশের তলায় আজকের দিনে কিছু না কিছু গিফট রেখে দিতাম। দাদুভাই এখন বড় হয়ে গিয়েছে। তাই আর গিফট রাখতে পারি না। তবে দাদুভাইয়ের পিকনিকের সব খরচ আমার।' একদিকে যখন প্রবীণরা ছোটদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে চাইলেন, তখন লাল টুপি পরে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার পিকনিক স্পটজুড়ে হুল্লোড় করল কচিকাঁচারা। গানের তালে কোমর দোলানোর সঙ্গেই মামণি-সাবিত্রীরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'শীতের মরশুমে এই প্রথম পিকনিক করতে এসেছি।'

বুধবার রাতে 'ক্রিসমাস ইভ' সেলিব্রেশনের পরেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উৎসবে মাতোয়ারা শিলিগুড়ি শহর। অনেকেই সকালসকাল চার্চ ঘুরে আসার পর পিকনিকে চলে যান। পিকনিকে যাওয়ার জন্য গত কয়েকদিন ধরেই প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন পৃথ্বীশ রায়-অনীশ দত্তরা। এদিন সকালে চার্চ থেকে ঘুরে আসার পরেই বাসে করে এমএম তরাই ইকো ট্যুরিজম স্পটে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। স্পটে পৌঁছানোর পরেই চলছিল জায়গা খোঁজা।

মেনুতে কী থাকছে? প্রশ্ন করতেই অনীশ বলতে থাকেন, 'কলা-পাউরুটি রয়েছে ব্রেকফাস্টে। তবে পৌঁছাতে তো অনেকটাই বেলা হয়ে গেল। তাই একেবারে ভাত-মাংস তৈরিতেই মন দেব।'

বেলা যত বাড়তে থাকে টপুখোলা ইকো স্পট, ট্রি ল্যান্ড, পানিঘাটা রিভার ফ্রন্ট ইকো ট্যুরিজম স্পটে ভিড় বাড়তে থাকে। এবারের বর্ষায় বালাসন নদীর জলের তোড়ে এমএম তরাই গ্রামের পিকনিক স্পট ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন হল পুরোনো স্পটের উত্তর দিকে নতুন করে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ এবং জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) যৌথভাবে পিকনিক স্পট তৈরি করছে। বড়দিনে পিকনিকের ভিড় দেখা গেল। সেখানেই বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করছিলেন মৃণাল দাস। কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে বলছিলেন, 'সত্যি এবারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এরকম যাতে আর না হয়, তারজন্যই প্রার্থনা।' তবে এসব কিছুর মধ্যে পিকনিক স্পটগুলোতে কিছুটা অন্য ছবি দেখা গেল। ঝালমুড়ি নিয়ে তরিবাড়ি এলাকায় ঘুরছিল বছর ষোলোর নিলয় হালদার। বলছিল, 'বড়দিন ওসব কিছু বুঝি না। পিকনিক করতে অনেকে এসেছে। একটু বিক্রি হচ্ছে। এটাই আনন্দ।' নিলয়ের কাছ থেকে ঝালমুড়ি নিয়ে বিপ্লব রায় বলে উঠলেন, 'সকলের জীবন ভালো কাটুক। সান্তার কাছে এটাই প্রার্থনা।'



*পিকনিকে রান্নাবান্না। বৃহস্পতিবার তরিবাড়িতে। -সূত্রধর*

### বন্যপ্রাণীর পুষ্টি

সমস্ত চিড়িয়াখানার তৃণভোজী প্রাণীদের পুষ্টিতে বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্য। সুস্থতা ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে তৈরি খাদ্য সরবরাহ করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড।



### বিস্ফোরণ

বল ভেবে খেলতে গিয়ে আচমকা বোমা বিস্ফোরণে জখম হল বাসন্তীর এক শিশু। বুধবার রাতে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশুটির চিকিৎসা চলছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।



### মা-মেয়ের দেহ

দুবরাজপুরে বধূ ও শিশুকন্যা নিখোঁজ থাকার তিনদিন পর দেহ উদ্ধার হল। মেয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ প্রতিবেশীদের। ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। একজনকে আটক করা হয়েছে।



### আতঙ্কে মৃত্যু

এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল সাঁইথিয়ায়। হৃদরোগে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এসআইআর-এর শুনানির জন্য নোটিশ পেতেই আতঙ্কিত হন।



সর্বজনীন খ্রিস্টোৎসব... বড়দিনের সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিট। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

# প্রকাশ্যে শুভেন্দুকে ‘শাসন’ শমীকের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** রাজ্যে বিজেপির পুরোনো নেতা, কর্মীদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান শুভেন্দু অধিকারী। ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ার লড়াইয়ে দলের আদি-নব্য কাঁটা উপড়ে ফেলে সকলকে একজোট করার লক্ষ্যে বাজপেয়ীর জন্মদিনে জাতীয় গ্রন্থাগারে এই বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন সুনীল বনসল। সেখানেই তাঁর ভাষণে এই বার্তা দিলেন শুভেন্দু। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে এদিনও তাঁর ভাষণে শুভেন্দু বলেন, ‘পাঁচটি দপ্তর ছেড়ে তিনটি বড় ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে কোনও কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য না নিয়েই তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যে অমিত শা, দিলীপ ঘোষ, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।’ শুভেন্দুর সেই মন্তব্যের পরেই ভবিষ্যতে বিজেপির মঞ্চে এমন দাবি না করতে কার্যত তাঁকে সমঝে দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮টি লোকসভা আসন জয় এবং ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ৭৭টি আসন জিতে প্রথম প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায় বিজেপি। উপর্যুপরি লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে দলের এই ল্যান্ডস্লাইড ভিক্ট্রির যিনি অন্যতম দাবিদার, তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ কার্যত এখন ‘বোতলবন্দি’। এর জন্যে অনেকেই শুভেন্দু-দিলীপ অম্লমধুর সম্পর্ককেই দায়ী করে থাকেন। রাজ্য বিজেপির এই কোন্দল দূর করতে চেষ্টার কসুর করেননি অমিত শা পর্যন্ত। কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দলের এই অন্তর্কলহের জন্যে যদি ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে ফল খারাপ হয়, তার দায় নিতে হবে রাজ্যকেই। সে কথা মাথায় রেখেই আদি-নব্য বিজেপির মধ্যে শুভেন্দু কাঁটা উপড়ে ফেলতে বনসলের পরিকল্পনায় এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন। শুভেন্দু বলেন, ‘বিজেপির পুরানো নেতাদের নামের সঙ্গে, মুখের সঙ্গে পরিচয় আছে। কিন্তু আমি অনেকের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। আমি মনে করি, সব সব সমস্যার সমাধান, মনের মিল, কাজের দৃঢ়তা, অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো লক্ষ্যপূরণ হতে পারে শুধু মাত্র কথাবার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে।’

২০১৪ থেকেই তৃণমূল ভেঙে বিজেপিকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েছিলেন অমিত শা, কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা। সেই সূত্রেই কখনও মুকুল রায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত দলবদলুদের নিয়ে অসন্তোষ কাটেনি বিজেপিতে। যদিও এদিন নিজের দলবদল সম্পর্কে সাফাই দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কিছু লোক নির্বাচনের আগে দলবদল করে। কেউ কেউ আবার পুরোনো দলে কোনও সম্ভাবনা নেই বুঝে দল বদল করে। আর বাকিরা নিজে দল ছাড়ে কোনও কিছুর পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই। নিজেকে এই তৃতীয় শ্রেণির দলবদলু হিসেবে দাবি করেন তিনি। শুভেন্দুর পরেই ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তাঁর ভাষণে বলেছেন, তিনি দপ্তর ছেড়ে এসেছেন। তিনি বিজেপি নেতৃত্বের আমন্ত্রণে এসেছেন। কিন্তু এগুলো সবই অতীত। আমি আমার অনুজ প্রতিমের কাছে আহ্বান বা আবেদন করব যে ভবিষ্যতের কোনও মিটিংয়ে তিনি এগুলো বলবেন না। কারণ, তিনি এখন বিজেপিতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছেন।’ শুভেন্দই কি নির্বাচনে দলের মুখ? ধন্দ দূর করতেই শুভেন্দু বলেছেন, ‘আজকে আমাকে যদি বলা হয় তুমি লড়বে না, তুমি শুধু প্রচার করবে। সেটাতেও আমি রাজি আছি।’



পাঁচটি দপ্তর ছেড়ে, তিনটি বড় ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে কোনও কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য না নিয়েই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

**শুভেন্দু অধিকারী**



এগুলো সবই অতীত। আমি আমার অনুজপ্রতিমের কাছে আহ্বান বা আবেদন করব যে ভবিষ্যতের কোনও মিটিংয়ে তিনি এগুলো বলবেন না।

**শমীক ভট্টাচার্য**

# বেটি বাঁচাও নিয়ে কটাক্ষ অভিষেকের

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** উন্নাও ধর্ষণের মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিন মঞ্জুরের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে ধর্ষিতার পরিবার। দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার অবস্থানে বসেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রীতিমতো হাসিতে ফেটে পড়তে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভড়কে। তিনি বলেন, ‘ওদের বাড়ি তো উন্নাওয়ে। ইন্ডিয়া গেটে কী করছিল?’ এই ‘কুরুচিকর’ কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ‘আজ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বেটি বাঁচাও-এর বাস্তব চিত্র এটাই। দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকরা ঘুরে বেড়ায় আর উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভড় ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীকে নিয়ে উপহাস করেন।’ অবশ্য দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ভাবছে সিবিআই।

এদিন অভিষেক লেখেন, ‘যখন দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকরা ঘুরে বেড়ায় ও মন্ত্রীরা উপহাস করেন, তখন বুঝতে হবে, প্রতিটি কন্যা, প্রতিটি নারী ও ন্যায় বিচার খোঁজা প্রত্যেকটি পরিবার ব্যর্থ।’ কুলদীপকে জামিন দেওয়ার পাশাপাশি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশও স্থগিত করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। তবে জামিন পেলেও এখনই জেলমুক্তি হচ্ছে না তার। যদিও হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে সিবিআই কবে আবেদন জানাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য, আইনজীবী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। তিনি বলেন, ‘এমন একটি মামলায় যদি দোষী জামিন পেয়ে যান, তাহলে দেশের মেয়েদের নিরাপত্তা কে দেবে?’ নির্যাতিতার এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই এদিন সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।



যখন দোষী সাব্যস্ত ধর্ষকরা ঘুরে বেড়ায় ও মন্ত্রীরা উপহাস করেন, তখন বুঝতে হবে, প্রতিটি কন্যা, প্রতিটি নারী ও ন্যায়বিচার খোঁজা প্রত্যেকটি পরিবার ব্যর্থ।

**অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

# মতুয়া, সংখ্যালঘু নিয়ে দোলাচল দুই ফুলের

## হুমায়ুনের প্রভাব নিয়ে জল্পনা

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** গত কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির নিজস্ব ভোটব্যাংক হিসেবে সংখ্যালঘু ও মতুয়ারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এসআইআরের ফলে মতুয়া ভোটারদের একাংশের মধ্যে বিজেপির প্রতি যেমন বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে, তেমনি হুমায়ুন কবীরের নতুন দল তৈরির ফলে সংখ্যালঘু ভোটারের একাংশ তৃণমূলের হাতছাড়া হতে পারে বলে আশঙ্কা অনেকেরই।

মুর্শিদাবাদ জেলা-রাজনীতিতে হুমায়ুন পরিচিত মুখ। একইভাবে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে মমতাবালা ঠাকুর ও শান্তনু ঠাকুরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় মতুয়া ভোটও দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজেপির অন্দরেই। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় যেমন সংখ্যালঘু ভোটের প্রভাব যথেষ্ট বেশি, একইভাবে রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়ারা নির্ণায়ক ভূমিকা নেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুই দলের ‘নিশ্চিত’ ভোট কোন দিকে যাবে, তার ওপর নির্ভর করছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে ৪০টি আসন তৃণমূল দখল করেছিল। অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘু। মতুয়া-অধ্যুষিত ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৮টি বিজেপির দখলে গিয়েছিল। সম্প্রতি দু-পক্ষের ভোটের রাজনীতিতেই বড় পরিবর্তন এসেছে। এসআইআরের ফলে প্রায় আড়াই লক্ষ মতুয়ার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে হুমায়ুন কবীর দল ছেড়ে নতুন দল গড়ায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে থাবা বসাতে পারে বলেও আশঙ্কা।

মতুয়াদের নাগরিকত্ব ইস্যুকে সামনে রেখে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছে, একইভাবে তৃণমূলের সরকার সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে উদাসীন বলে পালটা প্রচার শুরু করেছেন হুমায়ুন। ফলে দু-পক্ষই চাপে রয়েছে। গত লোকসভায় মালদায় কংগ্রেস একটি আসন দখল করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সদ্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে সংখ্যালঘু নেতাদের স্থান নেই। ফলে কংগ্রেসের একাংশের মধ্যেও ক্ষোভ। কংগ্রেসের ক্ষুব্ধ ভোটাররা কোনদিকে যাবেন, তার ওপরও ফলাফল অনেকখানি নির্ণয় করবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

মতুয়াদের মধ্যে বিরোধ যে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘মতুয়াদের নাম করে বহিরাগত তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে এসে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন মমতাবালা ঠাকুর। কিন্তু মতুয়ারা জানেন, রাজ্য সরকারের জন্যই তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।’

যদিও মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ‘সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে শান্তনু ঠাকুর এক হাজার টাকা করে নিয়েছেন। তাহলে তাঁরা আজ কেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন?’ অন্যদিকে ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নে কিছু করেনি। আমাকে সাসপেন্ড করেছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে ৬৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার আমার সঙ্গে আছেন।’ যদিও তা মানতে রাজি নন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ‘হুমায়ুন কবীর নিজে একটি আসনে জিতে দেখান। তারপর বড় বড় কথা বলবেন।’

নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, ‘হুমায়ুন কবীর কোনও প্রভাব ফেলবেন না। সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে রুখতে চায়। তাই বিজেপির মূল প্রতিপক্ষই সংখ্যালঘুদের ভরসা।’

# পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর সময়সীমা বাড়ানোর দাবি

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** চাকরিহারাদের মধ্যে অনেকেই পুরোনো চাকরিতে ফিরে গিয়েছেন। কেউ আবার পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদনও জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় ইন্টারভিউতে ডাকও পেয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত এসএসসির নিয়োগে তাঁরা সুযোগ পাবেন কিনা, সেই নিয়ে এখনও তাঁরা দোলাচলে।

তাঁদের দুশ্চিন্তা, এসএসসির ভরসায় বসে থেকে যদি পুরোনো চাকরিতে তাঁরা না ফেরেন, তারপর আদৌ তাঁদের চাকরি সুনিশ্চিত হবে কিনা? আবার একাংশের মনে প্রশ্ন, পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার পর যদি এসএসসির পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় সুযোগ পান, তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে নতুন নিয়োগে যোগদান করবেন? এই ধন্দ কাটাতেই আগামী বছরের অগাস্ট মাস পর্যন্ত পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে স্কুল শিক্ষা কমিশনার, স্কুল শিক্ষাসচিব, স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে চিঠি পাঠিয়েছেন শিক্ষকরা।

বীরভূমের ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষক বিনয় কর্মকার আগে গ্রুপ-ডি পোস্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কথায়, পুরোনো চাকরিতে এই অবস্থায় ফিরে গেলে ভবিষ্যতে ফের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। চলতি বছরের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত মেধাতালিকা দেখে তবেই পুরোনো চাকরিতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ২০১৬ সালের এসএসসির নিয়োগের আগে যাঁরা অন্য স্কুল বা মাদ্রাসায় বা অন্য কোনও দপ্তরের বিভিন্ন পোস্টে চাকরি করতেন, সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পুরোনো চাকরিতে পুনর্নিয়োগের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ করুক রাজ্য সরকার।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন গড়াই-এর কথায়, ‘এত শীঘ্র পুরোনো চাকরিতে ফেরাচ্ছে কেন শিক্ষা দপ্তর? প্রতি জেলায় গড়ে ১০০ জন শিক্ষক ভবিষ্যৎ নিয়ে এই কারণেই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। যতক্ষণ না পুনর্নিয়োগ পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা হোক।’

ইতিমধ্যেই পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন শিক্ষকরা। চাকরিহারা শিক্ষক তরুণ চক্রবর্তী বলেন, ‘যদি পুনর্নিয়োগে যোগ্যরা সুযোগ না পান, তখন তাঁদের পুরোনো চাকরিতে ফেরানো হোক।’



ভালো রেখো... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

# প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন কিসকু

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** প্রয়াত হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন কিসকু। বুধবার রাতে বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বাড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। তখনই মাথায় গুরুতর আঘাত পান। বয়স হয়েছিল



৭৩ বছর। হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। বৃহস্পতিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া শহরে জেলা কমিটির দপ্তরে মরদেহ আনা হয়। বাঁকুড়ার জেলা সম্পাদক দেবলীনা হেমব্রম সহ জেলা নেতারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে উপেনবাবুর জন্ম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে আসেন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সিপিএমে যোগ দেন তিনি। ১৯৮২ সালে রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথমবার সিপিএমের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। টানা সাতবার ওই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হয়েছেন তিনি। ২০১১ সালেও বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। বামফ্রন্ট আমলে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

# প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দলকে মূলবার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** এসআইআরের শুনানিপর্ব নিয়ে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। তার মধ্যেই আগামী ১ জানুয়ারি শাসকদল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দলের নেতা ও কর্মীদের আগামী করণীয় নিয়ে মূল বার্তা দেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, এই কাজের ‘সেমিফাইনালের’ অংশে দায়িত্বে থাকছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর শেষে শুক্রবার ও রবিবার জোড়া মেগা বৈঠক করবেন তিনি। দলকে ভোটমুখী করতে দলের আগামী দেড়মাসের প্রচার কর্মসূচি নিয়ে দলের জনপ্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের সঙ্গে তাঁর শুক্রবারের বৈঠক। আর রবিবার অভিষেক বৈঠক করবেন দলের বিএলএ ওয়ান ও বিএলএ টু-দের সঙ্গে। অভিষেকের এই দু’টি বৈঠকই হবে ভার্চুয়াল।

অভিষেক দলকে করণীয় বিষয়ে যে বার্তাই দিন না প্রয়োজনে তা কিছুটা হলেও সংশোধন করে তার চূড়ান্ত বার্তাই দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যে এসআইআর আবহের মধ্যে থেকেও কীভাবে এখন থেকেই দলের ভোটের প্রচার শুরু করতে হবে তার মূল সুর বেঁধে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী ১ জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও। মূল সুরে থাকবে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারের অসংখ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা। দলের প্রচারে এসব চালিয়ে যেতে হবে এসআইআর আবহের মধ্যেও।

জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে এদিনই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের একান্তে বিস্তারিত কথা হয়েছে। যা নিয়ে পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীরও কথা হয়েছে।

# মামলা শুনতে পারবে বিদেশের আদালত

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** ভারতে বিয়ে হলেও বিবাহবিচ্ছেদ বা ভরণপোষণের মামলা শুনতে পারবে বিদেশের আদালত, পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। একটি বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন দম্পতি শেষবার যেখানে থাকছিলেন সেখানকার স্থানীয় আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চালাতে পারে। সেখান থেকে বিবাহবিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র সেদেশের নাগরিক না হওয়ায় সেখানকার স্থানীয় আদালতে শুনানি করা যাবে না, এটা বলা যায় না। নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজও করেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

২০১৮ সালে কলকাতায় বিয়ে হয়েছিল এক দম্পতির। ২০২৪ সালে ৪ সেপ্টেম্বর স্বামী প্রথম আলিপুর আদালতে মামলা করেন। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে স্ত্রী ব্রিটিশ আদালতে মামলা দায়ের করেন। যুক্তরাজ্যের আদালত স্ত্রীর পক্ষে রায় দিয়ে স্বামীকে ভরণপোষণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু আলিপুর আদালতের যুক্তি, স্বামী প্রথমে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছিলেন। স্ত্রী সেদেশের স্থায়ী বাসিন্দাও নন। তাই ব্রিটিশ আদালতে এই মামলা চালিয়ে যাওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই। আলিপুর আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন স্ত্রী। এই মামলাতেই হাইকোর্ট রায় দিয়ে জানিয়েছে, সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও বিদেশের আদালতে এই মামলা চালিয়ে যাওয়া যাবে।

# মুখে শোনা রেসিপিতে ঐতিহ্য টিকে বো ব্যারাকে

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** কিশোরকুমার গেয়েছিলেন, ‘বিপিনবাবুর কারণ সুধা, মেটায় জ্বালা, মেটায় ক্ষুধা’। মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা মদ রাখে কি রাখে না, সেই নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। তবে মদের বিশ্বজনীন মহিমায় গা ভাসাতে গিয়ে ‘ভদ্র’ বাঙালিকে কম নাকানিচোবানি খেতে হয় না। কখনও পরিবারের ভয়, তো কখনও আবার ডাক্তারের চোখরাঙানি। তবে ক্রিসমাস ক্যারলের সুর কানে ভেসে এলেই শহর কলকাতা সাহস করে গ্লাসে ঠোঁট ডোবায়। তবে এ মদ যে সে মদ নয়, শহরের বুকে তখন ভেসে বেড়ায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহল্লায় হাতে তৈরি ওয়াইনের মিষ্টি গন্ধ।

হেয়ার স্ট্রিট এবং বৌবাজার থানার মাঝে মিশে যাওয়া সরু গলিটায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রয়েছে এই হোমমেড ওয়াইন তৈরির ঐতিহ্য।

অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। আঙুর, আপেল, আনারস, রেজিন, কিসমিস, আদা দিয়ে জৈব উপায়ে তৈরি এই পানীয়ের স্বাদ নিতে আলোর রোশনাইয়ে সাজা বো ব্যারাকে বড়দিনের প্রাক্কাল থেকে শুরু করে বর্ষবরণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ভিড় জমান। প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন এই বো ব্যারাক আদতে ছিল সেনা আবাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সেনারা চলে যাওয়ার পর আবাসগুলির চাবি তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের হাতে।

তাঁদের হাত ধরেই বড়দিনে কেক, বিস্কুট, রোস্ট কুকিজ এবং ঘরোয়া ওয়াইন তৈরির মতো রীতিগুলি এখানে শুরু হয়। পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে লাল ইটের বাড়িগুলিতে বসবাসকারী ১০-১২টি পরিবার এখনও এই ওয়াইন তৈরি করে চলেছেন। বছরের এই সময়ে সন্ধে গড়াতেই বেচাকেনার জন্য তাঁরা পসরা সাজিয়ে বসেন।

তাঁদের মধ্যে একজন স্টিভেন আলেকজান্ডার, ৩০-৪০ বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কথায়, ‘এই ওয়াইনের কোনও লিখিত রেসিপি নেই, সবটাই বাবা-মায়ের মুখে শুনে শেখা। মূলত পরিবারের সঙ্গে বড়দিনে বসে খাওয়ার জন্যই আমরা তিন-চার মাস ধরে ফল ধুয়ে, কেটে তার রস বের করে ধাপে ধাপে এই ওয়াইন তৈরি করি। কোনও কোনও ওয়াইন তৈরিতে বছরও গড়িয়ে যায়। তবে পরিচিত কেউ কিনতে চাইলে তাঁদের না করা যায় না। মূলত রেড ও জিঞ্জার ওয়াইনের চাহিদাই বেশি।’

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বো ব্যারাকে ২০০ টাকার বিনিময়ে কেনা ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সমাজমাধ্যমে সেলফি পোস্ট করতে ব্যস্ত একঝাঁক তরুণ। এক বিক্রেতা জানালেন, লাস্ট সাপারে যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রুটি ও ওয়াইন ভাগ করে খেয়েছিলেন বলে আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে ওয়াইন তৈরি তাঁদের রীতি। লাভের উদ্দেশ্যে এই পানীয় তাঁরা তৈরি করেন না। খুব কম দামে ৬০০-৭০০ টাকায় বোতল বিক্রি করেন। তবে পরবর্তী প্রজন্ম এই সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে খুব একটা আগ্রহী নয় বলে তিনি জানান।

থালায় সসেজ সাজাতে সাজাতে ব্যস্ত জিঞ্জারের আক্ষেপ, ‘২০-২৫ বছর আগে আমার দিদির থেকে প্রথম এই ওয়াইন তৈরি শিখেছিলাম। সংস্কারের অভাবে বো ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনেকে। গুটিকয়েক পরিবার কোনওমতে এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ইতিহাস কদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে জানি না।’ বড়দিনের মরশুমে প্রার্থনার সুর, মোমবাতির আলোর সঙ্গে বো ব্যারাকের বাতাসে মিশেছে ওয়াইনের গন্ধও। তবে সময় যত এগোচ্ছে, সেই গন্ধে মিশছে ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার লড়াই, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ।

### বাতাসের গায়ে মেশে ওয়াইনের গন্ধ



বড়দিনের সন্ধ্যায় বো ব্যারাকে উপচে পড়েছে ভিড়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

# আজ ডেপুটি হাইকমিশনে যাবেন শুভেন্দু

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে দীপু দাসের ঘটনায় বিচার চাইতে শুক্রবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে যাবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই বারবার দেখা করার আবেদন জানালেও সাড়া দিচ্ছিল না বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন। এদিন ডেপুটি হাইকমিশন থেকে শুক্রবার বিকাল ৪টের সময় সাক্ষাতের কথা জানানো হয়। এদিন শুভেন্দু জানান, সেই কারণে শুক্রবারের প্রস্তাবিত মিছিল আপাতত বন্ধ থাকবে। কমিশনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পাঁচজন বিশিষ্ট সাধু সন্তকে নিয়ে তিনি নিজে ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ঘটনায় সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে, শুভেন্দুদের জানানো হবে বলে জানিয়েছে ডেপুটি হাইকমিশন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১০ পৌষ ১৪৩২

# মতুয়া বিড়ম্বনা

দিনটা ছিল ২০ ডিসেম্বর। রাজধানী দিল্লিতে সেদিন প্রায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি। ঘন কুয়াশা এবং সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মারাত্মক বায়ু দূষণ। তার মধ্যে সাতসকালে নদিয়ার তাহেরপুরের সমাবেশে ভাষণ দিতে দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছোলেও কুয়াশার কারণে তাঁর হেলিকপ্টার নামতে পারেনি তাহেরপুরের নেতাজি কলোনি মাঠে। শেষে দমদম বিমানবন্দর থেকে তাহেরপুরের সমাবেশের উদ্দেশে ভার্চুয়াল সভা করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী।

মোদির দিনটাই বোধহয় সেদিন খারাপ ছিল। কারণ, সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজন ভোরবেলায় কাছাকাছি শৌচালয় না থাকায় রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে বিপদে পড়েন। ঘন কুয়াশার কারণে তাঁদের মধ্যে তিনজনের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা পাঁচ। প্রধানমন্ত্রীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' নিয়ে এত প্রচারের মধ্যে অথচ শৌচাগারের অভাবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সেই প্রকল্পটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়।

মোদি বাংলায় পৌঁছোনোর আগেই কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সহ তৃণমূলের ছোট-বড় অনেক নেতা কেন্দ্রের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। দিনের শুরুতে এই দুর্ঘটনা যেন ইঙ্গিত দিয়েছিল, সারাদিনটাই প্রধানমন্ত্রীর মন্দ যাবে। মতুয়া-গড় তাহেরপুরে তাঁর হেলিকপ্টার নামতে না পারায় মোদি ভার্চুয়াল সভা করেন ১৮ মিনিট। আর কয়েক মাস বাদে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন বলে বিজেপি নেতারা অনেক আশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই সমাবেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) কখনও চাননি মতুয়ারা। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, নাগরিকত্ব না পাওয়া পর্যন্ত ভোটার তালিকায় কারও নাম তোলা যাবে না। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে মতুয়াদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার প্রসঙ্গে কী বলেন, সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন পদ্ম নেতারা। কিন্তু তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ, মমতা জমানার দুর্নীতি, বিজেপি এলে রাজ্যের উন্নয়নের নীল নকশা ইত্যাদি অনেক কিছুর উল্লেখ থাকলেও মতুয়া প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্যই ছিল না মোদির বক্তৃতায়।

পশ্চিমবঙ্গে সিংহভাগ মতুয়া উদ্বাস্তু থাকেন হয় উত্তর ২৪ পরগনা, না হয় নদিয়ায়। খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন লক্ষাধিক মতুয়া। পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া ভোট বেশ কয়েক বছর থেকে বিজেপির বড় ভরসা। সেদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে কোনও ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু মোদি ভার্চুয়াল সভায় টুঁ শব্দটি না করায় মতুয়ারা চূড়ান্ত হতাশ হন। আশাপূরণ না হওয়ার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল সুকান্ত-শমীক সহ বঙ্গ বিজেপি নেতাদের চোখেমুখে।

কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যেতে যেতে প্রধানমন্ত্রী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তারপর মতুয়াদের প্রতি সহমর্মিতা, সমর্থন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্টে ড্যামেজ কন্ট্রোলের মরিয়া চেষ্টা করেন মোদি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করেন, মোদিজি সবসময় মতুয়াদের পাশে আছেন। কিন্তু ভার্চুয়াল সভায় মতুয়া প্রশ্নে মোদির নীরবতায় ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার সুযোগ ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেতৃত্ব।

ঘাসফুল শিবির অভিযোগ তোলে, বিজেপি এতদিন মতুয়াদের ধাপ্পা দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ দেওয়ার জন্য এক লক্ষ মতুয়ার নাম বাদ পড়া সহ্য করতে আপত্তি নেই। তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে তোলপাড় মতুয়া রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের সময় থেকে বিষয়টি গেরুয়া শিবিরের চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে ডিসেম্বরের শেষে তিনদিনের বাংলা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মতুয়াদের ক্ষোভ প্রশমনে শা'র এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যে মতুয়া-কাঁটা পদ্ম শিবিরকে যে যথেষ্ট বিপাকে ফেলেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

## অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

# লা করোনা'র বিদায়ে ভয়ের ছবি

চলতি বছর 'বিশ্ব হিমবাহ বর্ষ'। আর এই বছরই ভেনেজুয়েলা তাদের একমাত্র হিমবাহ 'লা করোনা'কে হারিয়েছে।

**সুমন ভট্টাচার্য**





ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে রোজ ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি, যুদ্ধ বাধানোর পরিকল্পনা এবং দক্ষিণ আমেরিকার এই বামপন্থী শাসিত দেশটির বিভিন্ন জাহাজের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযানের মাঝে আমরা কি জানি, যে ভেনেজুয়েলা তার একমাত্র হিমবাহটিকে এই বছর হারিয়ে ফেলেছে? 'লা করোনা' বা 'হামবোল্ট' নামে পরিচিত ভেনেজুয়েলার ওই একমাত্র হিমবাহটি হারিয়ে যাওয়া অবশ্যই প্রকৃতির কাছে বা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই ২০২৫-কে বাছা হয়েছে 'বিশ্ব হিমবাহ বর্ষ' হিসেবে। তাই ভেনেজুয়েলা, যে ভেনেজুয়েলা আলোচনায় থেকেছে তার মাদুরো বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে এবং তাই নিয়েও ডোনাল্ড ট্রাম্পের উষ্মার কারণে, সেই ভেনেজুয়েলা কি আসলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় চ্যালেঞ্জ কতটা, তাই নিয়ে একটা বড় ইঙ্গিত দিচ্ছে?

### অশনিসংকেত

পরিবেশবিদরা বলছেন, এরপরে হিমবাহ হারাতে পারে ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো আর স্লোভেনিয়া। এই তিনটি দেশও নিরক্ষরেখার কাছাকাছি এবং এখানেও দ্রুত তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে। স্লোভেনিয়ায় মনে করা হচ্ছে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই তাদের শেষতম হিমবাহটিকে হারিয়ে ফেলবে, যার নাম 'স্কুটা'। ইন্দোনেশিয়াও এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের পাপুয়ার 'ইনফিনিটি' হিমবাহটিও দ্রুত নিজের চরিত্র হারাচ্ছে। ভেনেজুয়েলা গত শতাব্দীতে তার বাকি ৬টি হিমবাহ হারিয়ে ছিল। আমেরিকার পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা, অর্থাৎ, আমেরিকার ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও হিমবাহের অন্তত ১০ হেক্টর এলাকা থাকতেই হবে। অর্থাৎ, এক স্কোয়ার কিলোমিটারের এক দশমাংশ। তার চাইতে কমে গেলে তাকে আর হিমবাহ বলা যাবে না। বলা হবে 'আইসফিল্ড' বা বরফের প্রান্তর। ভেনেজুয়েলার হিমবাহ হারানো নিয়ে এত আলোচনার কারণ, এটা পৃথিবী কতটা উষ্ণায়নের দিকে যাচ্ছে বা পরিবেশ রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে যায়। আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদদের জরিপই বলছে যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে মানে, আর ৭৫ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ৮০ শতাংশ গ্লেসিয়ার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যদি না কার্বন নিঃসরণ বা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয়।

### দক্ষিণ-এশিয়ার পরিস্থিতি

ভারতবর্ষ বর্তমানে উত্তাল আরাবল্লি বিতর্ক নিয়ে। আরাবল্লিতে সঞ্চিত জল অনেক সময়েই প্রবল গরমে রাজস্থান বা হরিয়ানাকে বাঁচায়। হিমবাহের ক্ষেত্রেও বিষয়টা ঠিক ততটাই সত্যি, অর্থাৎ, হিমবাহগুলি অনেক সময়ই জলের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। চিনের কাছে যে হিমবাহ অঞ্চল আছে, অর্থাৎ ছিনছাই তিব্বত মালভূমিতে যে একাধিক হিমবাহ আছে, তা এশিয়ার একাধিক বড় নদীর উৎস। যেমন ব্রহ্মপুত্র বেরিয়ে এসেছে চেমাং-ডুং হিমবাহ থেকে। আবার ওই ছিনছাই-তিব্বত মালভূমি থেকেই বেরিয়েছে চিনের সবচেয়ে বড় নদী, যাকে আমরা 'ইয়েলো রিভার' বা হোয়াং হো নামে চিনি। একসময় 'চিনের দুঃখ বলা হত যে নদীকে, যে নদী চিনকে বারবার বন্যায় ভাসিয়েছে, সেই আবার 'চৈনিক সভ্যতার মাতৃকা' রূপেও আখ্যায়িত। তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে, যে হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার নদী বা জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয় জল সংক্রান্ত বিবাদের জন্য, সেটা ভারত-বাংলাদেশ হতে পারে, সেটা ভারত-পাকিস্তান হতে পারে, তেমনই আমাদের জেনে রাখা ভালো যে, চিনের সঙ্গে তার প্রায় সব প্রতিবেশী দেশেরও ঝগড়া রয়েছে এই জলবণ্টন নিয়ে। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে বা ভৌগোলিকভাবে এটা সত্যি যে, ভিয়েতনামের বিখ্যাত মেকং নদীই হোক কিংবা ভারতবর্ষের ব্রহ্মপুত্র— সেই সবেরই উৎপত্তিস্থল চিন। বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে চিনের কিছু নির্দিষ্ট হিমবাহ। ফলে চিন ভৌগোলিকভাবে যে সুবিধার জায়গায় রয়েছে, তা অনেক সময় চিনকে রাজনৈতিকভাবেও দরকষাকষির সুযোগ করে দেয়। সেটা ভিয়েতনামের সঙ্গে হোক, সেটা ভারতবর্ষের সঙ্গে হোক, এমনকি অনেক সময় ভারতকে টপকে বাংলাদেশের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়াতেও বেজিং এগিয়ে যায় তাদের এই ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য।

> ভেনেজুয়েলার হিমবাহ হারানো নিয়ে এত আলোচনার কারণ, এটা পৃথিবী কতটা উষ্ণায়নের দিকে যাচ্ছে বা পরিবেশ রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে যায়। আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদদের জরিপই বলছে যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে মানে, আর ৭৫ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ৮০ শতাংশ গ্লেসিয়ার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যদি না কার্বন নিঃসরণ বা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয়।

### যে জন্য আলোচনা

ইউনেসকো যে বছরটিকে বিশ্ব হিমবাহ বর্ষ বলে ঘোষণা করেছে, সেই বছরের শেষ প্রান্তে এসে আমাদের কেন হিমবাহ নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে? হিমবাহ এবং পরিবেশ ঠিক কোন পথে চলেছে, কতটা বিশ্বের উষ্ণায়ন হচ্ছে, তা বোঝার জন্যে অবশ্যই একটা মাপকাঠি। যেমন ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আলোচনা রয়েছে যে, যেভাবে ইন্দোনেশিয়ায় উষ্ণায়ন বেড়েছে বা তাপমাত্রা যেভাবে দ্রুত ওঠানামা করে, সেখানে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে পাপুয়াতে তাদের 'ইনফিনিটি' হিমবাহটিকে ধরে রাখা মুশকিল। একই সমস্যা স্লোভেনিয়ারও, যারা ইতিমধ্যেই বিপদসীমার কাছাকাছি রয়েছে। এই যে ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো এবং স্লোভেনিয়াকে নিয়ে সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে, তা কি শুধুমাত্র ওই তিনটি দেশের জন্য সত্যি? একেবারেই নয়। চিনা বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, যে চিনে আগামী ২৫ বছরে অন্তত ৫০টি হিমবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিনের মতো একটি বিশাল দেশে, যেখানে হিমবাহ নদীর জল থেকে শুরু করে গোটা পরিবেশকে রক্ষার জন্য বা নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সেখানে হিমবাহ হারিয়ে যাওয়াটা প্রকৃতির জন্য পরিবেশ রক্ষায় বড় চ্যালেঞ্জ।

### ভবিষ্যতের রূপরেখা

এমন নয় যে ভেনেজুয়েলা তাদের হিমবাহটি বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। হিমবাহকে একটি কৃত্রিম চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে যদি তার আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ, তার এলাকাকে আবার পুরোনো চেহারায় যাতে ফিরিয়ে আনা যায়, সেইজন্য ভেনেজুয়েলার সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। হ্যাঁ, নোবেল বিজয়ী মহিলা রাজনীতিবিদ এই বিষয়ে খুব সরব না হলেও সেদেশের সমাজতান্ত্রিক শাসক মাদুরো যথেষ্টই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিবেশবিদদের বক্তব্য ছিল সেটা করে ভেনেজুয়েলার ওই 'লা করোনা' বলে হিমবাহটিকে আর ফেরত আনা যাবে না। কারণ, একবার হিমবাহের আকার ছোট হয়ে গেলে তাকে যদি অন্য কোনও উপায়ে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে যে কৃত্রিমতার সাহায্য নেওয়া হবে, তা অন্য ধরনের পরিবেশ দূষণ তৈরি করা হবে। ভেনেজুয়েলা তাই একটা প্রথম সতর্কবার্তা আমাদের সকলের কাছে। দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশে যা ঘটছে, কাল তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও হতে পারে। অর্থাৎ, 'গ্লোবাল সাউথ'ও একইরকমভাবে পরিবেশের বা প্রকৃতি রক্ষার এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে চিনের হিমবাহগুলি। ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, স্লোভেনিয়ার পর চিনের হিমবাহগুলি নিয়ে গোটা পৃথিবীর পরিবেশবিদরা চিন্তিত। কারণ, চিনেও ব্যাপক শিল্পায়ন বা নদীবাঁধের জন্য ইতিমধ্যেই পরিবেশের অনেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। দেং জিয়াও পিংয়ের পথে হাঁটতে গিয়ে চিন যে রাস্তায় হেঁটেছে, তাতে তাদের পরিবেশ বা প্রকৃতি যেরকম ছিল, সেরকমটা আর নেই। তাই যতটা চ্যালেঞ্জ ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে, ততটাই চ্যালেঞ্জ শি জিন পিংয়ের কাছেও। আর আমাদের কাছে? আমরা তো রয়েইছি চ্যালেঞ্জের সামনে। যদি ব্রহ্মপুত্র কোনওরকমভাবে শুকিয়ে যায়, তাহলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কী হতে পারে সেটা ভাবলেই ভয় হয়।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**২০২৪**



আজকের দিনে প্রয়াত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।



**১৭৯১**

কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

## আলোচিত



ওসমান হাদি চেয়েছিলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। '৭১-এ ও '২৪-এ যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হাদির স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। যে দেশে যে কেউ ঘর থেকে বেরোলে নিরাপদে ফিরতে পারবেন।

- তারেক রহমান

## ভাইরাল/১



কলম্বিয়ার বাগোটায় দুই তরুণ ওভারব্রিজ থেকে ঝুলে চলন্ত ট্রেনের মাথায় লাফিয়ে পড়েন। ট্রেনের ওপর দিয়ে দৌড়ে একটি করে কামরা পেরোতে থাকেন। ট্রেনের গতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে বিপজ্জনক স্টান্ট দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। ঠিক যেন মোবাইল গেম 'সাবওয়ে সারফেস'-এর বাস্তব সংস্করণ।

## ভাইরাল/২



হায়দরাবাদের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে ছেলেকে বাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। উলটোদিক থেকে একটি বাস আসছিল। ক্রসিংয়ের কাছে বাসটি হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নেওয়ার সময় বাইকে ধাক্কা মারে। মানুষটি ছিটকে পড়েন। কিন্তু গাড়ি ও শিশুটি বাসের চাকায় আটকে অনেকদূর এগিয়ে যায়।

জনমন জনমত

## রাস্তায় গর্ত, নির্বিকার প্রশাসন

দক্ষিণ সোনাপুরে জেলা পরিষদের রাস্তার একটি অংশে গর্ত তৈরি হয়ে চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। গর্তের আকৃতি দিনকে দিন বেড়ে চলায় রাস্তায় ধসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি পঞ্চায়েতের সোনাপুর কলোনি মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে কোচবিহার জেলার হাজিরকুড়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত ওই রাস্তাটি আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের আওতাধীন। ২৭ লক্ষ টাকায় রাস্তাটির সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছিল আট বছর আগে।

সম্প্রতি রাস্তার এক ধারে পিএইচই দপ্তরের জলের লাইনের একাংশে ফাটলের জেরে গর্ত তৈরি হয়েছে। জলের পাইপে ফাটলের জেরে ওই অংশ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বের হওয়া পানীয় জল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রাস্তার প্রায় অর্ধেকাংশ ইতিমধ্যে ক্ষতির সম্মুখীন। এরকমটা বেশিদিন চললে রাস্তার বাকি অংশও পুরোপুরি বিপর্যস্ত হবে। স্থানীয় প্রশাসন তথা জনপ্রতিনিধি সব দেখেশুনেও এ ব্যাপারে নির্বিকার।

তাছাড়া প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে দুই জেলার অগণিত পড়ুয়া থেকে বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। গর্তের জেরে সম্প্রতি এক স্কুল পড়ুয়া দুর্ঘটনারও শিকার হয়েছে। পড়ুয়া তথা সাধারণ মানুষজনের স্বার্থে পিএইচই দপ্তর ও জেলা পরিষদের তরফে জলের লাইনের ওই ভাঙা অংশ মেরামত করার পাশাপাশি রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি।

**নয়ন রায়**
**দক্ষিণ সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার।**

## পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদাহরণ ইসলামপুর

ইসলামপুর শহরে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সাফাইকর্মীরা ঝাঁটা, বেলচা, শোলার ডালি ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে থাকে আবর্জনা ফেলার গাড়ি। শুধু রবিবার বাদে প্রতিদিন তাঁরা শহরবাসীকে পরিষেবা দিয়ে থাকেন হাসিমুখে। তাঁদের ব্যবহার ও আচরণ অমায়িক। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে তিন-চারজন সাফাইকর্মী থাকেন, যাঁরা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে স্তূপ করে রাখেন। কিছুক্ষণ পর আরেকজন সাফাইকর্মী এসে বেলচা দিয়ে সেসব তুলে নেন গাড়িতে। এককথায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অনন্য উদাহরণ ইসলামপুর শহর।

শুধু তাই নয়, রাজপথে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা আসেন সাফাইকর্মীরা। সেই সময় তাঁরা দোকান-হোটেল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করেন। এই দৃশ্য দেখে খুবই ভালো লাগে। বলতে ইচ্ছে করে, 'স্বচ্ছ কাচের ও জলের মতো দেখতে আমাদের ইসলামপুর'। এর জন্য অবশ্যই পুর প্রশাসকের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর মতো সব পুরসভার পুর চেয়ারম্যানদের উদ্যোগী হওয়া দরকার। তাহলেই সফল হবে, 'নির্মল বাংলা' অভিযান বা মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বপ্নের বাংলা'।

**পম্পা দাস**
**থানা কলোনি, ইসলামপুর।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# বড় মনের হদিস দিক বড়দিনের পাঠ

প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় নয়, আফ্রিকায় স্কুলজীবনেই শেখানো হয় পারস্পরিক সহযোগিতার সহজ পাঠ।

**অজিত ঘোষ**





সদ্য অতিক্রান্ত হয়েছে পঁচিশে ডিসেম্বর প্রভু যিশুর জন্মদিন। যাকে আমরা বড়দিন নামেই চিনি। কিন্তু 'বড়দিন' কি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব, নাকি বড় মনের এক গভীর ইঙ্গিত? যিশুকে 'প্রভু' বলা হয় শুধু বিশ্বাসের কারণে নয়, তাঁর জীবনদর্শনের জন্য। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেও যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের 'অবুঝ' বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন তিনি। পরমপিতার দরবারে মানুষের হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন- মানুষ ঈশ্বরেরই সন্তান। এই ক্ষমাশীলতা, এই উদারতাই বড়দিনের প্রকৃত পাঠ। এই পাঠ যুগ যুগ ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে কি না সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

চার্চের প্রার্থনায় যে গভীর নীরবতা দেখা যায়, তা কেবল শৃঙ্খলার অনুশীলন নয়- তা আত্মসংযম ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া অন্য কোনও শব্দ থাকে না। সেই নিঃশ্বাসে মিশে থাকে কান্না। কিন্তু এই কান্না যিশুর জন্য নয়, বরং যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাদের জন্য। ক্ষমা চাওয়ার এই প্রার্থনাই যিশুর অনুসরণের আহ্বান। প্রাণহীন আচার নয়, মানবিকতার প্রাণসঞ্চারই বড়দিনের অন্তর্নিহিত অর্থ।

সব উৎসবকে নিজের করে নেওয়া সহজ, কিন্তু সব ধর্মের দেখানো মানবিক পথ অনুসরণ করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর- প্রত্যেকেই একই কথা বলেছেন : মানুষকে ভালোবাসো। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ সাজা শিশু আর বড়দিনের সান্তাক্লজ- দুজনেই উদার মুক্তির প্রতীক, নিঃস্বার্থ দানের চিহ্ন।

কিন্তু বড়দিনের পরদিন থেকেই ক্যালেন্ডারের পাতায় দিন বড় হলেও মানুষের মন ছোট হতে থাকে। শিশুকে শেখানো হয়- প্রথম হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। জীবন হয়ে ওঠে এক নিরন্তর রেস। উন্নতির নামে হিংস্রতা, হিংসা ও কপটতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। ফলত ঋণের দায়ে কৃষক আত্মহত্যা করেন, আর দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা বিদেশে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। দুর্নীতি মেনেও মানবিকতার মুখোশ পরে শিক্ষক পদের চাকরি বহাল থাকে, অথচ অনশনরত স্বচ্ছ প্রার্থীদের মানবিকতায় দিশা মেলে না। প্রকাশ্যে করা বেআইনি কারবার সবার কাছে যেন 'নিউ নর্মাল' হিসেবে ধরা দেয়।

সুনির্মল বসুর কবিতায় আছে- 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে'। প্রকৃতির কাছ থেকেই আসে মুক্তমনা হওয়ার শিক্ষা। বড়দিন সেই প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি- উদারতার, ক্ষমার ও সহমর্মিতার দিন। অথচ বাস্তব পৃথিবীতে প্রতি ৪৫ মিনিটে গাজায় যিশুর মতোই একটি শিশু নিহত হয়। বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঝলসে যায় সাত মাসের শিশু। প্রশ্ন ওঠে, কে কাকে শেখাবে? কে হবে কার শিক্ষক?

বড়দিন আজও ক্যালেন্ডারের লালকালির দিন। রাস্তার ধারে অগুনতি কেকের দোকান গজিয়ে ওঠে, স্কুলবাসে ঝোলে পিকনিক স্পটের বোর্ড। কেক কেটে সেলিব্রেশন হয়, ছবি তোলা হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য কোনও গরিবের হাতে পুষ্টিকর খাবারের থালা ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছবি তোলার পর সেই খাবারের থালা কেড়ে নেওয়ার বাস্তবতাও থেকে যায়। এই দ্বিচারিতার মধ্যেই আফ্রিকার দিকে তাকানো যাক। সেখানে স্কুলজীবনেই শিশুদের শেখানো হয়- জীবনের উদ্দেশ্য একক প্রতিযোগিতা নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা। এই শিক্ষাদর্শনের নাম 'উবুন্টু'- বাংলায় যার অর্থ, 'আমরা, তাই আমি'। সত্যিই 'আমরা' না থাকলে তো 'আমি'র কোনও অস্তিত্বই থাকত না। খুব সহজ ও দামী কথা। আর প্রকৃত বড়দিনের শিক্ষা তো সেটাই।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।)*

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ১ | | ২ | ★ | ৩ | ৪ | ★ |
| ★ | | ★ | ৫ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | | ★ | ৬ | | ৭ |
| ★ | ৮ | | | ★ | ★ | ★ | |
| ৯ | ★ | ★ | ★ | ১০ | | ১১ | ★ |
| ১২ | ১৩ | | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ১৪ | | ★ | | ★ |
| ★ | ১৫ | | ★ | ১৬ | | | ★ |

**পাশাপাশি** : ১। অগভীর ঘুম ৩। একটি পতঙ্গের নাম ৫। সম্পূর্ণ বস্তু নয়, তার সিকিভাগ ৬। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূত ৮। যে বন পুড়িয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ শহর গড়ে তোলা হয় ১০। হাতিকে চালনা করার অস্ত্র ১২। এই যানের ভরসা মানুষের পা ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। শূন্য, নিঃস্ব ১৬। ভৃত্য বা পরিচালক।

**উপর-নীচ** : ১। ভ্রমর বা ভোমরার স্ত্রীবাচক শব্দ ২। শ্মশানবাসী বামাচারী তান্ত্রিক ৪। ধূমপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার পাতার ঠোঙা ৯। আকারে গোল এবং ভেতরে ফাঁপা ১০। বন্দি করে বা আটকে রাখা ১১। তূণ বা তির রাখার জায়গা ১৩। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

**সমাধান ■ ৪৩২৭**

**পাশাপাশি** : ১। উপেক্ষা ৩। ভাদ্রবধূ ৪। লিটার ৫। মুখচোরা ৭। হজ ১০। লঘু ১২। অমর্যাদা ১৪। গান্ধার ১৫। অনাবাদি ১৬। কাকলি।

**উপর-নীচ** : ১। উৎসাহ ২। ক্ষালিত ৩। ভারমুক্ত ৬। চোয়াল ৮। জখম ৯। গাদাগাদি ১১। ঘুলঘুলি ১৩। করকা।

## বিন্দুবিসর্গ

## আরাবল্লিতে নতুন করে খনন বন্ধের নির্দেশ কেন্দ্রের

**নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর :** পরিবেশকর্মী ও বিরোধীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে অবশেষে পিছু হঠল কেন্দ্র। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও মরুভূমির সম্প্রসারণ রুখতে প্রাচীন আরাবল্লি পর্বতমালায় নতুন করে সমস্ত খনিজ উত্তোলনের ইজারা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের বড় জয় হিসাবে দেখা হচ্ছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আরাবল্লির সুরক্ষাকবচ দুর্বল করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। পাহাড়ের সংজ্ঞা বদলে দিয়ে খনি মাফিয়াদের সুবিধা করে দেওয়া রুখতে এই গণ-আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি ছিল।'

নির্দেশিকায় জানিয়েছে, পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত আরাবল্লি পর্বতমালায় নতুন কোনও খননের ইজারা দেওয়া যাবে না। ইজারা পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রেও জারি হয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ। পরিবেশবিদদের মতে, এই সিদ্ধান্ত মরুপ্রান্তের অতন্দ্র প্রহরীকে রক্ষার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তবে কেবল নির্দেশিকা নয়, বেআইনি খনন রুখতে প্রশাসনের কড়া নজরদারিও এখন সময়ের দাবি।

### 'বাবা, আর পারছি না'

## ৮ ঘণ্টা অপেক্ষায় নিভল প্রাণ

**এডমন্টন, ২৫ ডিসেম্বর :** বিদেশের হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা হয়। সেক্ষেত্রেও এমন করুণ পরিণতি হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি ৪৪ বছর বয়সি প্রশান্ত শ্রীকুমারের পরিবার। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কানাডার এক নামী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে টানা ৮ ঘণ্টা পড়ে রইলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নার্স, কর্মী কেউই আমল দিলেন না। বাবার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন প্রশান্ত। ২২ ডিসেম্বরের ঘটনা।

পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রশান্ত। সোমবার অফিসে গিয়ে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে এডমন্টনের 'গ্রে নানস কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবার জানিয়েছে, সেখানে তাঁর

ইসিজি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, ভয়ের কিছু নেই। তাঁকে সাধারণ ব্যথার ওষুধ দিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়। এদিকে ছেলের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যান বাবা কুমার শ্রীকুমার। বাবা জানান, তিনি ছেলেকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেন। ব্যথার মাত্রা বোঝাতে প্রশান্ত বারবার বলেন, 'বাবা আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।' নার্সরা রক্তচাপ মেপে দেখেন তা আকাশছোঁয়া, কিন্তু ডাক্তার দেখানোর সুযোগ মেলেনি। আট ঘণ্টা পর তাঁর নাম ডাকা হল, প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে বাবার সামনেই লুটিয়ে পড়লেন। চিকিৎসকরা তখন চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেননি।

এই ঘটনা প্রথম বিশ্বের দেশ কানাডার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। হৃদরোগীর ক্ষেত্রে প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। কী করে তাঁকে আট ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল? ঘটনাকে কেন্দ্র করে কানাডার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তিন সন্তান ও স্ত্রীকে রেখে প্রশান্তের অকালমৃত্যু উত্তরবঙ্গের পাঠকদের মনেও বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

*চারিদিকে আলোর ঝিকিমিকি। কেকের সুগন্ধ আর ক্যারলের সুর। বড়দিনে সর্বত্রই উৎসবের মেজাজ। (উপরে) কনকনে ঠান্ডার মধ্যে সিমলায় সান্তা সেজে খুদে। (নীচে) চেন্নাইয়ে এক গির্জায় যিশুর প্রার্থনা।*

# কম্বোডিয়ায় বিষ্ণুমূর্তি ভাঙায় গর্জে উঠল দিল্লি

**নম পেন ও নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর :** কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের সীমান্ত সংঘাতের বলি হল বিষ্ণুমূর্তি। হিন্দুদের উপাস্য দেবতা ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি জেসিবি মেশিন দিয়ে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, থাই সেনাবাহিনী ৩২৮ ফুটের মূর্তিটি ভেঙেছে। সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়াতেই উঠেছে নিন্দার ঝড়। বিষ্ণুমূর্তি ভাঙাকে 'অসম্মানজনক' ও 'দুর্ভাগ্যজনক' হিসেবে অভিহিত করেছে ভারত। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে বিষ্ণুভক্তদের অনুভূতিতে চরম আঘাত দিয়েছে। ভারতের কথা, 'এটা একেবারেই ঘটা উচিত হয়নি।'

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্তে হিন্দু দেবমূর্তি ভেঙে ফেলার খবর আমরা দেখেছি। হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীরা এখানে শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হন। এ হল সভ্যতাগত ঐতিহ্যের অংশ। এই ঘটনা সেই ঐতিহ্যে আঘাত করল। আঞ্চলিক দাবি সত্ত্বেও এই ধরনের কাজ করা উচিত নয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব। আমরা আশা করছি, কম্বোডিয়া সরকার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করবে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে।'

কম্বোডিয়া সরকার ও মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই থাইল্যান্ড এই কাজ করেছে। কম্বোডিয়ার অঙ্গরাজ্য প্রে বিহিয়ারের মুখপাত্র লিম চানপাহা বলেছেন, বিষ্ণু মূর্তিটি ২০১৪ সালে নির্মিত। থাই সীমান্ত থেকে ১০০ মিটার দূরে

> হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীরা এখানে শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হন। এ হল সভ্যতাগত ঐতিহ্যের অংশ। এই ঘটনা সেই ঐতিহ্যে আঘাত করল। আমরা আশা করছি, কম্বোডিয়া সরকার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করবে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

আন সেস অঞ্চলে। দু-দেশের মধ্যে সীমান্তে জমি বিরোধের কারণে থাই সেনাবাহিনী মূর্তিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চানপাহা বলেন, 'আমরা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মন্দির, মূর্তি ধ্বংসের নিন্দা করছি।'

এই মন্দির ইউনেস্কোর তালিকায় বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই মন্দিরের এলাকা দখল নিয়ে বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতে পৌঁছোয়। আদালতের রায়ে কম্বোডিয়ার অধিকার স্বীকৃত হলেও থাইল্যান্ড তা মানেনি। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতিতে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি হলেও তা টেকেনি। ভারতের সমালোচনার পর থাই সরকার জানিয়েছে, 'মূর্তিটি নিবন্ধিত (রেজিস্টার্ড) নয়। বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে থাইল্যান্ডের নিরাপত্তা। কোনওরকম ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার জন্য মূর্তি ভাঙা হয়নি। মূর্তিটি যেখানে রয়েছে সেই জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিতে থাই সেনা সেটি ভেঙেছে।' থাই কর্তৃপক্ষ এও জানিয়েছেন, 'মূর্তিটি অনেক পরে স্থাপন করা হয়। ধর্মীয় স্থান হিসেবে ওই জায়গার কোনও সরকারি স্বীকৃতি ছিল না।'

## হিডমার পর খতম মাওবাদী শীর্ষনেতা

**ভুবনেশ্বর, ২৫ ডিসেম্বর :** মাওবাদী নাশকতার ত্রাস মাধবী হিডমাকে নভেম্বরে খতম করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। তাঁর সঙ্গে নিকেশ হয়েছিলেন আরও কয়েকজন। সেই সাফল্যের পরের মাসেই নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন আরও এক মাওবাদী শীর্ষনেতা গণেশ উইকে। বৃহস্পতিবার ওড়িশায় কন্ধমল জেলার গুম্মার জঙ্গলে দু-তরফের গুলি বিনিময়ের সময় মৃত্যু হয় গণেশের। মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। গণেশের সঙ্গে আরও তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।

পুলিশের এক কর্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে চার মাওবাদীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। গণেশ উইকে ছাড়া বাকি তিনজনের মধ্যে একজন মহিলা। পরিচয় জানা যায়নি। অপর দু-জন হলেন সিপিআই মাওবাদীর এরিয়া কমিটির কমান্ডার বারি ওরফে রাকেশ এবং মাওবাদীদের স্থানীয় সশস্ত্র ইউনিট দলম-এর সদস্য অমিত। দু-জনের মাথার দাম ছিল ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। তাঁদের বাড়ি ছত্তিশগড়ে। ওড়িশা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। পরে তাদের সঙ্গে অভিযানে যুক্ত হয় সিআরপিএফ, বিএসএফ। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, কন্ধমল ও গঞ্জাম জেলা সংলগ্ন অঞ্চলে বৃহত্তর যৌথ অভিযানে ছিল ২৩টি দল।

## 'অরুণাচল নিয়ে ঝামেলা পাকাবে চিন'

**ওয়াশিংটন, ২৫ ডিসেম্বর :** লাদাখে ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে অচলাবস্থা মিটেছে বটে, কিন্তু আগামী বছরগুলিতে অরুণাচলপ্রদেশ নিয়ে দিল্লি-বেজিংয়ের মধ্যে অচলাবস্থা মূল ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। চিন কিন্তু অরুণাচলের দাবি থেকে সরবে না। এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেন্টাগনের। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ভারত-চিন বিবাদের শঙ্কা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। মার্কিন রিপোর্ট বলছে, ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচলকে নিয়ে ঝামেলা পাকাবে চিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী চিন বরাবর অরুণাচলপ্রদেশকে তিব্বত তথা জাংনানকে তাদেরই সম্প্রসারিত অংশ বলে দাবি করে আসছে। চিনের সঙ্গে ভারতের বৈরিতার একটি অন্যতম ইস্যু অরুণাচল। চিনের প্রথমে লক্ষ্য চিল তাওয়াং। পরে সমগ্র অরুণাচলপ্রদেশকে তারা দাবি করা শুরু করেছে। অরুণাচলপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গার নাম পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে তারা। ৩০টি জায়গার নতুন নামের তালিকা প্রকাশ করেছে বেজিং সরকার।

### পেন্টাগনের রিপোর্ট

প্রতিবেদনে বলা হয়, চিনের লক্ষ্য হল লড়াই করে জয়ী হও। বিশ্বমানের সামরিক বাহিনী রয়েছে চিনের। ভারত প্রথম থেকেই বলে এসেছে, 'অরুণাচল ভারতের অংশ ছিল, আছে ও থাকবে।'

পেন্টাগনের রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, অরুণাচলের পাশাপাশি তাইওয়ানের দিকেও নজর রয়েছে চিনের। তবে পেন্টাগনের রিপোর্টের নিন্দা করে চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাং জিয়াওগ্যাং বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে একটি অজুহাত খাড়া করার জন্য রিপোর্টটি বানানো হয়েছে। রিপোর্টটি চিন সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ভূ-রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে ভরা, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য চিনের সামরিক হুমকিকে অতিরঞ্জিত করেছে।'

# তারেকের দিকে সতর্ক নজর নয়াদিল্লির

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে দীর্ঘ নির্বাসন শেষে তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন কেবল একটি দলের পুনরুত্থান নয়, বরং এটি দেশের বিদেশনীতিতে এক নতুন ভারসাম্যের ইঙ্গিত। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং 'দিল্লি নয়, রাওয়ালপিন্ডি নয়, সবার আগে বাংলাদেশ'—এই নীতিগত অবস্থান দক্ষিণ এশীয় ভূ-রাজনীতিতে এক বিশেষ বার্তা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তারেক রহমানের দেশপ্রেমীকোচিত বাস্তববাদী অবস্থান ভারতের পক্ষে এক নতুন ও মজবুত বন্ধুত্বের দরজা খুলে দিতে পারে।

অতীতের তিক্ততা ভুলে তারেক এখন অনেক বেশি পরিপক্ক ও দূরদর্শী। তাঁর নেতৃত্বাধীন বিএনপি স্পষ্ট করেছে, বাংলাদেশের ভূখণ্ড কোনও পড়শি দেশের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। এতে ভারতের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের একটি স্থায়ী সমাধান হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারেক প্রমাণ করতে চান, তিনি কোনও নির্দিষ্ট শক্তির ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁর এই 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতি আদতে ভারতের জন্য লাভজনক। কারণ, এতে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কোনও বিশেষ দলের বদলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আরও শক্তিশালী হবে।

তারেকের প্রত্যাবর্তন ভারতের পক্ষে ইতিবাচক হওয়ার আরও একটি কারণ দ্বিপাক্ষিক অর্থনীতি ও যোগাযোগ। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উন্নয়নে বাংলাদেশের সহযোগিতা অপরিহার্য। বিএনপি নেতা বিভিন্ন সময়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে এবং বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করে ট্রানজিট ও বাণিজ্যে কোনও বাধা থাকবে না। দিল্লির পক্ষে একজন জনসমর্থিত নেতার সঙ্গে আলোচনা করা অনেক বেশি নিরাপদ, যাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে।

অন্যদিকে, তারেকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যদি একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ফিরে আসে, তবে তা ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। উগ্রপন্থা দমন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে তারেক বরাবরই জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন।

তাছাড়া তারেকের এই 'সবার আগে বাংলাদেশ' স্লোগান দিল্লির বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, এটি একটি সম্মানজনক অংশীদারির আহ্বান ছাড়া কিছু নয়। ভারত যদি বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে তারেকের সঙ্গে নতুন করে পথ চলা শুরু করে, তবে তা হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বার্থের প্রকৃত বিজয়।

তবে খালেদা-পুত্রের প্রত্যাবর্তন ভারতের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূ-রাজনৈতিক পরীক্ষা বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। ওই অংশের মতে, দিল্লির উদ্বেগের মূলে রয়েছে তিনটি প্রধান দিক। প্রথমত উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা, দ্বিতীয়ত ইসলামপন্থী দলগুলির প্রভাব এবং তৃতীয়ত চিনের সঙ্গে সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতা।

২০০১-২০০৬-এ বেগম খালেদা জিয়ার জমানায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়ার যে অভিযোগ বিএনপির বিরুদ্ধে ছিল, তা এখনও দিল্লির স্মৃতিতে টাটকা। বিশেষ করে 'চিকেন'স নেক' করিডরের নিরাপত্তার খাতিরে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারেক রহমানও নিজেকে এখন অনেক বেশি 'মডারেট' নেতা হিসাবে তুলে ধরতে ব্যগ্র। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তারেক যদি জামায়াতে-নির্ভরতা কাটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিদেশনীতি গ্রহণ করেন, তবে দীর্ঘদিনের তিক্ততা ভুলে ভারতের সঙ্গে একটি শক্তিশালী ও জোরালো অংশীদারি তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়। সীমান্ত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে দিল্লি এখন তারেকের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই সতর্ক নজর রাখছে।

*বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে আগুন। বৃহস্পতিবার চিত্রদুর্গে।*

## চিত্রদুর্গে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

**বেঙ্গালুরু, ২৫ ডিসেম্বর :** বড়দিনের কাকভোরে মমান্তিক পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ। একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস ও জ্বালানি-ভর্তি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মহিলা ও শিশু সহ অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ট্রাকের চালক এবং খালাসিও।

রাত ৩টে নাগাদ বেঙ্গালুরু-পুনে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক ডিভাইডার টপকে উলটো লেনে চলে আসে এবং সামনে থাকা বাসটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটিতে দ্রুত আগুন ধরে যায়। বাসচালক রফিক ও খালাসি কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও বহু যাত্রী ভিতরে আটকে পড়েন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারকারীরা গ্যাস কাটারের সাহায্যে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাস থেকে দেহগুলি উদ্ধার করেন।

এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'চিত্রদুর্গের এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমার সমবেদনা।' মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। উৎসবের মরশুমে এই মৃত্যুমিছিলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## দেশে ফিরল প্রভুভক্ত জেবু

**ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর :** 'পুসিক্যাট পুসিক্যাট হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন?' তারেক রহমানের আদরের হুলো বিড়াল 'জেবু'-কে এই প্রশ্ন করার উপায় নেই। তাই জানা যাচ্ছে না জবাবে সে 'আই হ্যাভ বিন টু লন্ডন টু লুক অ্যাট দ্য কুইন' বলেছে কি না! কিন্তু লন্ডনে সে যে বহাল তবিয়তেই ছিল এবং মনের সুখে রানিমার ইঁদুর তাড়িয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গেই ফিরেছে 'জেবু'। দুপুরে তাঁর বিমান নিরাপদে নেমেছে রাজধানী ঢাকায়। সুখবরটা চেপে রাখেনি বিএনপি।

দলের সরকারি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানানো হয়েছে জেবুর আগমনবার্তা! রীতিমতো ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, 'দেশে ফিরেছে জেবু'!

অতীতে পোষ্যর সঙ্গে একাধিক ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন খালেদা-পুত্র। সেই থেকেই চর্চায় জেবু। সাইবেরিয়ান প্রজাতির এই বিড়ালের বয়স এখন সাত। উজ্জ্বল হলদেটে কমলা রঙা ঘন লোমে ঢাকা, শান্ত স্বভাবের এই বিড়ালকে তারেকের সঙ্গে নাছোড়বান্দার মতো সেঁটে থাকতে দেখা গিয়েছে নানা ছবি-ভিডিওতে। পরিবারের সবার সঙ্গেই ভাব জেবুর।

জেবু প্রসঙ্গে তারেক একবার বলেছিলেন, 'ও আমার মেয়ের বিড়াল। তবে এখন ও সবার।' এহেন জেবুকে দেশে ফেরাতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। আইনি প্রক্রিয়া মেনে পাসপোর্ট বানিয়ে তবে নিয়ে আসা গিয়েছে ঢাকায়।

# ভোট দিলেই সোনার হার, থাইল্যান্ড ট্যুর!

**পুনে, ২৫ ডিসেম্বর :** কথায় বলে, ভোটের লড়াইয়ে সব কিছুই চলে। কিন্তু পুনে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের মন পেতে যে 'অফার' শুরু হয়েছে, তা দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় খোদ নির্বাচন কমিশনেরও। কেউ দিচ্ছেন এসইউভি গাড়ি, কেউ বা সোজা বিদেশের টিকিট!

আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে পুনেতে পুরভোট। আর সেই ভোট-ময়দানে নিজেদের পাল্লা ভারী করতে এখন থেকেই পুরস্কারের ডালি সাজিয়ে বসেছেন প্রার্থীরা। এক নির্দল প্রার্থী তো রীতিমতো বুক ঠুকে জানিয়েছেন, তাঁর ওয়ার্ডে যদি তিনি জেতেন, তবে লটারির মাধ্যমে জয়ী ভোটারদের দেওয়া হবে একটি বিলাসবহুল গাড়ি। পুণের লোহাগাঁও-ধানোরি ওয়ার্ডের এক প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি ভোটে জিতলে ১১ জন ভোটারকে ১১০০ বর্গফুটের জমি দেবেন। কোন ১১ জনকে দেবেন, তা অবশ্য 'লাকি ড্র'-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় ওই প্রার্থী দাবি করেছেন, ইতিমধ্যেই ওই জমির রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, অন্য এক প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি— ভোট দিলেই নিশ্চিত মিলবে সোনার কয়েন বা হার!

### পুনের পুরভোটে দরাজহস্ত প্রার্থীরা

যাঁরা একটু ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য রয়েছে 'থাইল্যান্ড ট্রিপ'-এর হাতছানি। বিমাননগরের এক প্রার্থী পাঁচ দিনের থাইল্যান্ড ট্যুরের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভোটব্যাংককে নিজেদের দিকে টানতেই এই অভিনব 'গিফট পলিটিক্স' শুরু করেছেন ছোট-বড় সব দলের প্রার্থীরাই। পুনের অলিগলিতে এখন রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে কোন প্রার্থী কত বেশি দামি উপহার দিচ্ছেন তা নিয়ে। মহিলা ভোটারদের মন পেতে তাঁদের রংবেরঙের শাড়িও কিনে দিয়েছেন কিছু প্রার্থী। উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে গেরস্থালির সরঞ্জাম, সেলাই মেশিন। যুব সমাজের ভোট পেতে আবার বিভিন্ন জায়গায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিজয়ী দল পুরস্কার হিসাবে পেয়েছে ১ লাখ টাকা!

তবে এই লোভনীয় অফারে আমজনতা খুশি হলেও রক্তচাপ বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের। আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করার দায়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে শোকজ করা হয়েছে। নজরদারি বাড়াতে বিশেষ ড্রোন ও ভিডিও টিম নামানো হয়েছে পুনের বিভিন্ন এলাকায়।

# বুঝবে আমি কে খুনের আগে হুমকি শিক্ষককে

**লখনউ, ২৫ ডিসেম্বর :** প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতেও দুই সঙ্গীকে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিকে স্কুলের কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষক রাও দানিশ আলি। রাত তখন ৮টা ৫০। কেন্দ্রীয় পাঠাগারের কাছে বাইকে আসা দুই তরুণ তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অশ্রাব্য গালিগালাজের পর এক আততায়ী চিৎকার করে বলে ওঠে, 'এতদিন আমাকে চিনিসনি, এবার বুঝবি আমি কে!' পরক্ষণেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে দানিশের মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি চালায় সে। দু'টি গুলি মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ১১ বছর ধরে কর্মরত ওই শিক্ষক।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এমন এক সময়ে ঘটল, যার কয়েক ঘণ্টা আগেই বিধানসভায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতির দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হওয়ার কারণেই উত্তরপ্রদেশে বিনিয়োগ আসছে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির দিনই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এমন পৈশাচিক ঘটনা বিজেপি সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে বিজেপির।

আততায়ীদের ধরতে পুলিশ ছ'টি দল গঠন করেছে। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও গভীর রহস্য, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বুলন্দশহরের বাসিন্দা দানিশের পরিবারের সঙ্গে রাজনীতি ও শিক্ষকতার যোগ দীর্ঘ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শোক ও আতঙ্কের ছায়া। প্রোক্টর মহম্মদ ওয়াসিম আলি অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'রাত নটা নাগাদ খবরটা পাই। জানি না, কী থেকে কী ঘটল!'

## তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গণধর্ষণ

**জয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর :** চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণের শিকার এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। রাজস্থানের উদয়পুরের ঘটনা। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই বেসরকারি সংস্থারই সিইও সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে। তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ২০ ডিসেম্বর রাতে জন্মদিনের একটি পার্টির শেষে একসঙ্গে ফিরছিলেন তরুণী ও তাঁর সহকর্মীরা। সকলেই মদ্যপ ছিলেন। সেই সময় তরুণীকে নিজেদের গাড়িতে ওঠার জন্য বলেন সংস্থার মহিলা এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, তাঁর স্বামী এবং সিইও। অভিযোগ, গাড়িতে তরুণীকে সিইও সিগারেট জাতীয় কিছু খেতে দেন। খাওয়ার পরই জ্ঞান হারান তিনি। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারেন তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এরপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

# রাজ্যের সিভিল সার্ভিস

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

দীপায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী কমিশনার, অর্থ দপ্তর
(ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ-এ)

সম্প্রতি শেষ হল ২০২৪ সালের ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) etc. পরীক্ষার জন্য আবেদন জমা নেওয়া। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর মার্চে প্রিলিমস এবং তার ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে মেইনস পরীক্ষা হতে চলেছে।

প্রিলিমসে সময় থাকে আড়াই ঘণ্টা। সবমিলিয়ে ২০০ নম্বরের এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েসচন) আকারে প্রশ্ন আসবে। এই পর্বে উত্তীর্ণ হলে মেইনসে বসার সুযোগ মেলে।

মেইনস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া আরও চারটি কম্পালসারি পেপার থাকে। এই চারটিতে ২০০ নম্বরের এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন আসে। যাঁরা 'এ' এবং 'বি' গ্রুপের জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের একটি ঐচ্ছিক বিষয়ের দুটি পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে।

কম্পালসারি বাংলা ও ইংরেজি পেপারের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হয়। পূর্ণমান ২০০। ঐচ্ছিক বিষয়েও দুটো পেপার থাকে। লিখিত পরীক্ষা দিতে হয় ৪০০ (২০০+২০০) নম্বরের। প্রত্যেকটির জন্য ৩ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকে।

মেইনসে উত্তীর্ণ হলে পার্সোনালিটি টেস্ট অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাওয়া যাবে। গ্রুপ-এ ও গ্রুপ-বি'র ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র জন্য যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ নম্বর থাকে এই পর্বে। মেইনস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয়।

এবার আলোচনা করব, এই পরীক্ষার জন্য কী কী পড়তে হবে, কীভাবে পড়তে হবে এবং পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত। ঐচ্ছিক বাদে কোন কোন বিষয় পড়তে হয়, তা জেনে নিই- ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক/রিজনিং, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল, পলিটি, অর্থনীতি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। প্রিলিমিনারিতে এরমধ্যে 'বাংলা'র ওপর প্রশ্ন না এলেও মেইনসে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

## বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

### ইংরেজি

প্রিলিমসে ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এমসিকিউ আকারে ও মেইনসে ২০০ নম্বরের পেপারে থাকবে রচনা/প্রতিবেদন। এছাড়া থাকবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ আর প্রেসি রাইটিং।

বাংলামাধ্যমের বহু পড়ুয়া এই বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে, গ্রামার ও ভোকাবুলারির ওপর জোর দিলে পথ অনেকটা মসৃণ হয়। দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠের ভূমিকা এক্ষেত্রে অপরিসীম।

ভালোমানের সংবাদপত্র নিয়মিত পড়লে নতুন নতুন শব্দ, 'phrase' জানা যায়। ডিকশনারি থেকে সেগুলোর অর্থ খুঁজে নিতে হবে। এরপর সেই শব্দ ও 'phrase' দিয়ে বাক্য গঠনের অনুশীলন নিয়মিত করতে পারলে ভাষা-ভীতি কেটে যাবে।

### বাংলা

এই বিষয়টি নিয়ে আবার অনেকেই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হতে গিয়ে ভুল করে বসেন। বাংলামাধ্যমের পড়ুয়াদের কাছে জলভাত বলে মনে হলেও নিয়মিত লেখার চর্চা প্রয়োজন কমবেশি সকলের। এর জন্য বাংলা সংবাদপত্রটি পড়া জরুরি। লেখার ধরন বুঝে নিলে রচনা/প্রতিবেদন লেখা সহজ হয়ে যায়। বঙ্গানুবাদ ও সারাংশ লেখার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি যথেষ্ট উপযোগী।

** বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য ভালোমানের বই বাজারে মেলে। যাচাই করে কিনে নিন। তারপর নিয়মিত প্র্যাকটিস করুন।

### অঙ্ক/রিজনিং

যাঁদের অঙ্কে ভীতি বা দুর্বলতা আছে, তাঁদের উচিত পুরোনো সিলেবাসের নবম ও দশম শ্রেণির অঙ্ক বই থেকে অনুশীলন করা। তাতে কিছুটা সড়োগড়ো হলে শর্ট ট্রিকস-এর মাধ্যমে কম সময়ে প্রশ্নের সমাধান শেখা শুরু করতে হবে। এরপর রয়েছে অ্যাডভান্সড ম্যাথ, রিজনিংয়ের প্রস্তুতি।

বিগত ১০ বছরের মেইনস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বারবার সমাধান করলে কৌশল সহজেই রপ্ত হবে। বিষয়টির জন্য রোজ দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। মেইনস পরীক্ষায় এই পেপার গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করে।

### বিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যা

যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এটা নিয়ে সাধারণত ভীতি থাকে না। প্রয়োজন শুধু একবার ঝালিয়ে নেওয়া। তবে যাঁরা অন্য শাখার পড়ুয়া, তাঁদের কাছে সঠিক পরিকল্পনা থাকা জরুরি।

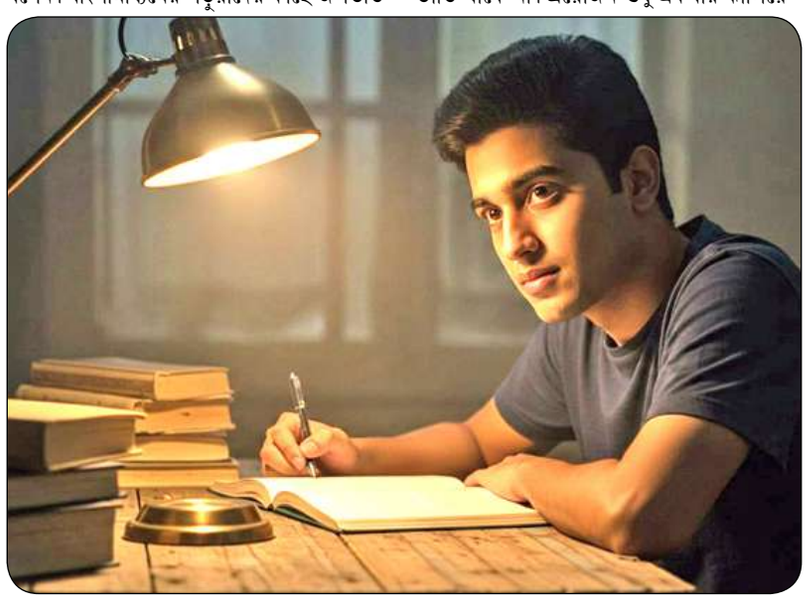

আমার মতে, কনসেপচুয়াল খুঁটিনাটিতে অতিরিক্ত জোর না দিয়ে তথ্যনির্ভর প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন- রসায়নের ক্ষেত্রে 'Orbital' অথবা 'Chiral Carbon'-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বদলে 'Bakelite'-এর ব্যবহার অথবা শংকর ধাতুর উপাদানগুলো জেনে রাখলে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

পরিবেশবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রচুর তথ্য এবং পরিসংখ্যান জানতে হয়। এই বিষয়ের সিলেবাসে রয়েছে জীববৈচিত্র্য ও কোস্টাল নিয়ন্ত্রণ জোন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ওজোন স্তর সহ অন্যান্য সমস্যা।

### ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রিলিমস পরীক্ষায় এই বিষয়টিকে গেম চেঞ্জার বলা যেতে পারে। কারণ, দুশোর মধ্যে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন আসে এখান থেকেই। মেইনসেও ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকে। যাঁরা সেল্ফ স্টাডি করছেন, তাঁরা ইউটিউব থেকে বিষয়টির ওপর ম্যারাথন সেশন-এর ভিডিও দেখে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা মজবুত করে নিন।

ওই ভিডিওগুলোর মধ্যে আর্ট অ্যান্ড কালচার সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে। এরপর পাঠ্যবই থেকে অধ্যায়ভিত্তিক খুঁটিয়ে পড়ুন। প্রচুর সাল, তারিখ, নাম মনে রাখতে হয়। তাই ফ্লো-চার্টের সাহায্যে তথ্যগুলো সাজিয়ে নিতে পারেন।

অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ সমাধান করলে বুঝতে পারবেন কোথায় খামতি রয়েছে। যেখানে সমস্যা, সেই অংশ বারবার রিভিশন দিন। আত্মবিশ্বাস তৈরি হলে বিষয়টি থেকে যে কোনও ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

### ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল

এই বিষয়টি আয়ত্তে আনার সবথেকে সহজ উপায় হল, প্রতিটি অধ্যায় খুঁটিয়ে পড়ার সময় অ্যাটলাস বা মানচিত্রটি হাতের কাছে রাখা। ভূপ্রকৃতি, নদনদী থেকে কলকারখানা ও জনবিন্যাসের ধারণা, তথ্য মনে রাখার জন্য এটা যথেষ্ট উপযোগী। এর পাশাপাশি ইন্টারনেটের সাহায্যে বিশ্বাসযোগ্য সাইট থেকে সাম্প্রতিক তথ্য খুঁজে নিয়ে খাতায় লিখে রাখতে পারেন। অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ সমাধান করা ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু।

### পলিটি

ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনেকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার পড়ুয়াদের কাছে। তাই প্রথমে বই না পড়ে ইতিহাসের মতোই ইউটিউব থেকে বিষয়টির ওপর ম্যারাথন সেশন-এর ভিডিও দেখে নিন। প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা মজবুত করুন। তারপর পাঠ্যবই পড়া শুরু করুন। পাশাপাশি ফ্লো-চার্টের সাহায্যে তথ্যগুলো সাজিয়ে নিতে পারেন। অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ সমাধান করলে দক্ষতা বাড়বে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলির ওপর নজর রাখতে হবে। নতুন তৈরি আইন বা আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী থেকে প্রশ্ন এলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

### অর্থনীতি

বাণিজ্য শাখার পড়ুয়াদের কাছে বিষয়টি সহজ হলেও সমস্যায় পড়েন কলা আর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। তবে যাঁরা নিয়মিত অর্থনীতি সংক্রান্ত খবরাখবর রাখেন, তাঁদের বাড়তি সুবিধা মিলবে।

কী পড়তে হয়? রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকর্ম, রাজ্য ও কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য জানা আবশ্যিক। এছাড়া অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণা, যেমন- জাতীয় আয় (National Income), মুদ্রাস্ফীতি (Inflation), জাতীয় অর্থ ব্যবস্থা (Public Finance) ইত্যাদি সহজে বুঝতে ইউটিইউবে বিশ্বাসযোগ্য চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখতে পারেন। প্রতিদিন দেশ-বিদেশে নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে, সমীক্ষার রিপোর্ট বেরোচ্ছে, পরিসংখ্যান প্রকাশিত হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে নজর রাখতে হবে সেসব জানতে। তবে সবকিছু যে জরুরি, তা নয়। গুরুত্ব বুঝে মনে রাখুন।

### সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও স্ট্যাটিক জিকে

দৈনিক সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়ার কথা আগেই বলেছি। একটি খাতায় রোজকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তথ্য ছোট পয়েন্ট লিখে অথবা চার্টের মতো সাজিয়ে নিন। তারপর সপ্তাহ শেষে একবার রিভিশন দিলেই আর চিন্তা নেই।

শিরোনামে জায়গা পাওয়া কোনও ব্যক্তি, পদে রদবদল, কনফারেন্স, খেলাধুলো, পুরস্কার সম্পর্কে যা যা তথ্য পাওয়া যাবে, সবকিছুই যদি খাতায় সংক্ষিপ্ত নোট আকারে লিখে রাখা যায়, তাহলে পরীক্ষার আগে ঝালিয়ে নিতে সুবিধা হয়। এই বিষয়টির জন্য হঠাৎ করে প্রস্তুতি শুরু করা যায় না। নিয়মিত চর্চা জরুরি।

স্ট্যাটিক জিকে নিয়ে অহেতুক চিন্তার কারণ নেই। ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যদি সম্যক ধারণা তৈরি হয়, তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকে। বাড়তি হিসেবে বিভিন্ন খেলাধুলো সম্পর্কিত শব্দ, পুরস্কার, দেশের মুদ্রা ও রাজধানী, পরিচিত লেখকের বই/উপন্যাসের তালিকা তৈরি করে পড়লেই চলবে।

বিভিন্ন সংস্থা ইয়ার বুক প্রকাশ করে, সেটা রিভিশনে সাহায্য করতে পারে।

### ঐচ্ছিক বিষয়

স্নাতক স্তরের পাঠক্রম অনুযায়ী যে কোনও একটি বিষয়কে বেছে নেওয়া যেতে পারে ঐচ্ছিক হিসাবে। পিএসসি'র ওয়েবসাইটে বিষয়গুলোর সম্পূর্ণ তালিকা ও তার সিলেবাস দেওয়া আছে। অনেকেই দোটানায় থাকেন। কোনটা আপনার জন্য ঠিক, তা বুঝতে আগে বিষয়ের সিলেবাস খুঁটিয়ে দেখে নিন। বিগত বছরের প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করুন।

তবে ইতিহাস, নৃতত্ত্ববিদ্যা, মনোবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা- এই বিষয়গুলো নিয়োগপ্রার্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। অন্যতম কারণ, এসবের স্টাডি মেটিরিয়াল সহজলভ্য। অনেকেই প্রিলিমস শেষ হওয়ার পর ঐচ্ছিক বিষয়ে পড়া শুরু করেন, ফলে সময়ের আগে সিলেবাস শেষ করে রিভিশন দিতে পারেন না। তাই প্রথম থেকেই সপ্তাহে অন্তত একটি দিন এর জন্য বরাদ্দ করুন। পরে সেটা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ান।

যেহেতু এই পরীক্ষায় প্রায় সকল বিষয়ের ওপরে দক্ষতা থাকতে হয়, তাই সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি অধ্যবসায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

## কার কাছে কই মনের কথা

**১. আমার বাড়ির লোক খুব কড়া। স্কুল, টিউশনের বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা একদম পছন্দ করেন না তাঁরা। খুব মন খারাপ হয় জানো। কী করা উচিত?**

পরামর্শ : অভিভাবকরা নিশ্চয়ই তোমার ভালো চান। তাঁরা হয়তো মনে করেন, সেই সময়টুকু লেখাপড়ায় ব্যয় করলে তোমারই ভালো হবে। তবে এটা ঠিক যে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা মাঝেমধ্যে ঘুরতে বেরোনো মন ভালো রাখে। মেলামেশা মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকলে একঘেয়েমি চলে আসবে।

অভিভাবকদের সঙ্গে এবিষয়ে খুলে কথা বলো। তাঁদের ভরসা অর্জন করো। কথা দাও, তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেও পড়াশোনায় খামতি রাখবে না। সময়মতো নিজের হোমটাস্ক শেষ করো। তুমি নিজেই যখন লেখাপড়ার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, তখন আশা করি অভিভাবকরা তোমাকে নিজের রুটিনে চলতে দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আশা করি, ঠিক আর ভুলের মধ্যে তফাত তুমি বোঝো। বন্ধু পাতানোর সময় সৎসঙ্গ-অসৎসঙ্গের দিকটি অবশ্যই খেয়াল রেখো।

**২. দিনেরবেলা নাকি রাত জেগে পড়াশোনা? কোনটা বেশি ভালো?**

পরামর্শ : দুটোরই কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনমেজাজ চাঙ্গা থাকে, তাই মনোযোগ ভালো হয়। প্রাকৃতিক আলোয় চোখের ওপর চাপ কম পড়ে। দিনে ক্লান্তিভাব কম আসে। আবার, রাতে চারপাশে নীরবতা থাকে। পড়াশোনায় ব্যাঘাত কম ঘটে। শান্ত পরিবেশে মনোযোগও ভালো হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। দিনে স্কুল, টিউশন সহ অন্য কাজের ফাঁকে ঘুমিয়ে নিতে পারলে রাত জেগে পড়াশোনা করা যেতেই পারে। তবে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে রাত না জাগা উচিত। নয়তো শরীর খারাপ হবে। সবশেষে একটাই কথা, নিজের সুবিধা নিজেকে বুঝে নিতে হবে আগে। তারপর মন আর শরীর যেদিকে সায় দেয়, সেটাই করা উচিত।

**৩. কলেজে এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছি। কিন্তু বাবা ভীষণ রাগি মানুষ। বাড়িতে জানাজানি হলে বিরাট ঝামেলা। কী করব?**

পরামর্শ : তুমি এখন কলেজে পড়ছ মানে পরিবারের সদস্যরা তোমার পড়াশোনা ও কেরিয়ার নিয়ে বেশি চিন্তিত। তবে প্রেম করা মানেই যে, ভুল সিদ্ধান্ত- তা তো নয়। তাই বাড়িতে জানানোর আগে, নিজে যাচাই করে নাও পছন্দের মানুষটি সঠিক কি না। যদি সঠিক না থাকে, তাহলে এখনই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। আর যদি মনে হয় সব ঠিকঠাক, তাহলে কোয়ি বাত নেহি।

এখনই সরাসরি বাবা-মাকে না জানিয়ে দাদা, বৌদি বা দিদিকে জানিয়ে রাখতে পারো। লেখাপড়াও জোরদার চলুক। পায়ের তলার মাটি শক্ত হলে মনে সাহস আসবে আপনাআপনি। যদি জীবনসঙ্গী বাছাই সঠিক হয় এবং দুজনের দায়িত্ববোধ ঠিক থাকে, তবে তো হ্যাপি এন্ডিংয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যদি হয়ও, তাহলে সামলে নেওয়া মুশকিল নয়। চ্যালেঞ্জ ছাড়া কী আর প্রেম হয় বস! *(তথ্য সহায়তা : শিবশংকর সূত্রধর)*

## ক্যাম্পাস কথা

*সভ্যসমাজ গড়তে।।*
*উন্নত ও আধুনিক ভারতবর্ষ গড়তে সভ্যসমাজ ও দক্ষ সরকারের কী ভূমিকা হওয়া উচিত, সেই নিয়ে আলোচনা হল সামসী কলেজে। কর্মশালার আয়োজক কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও ইন্ডিয়ান পলিটিকাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন। বিষয় ছিল, 'বিল্ডিং টুমরোজ ইন্ডিয়া ভিশন ২০৪৭ এ পাথওয়ে টু গুড গভর্ন্যান্স অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি'। আলোচকরা ব্যাখ্যা করেন, দেশ ও জাতি গঠনে সভ্যসমাজের ভূমিকা কেমন হতে পারে। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে চলার মধ্য দিয়েই যে ভারতবর্ষ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন তাঁরা। আলোচনা হয় দেশের নারীসুরক্ষা নিয়েও।*

*মৌমাছি পালন।।*
*পেশা হিসেবে মৌমাছি পালন ও তার নানা দিকের সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে পুরাতন মালদার গৌড় কলেজে কর্মশালা হয়েছে। সেখানে মৌমাছি পালনের মৌলিক বিষয়গুলো, মৌমাছি কলোনির গঠনতন্ত্র, এই ব্যবসায় খরচ, লাভ কেমন হতে পারে, সাবধানতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বক্তারা মৌমাছি পালনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। বিকল্প আয়ের দিশা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরাগায়নের (Pollination) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ওপর আলোকপাত করা হয়।*

*জেন-কথা।।*
*ব্রিটিশ লেখিকা জেন অস্টেনের লেখায় ফুটে ওঠা সংবেদনশীলতা, সামাজিক পরিমণ্ডল ও তার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হল মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের সেমিনারে। সেখানে ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দিনী ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত ভট্টাচার্য ও মালদা কলেজের অনুরাধা কুন্ডা প্রমুখ। পড়ুয়া অপূর্ব চক্রবর্তীর কথায়, 'জেন অস্টেনের উপন্যাসে দেওয়া বার্তা, আবেগ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলো বর্তমান যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক- তা নিয়ে আলোচনা হল।'*

*ফোটোগ্রাফির কর্মশালা।।*
*শুধুই কি গতে বাঁধা পড়াশোনায় মগ্ন থাকা? সঙ্গে চলুক প্যাশনকে শান দেওয়া। ক্যামেরার ক্লিকে জাদু দেখান অনেকেই। তাঁদের উৎসাহ দিতে ও বাকিদের সচেতন করতে চারদিনের ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড ফোটোগ্রাফির ওপর কর্মশালা হয়ে গেল মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে। কোন লেন্সের কী নাম ও কী কাজ, অ্যাপারচারের সংজ্ঞা, এসএলআর ক্যামেরার কোন কোন ফিচার কী কাজে লাগে ইত্যাদি ছাড়াও ছবি তোলার পর কীভাবে এডিট করলে সেটা আরও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে, ছবির সঙ্গে মানানসই এডিটিং, কালার অ্যাডজাস্ট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন আমন্ত্রিতরা। সেদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার অ্যান্ড এডিটর অর্ক চক্রবর্তী, ফোটোগ্রাফার জগৎপতি দাস, অধ্যাপক পৌলোমী ভাওয়াল ও প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়।*

## ক্যাম্পাস-কাহিনী

# প্রজাপতির পাখার রঙে মুগ্ধ পাপড়িরা

দামিনী সাহা

দুই মলাটের বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করানোর লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার শহরের দেবেন্দ্র শিশুশিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল প্রকৃতি-পাঠ ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ। রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম, প্রজাপতি উদ্যান আর কালচিনি লতাবাড়ির ইকো-ট্যুরিজম স্পট, এই তিনটি জায়গা গন্তব্য ছিল ৫০ জন পড়ুয়ার। তাদের সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছিলেন বেশ কয়েকজন অভিভাবকও। মূলত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নিয়েছিল।

রাজাভাতখাওয়ার প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে শিশুদের কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অনির্বাণ দেবনাথ বলছিল, 'অনেক বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর জীবাশ্ম দেখলাম এখানে। তার আগে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ভ্রূণ আর পাখির ডিম দেখেছি। বইয়ের পাতায় যেগুলো পড়েছি, সেসবের অনেক কিছুই চোখের সামনে ছিল।'

পরদিন ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছিল চতুর্থ শ্রেণির পরিধি সাহার গলায়। তার কথায়, 'ঘুরতে যাব শোনার পর থেকেই দিন গুনছিলাম। বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে সারাদিন কাটাব, রোজদিনের মতো পরপর ক্লাস করতে হবে না- ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছিল। স্যর-ম্যাডামরা সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন কোনটার কী নাম, কী গুরুত্ব।'

ঘুরে এসে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির পাপড়ি রায়ের।

- কেন মজা হয়নি?

- হয়েছে তো। কিন্তু এরপর তো চলে যেতে হবে অন্য স্কুলে। পরের বছর স্যর-ম্যাডামদের সঙ্গে আর বেড়াতে যেতে পারব না জন্যই খারাপ লাগছে।

প্রজাপতি উদ্যানে পৌঁছে প্রকৃতির রঙিন রূপে মুগ্ধ হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। স্কুলের কৌশিক স্যরের কাছ থেকে সে বুঝে নিয়েছে, লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি হওয়া পর্যন্ত তার জীবনচক্রের চারটি ধাপ সম্পর্কে। উদ্যান থেকে বেরোনোর সময় এরপর আবারও এখানে আসবে বলে সে 'টাটা' দিয়ে গেল একটি হালকা হলদে রঙের প্রজাপতিকে।

এই ভ্রমণের আরেকটি আকর্ষণ ছিল বইমেলা। ফেরার পথে ওরা আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত মেলায় ঢুকেছিল। স্টলে স্টলে গিয়ে বইয়ের সম্ভার দেখে অবাক হয়েছিল খুদেরা। তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া দিশানী দাসের আবদারে সঙ্গে আসা মা কিনে দিলেন 'একশো ভূতের বই' আর 'ঠাকুরমার ঝুলি'। আরও কেনার ইচ্ছে ছিল, বাধা দিয়েছিল সময়ের অভাব।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত দাসের বক্তব্য, 'শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরের শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। প্রকৃতির মাঝে গিয়ে হাতেকলমে দেখা ও শেখার সুযোগ পেলে পড়াশোনার বিষয় ছোটদের মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রকৃতি-পাঠ ও শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে ওরা ভীষণ আনন্দিত। পড়ুয়াদের জানার কৌতূহল দেখে আমারও ভালো লেগেছে।'

রাজু বিশ্বাস, সোমা সাহা পাল ও টুম্পা পোদ্দার রায়রা অভিভাবক। তাঁরা স্কুলের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। দিনশেষে বাস থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরার আগে 'থ্যাংক ইউ স্যর' বলতে ভোলেনি পাপড়ি-পরিধিরা।

বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন

আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

LIVE

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

# বড়দিনে দমবন্ধ শহরের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** সন্ধ্যা তখন সাড়ে আটটা। সেবক রোডজুড়ে গাড়ির লম্বা লাইন। এই যানজটে ছেলেকে নিয়ে আটকে পড়েছিলেন বিপ্লব দাস। বাইকে বসে থাকতে থাকতে ধৈর্য হারিয়ে রাগ দেখাচ্ছিল তাঁর বছর বারোর ছেলে সঞ্জয়। অধৈর্য হয়ে সঞ্জয় তার বাবাকে প্রশ্ন করে 'কখন পৌঁছাব মলে?' বিপ্লব তাঁর ছেলের প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ যানজটে আটকে তিনিও বিরক্ত। তবুও ছেলেকে শান্ত করতে তিনি বলেন, 'একটু ধৈর্য ধর বাবা। একটু পরেই আমরা মলে পৌঁছে যাব।'

হতাশা এবং অস্বস্তি ধরা পড়ল মাধুরী দাসের চোখেমুখেও। মায়ের সঙ্গে মাটিগাড়ার একটি মলে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল বছর চোদ্দোর মাধুরীর। যানজটে আটকে গলায় একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাধুরী তার মা অনী তাকে বলে, 'মা চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই। আর ভালো লাগছে না।'

বড়দিনে সকাল থেকেই রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় ছিল। কেউ ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, কেউ কেউ আবার যাচ্ছিলেন পিকনিক করতে। কিন্তু এই যানজটের ঠেলায় বৃহস্পতিবার সারাদিন শহরের রাস্তায় গাড়ি চলাচলের গতি শামুকের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। সন্ধের পর তো ট্রাফিকের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। হতাশ হয়ে সবাই বলা শুরু করে, এভাবে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যায় না। বড়দিন থেকেই শহরের রাস্তায় যানজটের পরিস্থিতি বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ফোর লেনের কাজ চলার কারণে রাস্তার একাংশ সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিছু আর করার নেই।' প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যদি ট্রাফিক পুলিশের কিছু করার না থাকে, তাহলে যানজটের সমস্যার সমাধান করবে কে?

*বড়দিনে যানজটে স্তব্ধ সেবক রোড। -সংবাদচিত্র*

এদিন সকাল থেকেই জাতীয় সড়ক এবং সংলগ্ন জংশন, চম্পাসারি রোড, চেকপোস্ট এলাকায় মানুষকে যানজটের কারণে ভোগান্তি পোহাতে হল। এদিন পিকনিক করার জন্য বেরিয়েছিলেন অরিন্দম রায় এবং বিশাল রায়। দুপুর একটার সময়েও তাঁরা যানজটে আটকে ছিলেন। চোখেমুখে হতাশা আর গলায় বিরক্তি নিয়ে অরিন্দম বলেন, 'পিকনিক স্পটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমরা গাড়িতেই রান্নাবান্না করে ফেলি। আর রাস্তায় বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিই।'

এদিন সন্ধেবেলা পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে চেকপোস্টে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল বিশ্বজিৎ পোদ্দারের। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'ভেবেছিলাম পরিবারের সবাই মিলে গিয়ে মলে ঘুরব। খাওয়াদাওয়া করব। কিন্তু যা অবস্থা এখন তো দেখছি পৌঁছানোর আগেই বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেল।'

যানজটের এই হাল যে সামনের এক সপ্তাহ ধরে চলবে তা বলাই বাহুল্য। এদিন সন্ধ্যায় শুক্রবারের ট্রাফিক বুলেটিনে পরিষ্কার করে বলা আছে শহরের মূল রাস্তাগুলোতে গাড়িঘোড়ার 'স্লো মুভমেন্ট' হতে পারে। শহরের বাসিন্দা ঋক দাসের কথায়, 'বছরের বাকি দিনগুলোতে যে গাড়িঘোড়ার স্লো মুভমেন্ট হবে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?' এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় সান্তাও জানেন না!

*বড়দিন উপলক্ষ্যে সূর্য সেন পার্কে ভিড়। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর*

# গুল্লোড়ে মাতোয়ারা

**শিলিগুড়িবাসী বরাবরই উৎসবপ্রিয়। উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে বাড়িতে মুখ গুঁজে বসে থাকা তাঁদের একেবারেই নাপসন্দ। ২৫ ডিসেম্বরেও সেই উৎসবের মেজাজ দেখা গেল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। ভিড় যেন কমলই না সারাদিন শপিং মল, পার্ক, বাজার, ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলোতে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** কথা ছিল, রাতে চুপিসারে মোজার মধ্যে উপহার রেখে যাবেন। সকালে তাঁর উপহার পাওয়া যাবে। কিন্তু সাতসকালেও কুয়াশামাখা রাজপথে এভাবে কয়েকশো সান্তার দেখা মিলবে, এমনটা কেউ ভাবেননি। তাদের কেউ খুদে, কেউ আবার বুড়ো। গন্তব্য প্রধাননগর, মাটিগাড়া, নৌকাঘাট সহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন চার্চ। ওদের জন্যই ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে উৎসব মোডে গোটা শহর।

শিলিগুড়িবাসী বরাবরই উৎসবপ্রিয়। উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে বাড়িতে মুখগুঁজে বসে থাকা তাদের একেবারেই না-পসন্দ। ২৫ ডিসেম্বরেও সেই উৎসবের মেজাজ দেখা গেল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। সারাদিন উৎসবমুখর হয়ে থাকল চার্চগুলো। ক্যারলের সুর তার আবহ তৈরি করে দিল। ভিড় যেন কমলই না সারাদিন। শুধু চার্চ কেন, শপিং মল, পার্ক, বাজার, রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই ক্রিসমাস মুডে মানুষজন।

বড়দিনে ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলোতেও এদিন জায়গা মেলা ছিল মুশকিল। চার্চ থেকে বেরিয়ে কোথাও তো বসে সময় কাটাতে হবে। নৌকাঘাটের চার্চ থেকে বেরিয়ে মিলনপল্লির একটি ক্যাফেতে জমজমাট আড্ডা জমিয়েছিল রিম্পা-গার্গী-অনামিকা-সৌরভরা। ক্যাফেগুলোও ওদের জন্য এক্কেবারে বড়দিনের থিমে তারা, আলো, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি। খাবারের অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে চলল ১ জানুয়ারির প্ল্যানিং।

*মায়ের সঙ্গে বাবার কোলে পার্কে খুদে সান্তা। ছবি : সূত্রধর*

সুভাষপল্লিতে লাল জুতো, লাল জামা, লাল টুপি পরে আঙুল দিয়ে বাবাকে ইশারায় ক্রিসমাস থিমের একটি কেক দেখাচ্ছিল সায়ন। পছন্দসই কেক বাবাও কিনেও নিলেন। বাড়িতে কেক কাটবেন? জিজ্ঞেস করতেই সায়নের বাবা বললেন, বাড়িতে ওর বন্ধুরা এসেছে। সবাই মিলে আজকের দিনে বাড়িতেই কেক কেটে খাওয়াদাওয়া করে আনন্দ করবে। এই ঠান্ডায় বাইরে আর কোথাও নিয়ে যাব না। তাই বাড়িতেই একটু আয়োজন করে দিয়েছি ওদের।

প্রধাননগরের চার্চের বাইরে সন্ধ্যায় যেন পা রাখাই দায়। দারুণ সাজানো চার্চের বাইরে দাঁড়ালেই পিছনের লোকজন ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দেবেন, এমন অবস্থা। সেখানেই গিয়েছিল একদল তরুণ-তরুণী। তাঁদের মধ্যে ঈশান বললেন, 'বড়দিনে চার্চে আসব না, সেটা কখনও হয়? যে কোনও উৎসবেই মজা করতে ভালোবাসি। ভালো ভালো ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেব। এখান থেকে ফেরার পথে কেক কিনব। বাঘা যতীন পার্কে কেক কেটে সবাই খাব। প্রতিবছরই বড়দিনটা এভাবেই কাটাই। আমার অফিস এখন টানা সাতদিন ছুটি। নতুন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত চুটিয়ে মজা করব।'

সিকিম থেকে এসেছেন অরুণা ছেত্রী। সূর্য সেন পার্কে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। খুশির সুর তাঁর গলায়, 'পার্কের মেজাজটাই আজ অন্যরকম। এখান থেকে বেরিয়ে শপিং মলে যাব। সেখানেও একটা ক্রিসমাস ভাইব রয়েছে। আমার পরিচিতরা ওখানে আছে। সবাই একসঙ্গে আড্ডা দেব।'

রঙিন আলোয় উৎসবের মেজাজে বছরের শেষবেলা কাটাচ্ছেন শহরবাসী। এই সাতদিন একফোঁটা সময় নষ্ট করতে চাইছেন না কেউ। বলছেন, বছরের শেষটা এমন ভালো হলে নতুন বছরের শুরুটাও ভালো হবে।

**আনন্দের সাতদিন**

- শহরের ক্যাফেগুলোও তারা, আলো, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে এক্কেবারে বড়দিনের থিমে সেজেছিল
- শপিং মলগুলোতেও ব্যবসার মূল টার্গেট ছিলেন নতুন প্রজন্মের গ্রাহকরা
- বড়দিনে বোঝা গেল উৎসবের মেজাজে বছরের শেষবেলা কাটাচ্ছেন শহরবাসী
- ক্রিসমাস থেকে সাতদিন একফোঁটা সময় নষ্ট করতে চাইছেন না কেউ

**গভীর রাতে পানশালা খোলা রাখায় প্রশ্ন**

# উৎসবে দুর্ঘটনা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** ক্রিসমাসের আগের রাতেই সেবক রোডে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। দ্রুতগতিতে চলা সিকিম নম্বরের গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারল একটি অটোয়। এরপর সেই গাড়ি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে রাস্তায় উলটে গেল। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অটোচালক। বছরের শেষ সপ্তাহে রাত তিনটে পর্যন্ত পাবগুলি খোলা থাকার অনুমতিকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আগেই তৈরি হয়েছিল। বুধবার গভীর রাতের দুর্ঘটনায় সেই আশঙ্কায় সিলমোহর পড়ল।

ঘটনা ঘটার পরেই গাড়ির ভেতরে থাকা দুজন পালিয়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে সৌরভ গর্গ নামের একজন আছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বছরের শেষ সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে সেবক রোড সহ শহরের অন্য রাস্তাগুলিতে গভীর রাত পর্যন্ত নজরদারি চালানো না হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী সামসুদ্দিন আহমেদের অবশ্য দাবি, 'আমাদের নজরদারি থাকছে।'

শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় চলতি মাসের গভীর রাতে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে সেবক রোড থেকে একেবারে বেঙ্গল সাফারি পর্যন্ত রাস্তায়। চলতি সপ্তাহেই গভীর রাতে বেপরোয়া গতিতে চলা বেঙ্গল সাফারি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারানোয় জার্মানি থেকে শহরে আসা এক বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। চলতি মাসে ওই রাস্তাতেই আরও একটি দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। ওই তিনজন একে অপরের আত্মীয় পরিজন। বিয়ের সূত্রে আসা ওই পরিবার গভীর রাতে সিকিমে ফিরতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এছাড়াও রাত গভীর হতেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ওই গোটা রাস্তায় লেগেই রয়েছে। এর ওপর বছরের শেষে রাত তিনটে পর্যন্ত পাব খোলা থাকায় আশঙ্কা আরও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। পাবগুলির অধিকাংশই রয়েছে এই সেবক রোডে।

*রাতের দুর্ঘটনায় পড়া অটো এবং গাড়ি। -সংবাদচিত্র*

বুধবার রাতে গাড়ির ধাক্কায় আহত টোটোচালক রাজু দাস বলেন, 'রাত দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে। আমি এক যাত্রীকে নিয়ে পায়েল মোড় থেকে চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি হোটেলে আসছিলাম। পেছন থেকে ওই গাড়িটি এসে সজোরে ধাক্কা মারে। আমার টোটো রাস্তার পাশে থাকা পোলগুলোতে গিয়ে ধাক্কা মারে। এরপর যাত্রী ও আমি, দুইজনেই ছিটকে যাই।'

গাড়িটি এরপর ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ঘটনার পরে খবর যায় ভক্তিনগর থানায়। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এসে ওই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে। যদিও ততক্ষণে গাড়িতে থাকা দুজন পালিয়ে যায়। গতবছরেও সেবক রোডে অতিরিক্ত গতিতে চলা সেবক রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যাওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এমনকি রাস্তার পাশে পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা এক তরুণকে নিয়ন্ত্রণহীন একটি গাড়ি ধাক্কা মারায় ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়ায় ট্রাফিকের তরফে একাধিক উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। যদিও সময় গড়াতেই সেই উদ্যোগ থিতিয়ে পড়ে।

## পাইপ বসাতে রাস্তা খোঁড়ায় বাড়ছে বিপদ

**বাগডোগরা, ২৫ ডিসেম্বর :** বাড়ি বাড়ি পিএইচইর জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল। তারপর কোনওরকমে মাটি ও বোল্ডার দিয়ে রাস্তা বোজানো হয়। ফের মাসখানেক পর গ্যাসের পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়। কিন্তু আবারও সেই দায়সারাভাবে রাস্তা মেরামত করে ঠিকাদারি সংস্থা। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা।

এনিয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'লোয়ার বাগডোগরায় ১০ কিলোমিটার রাস্তায় ঠিকাদারি সংস্থাকে গ্যাসের পাইপ বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়। পাইপ বসানোর পরে তাদের রাস্তা মেরামত করে পূর্বের অবস্থায় করে দেওয়ার কথা। কিন্তু ওরা করছে না। জল জীবন মিশন প্রকল্পের বিল বকেয়া রয়েছে। এজন্য কাজের গতি কম। ফলে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। পিএইচই কোনও কথাই শোনে না।'

শুধু এই সমস্যাই নয়, এশিয়ান হাইওয়ে-২ রাস্তার ফুটপাথ দখল করে দীর্ঘদিন ধরে গ্যাসের পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে। এজন্য ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছে না। পথচলতি মানুষকে ঝুঁকি নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

পিএইচইর জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অর্ঘ্যদীপ সরকার বলেন, 'চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল চত্বরে পাম্পহাউস বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুনেছি ঠিকাদারের বিল বকেয়া থাকায় কাজ থমকে রয়েছে।'

গ্যাসের পাইপ বসানোর ঠিকাদার পিন্টু সিংয়ের বক্তব্য, 'আমরা গ্যাস মজুত রাখার জন্য বাগডোগরা রেলস্টেশনের পাশে জায়গা পেয়েছি। রেলের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। আশা করছি এক মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

**আজ শহরে**

- কলকাতার ওপেন উইন্ডো সোসাইটির উদ্যোগে সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন পার্থসারথি একলব্য, সুমন চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

## পথে দুর্গন্ধ

**ইসলামপুর, ২৫ ডিসেম্বর :** বড়দিন উপলক্ষ্যে নিউটাউন রোড সেজে উঠেছে। তবে সংলগ্ন পুর টার্মিনাসের দক্ষিণ দিক কার্যত অলিখিত শৌচাগার থাকায় ওই রাস্তায় দুর্গন্ধে মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে চলাচল করা কঠিন। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

# ক্রিসমাসে শুরু মহকুমা বইমেলা

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** 'ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার'- এই থিমে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। এই উপলক্ষ্যে এদিন বিকেলে বাঘা যতীন পার্ক থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। তবে সেই শোভাযাত্রায় ১০০ জনও ছিল কি না বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। কিছু পড়ুয়া, সাংস্কৃতিক জগতের কিছু মানুষ, সরকারি কর্মীরা ছাড়া আর সেভাবে নজরে আসেননি কেউ। শোভাযাত্রা শেষ করে বাঘা যতীন পার্কে ফিরে আসার সময় সেই সংখ্যাটা আরও কমে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩০ জন।

জেলা সহকারী গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী শোভাযাত্রা শুরুর আগেই বলছিলেন বড়দিনের অনুষ্ঠানে সবাই বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ত থাকায় লোক কম রয়েছে।

শোভাযাত্রার পর বইমেলার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। বইমেলা থেকে অর্পিতা সরকার বার্তা দেন- 'বইকে বন্ধু বানান, একাকিত্ব কষ্ট দেবে না।'

৭০টি স্টল নিয়ে শুরু হল শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, শোভা সুব্বা, অভয়া বসু সহ আরও অনেকে।

*বাঘা যতীন পার্কে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলার এক স্টলে খুদে পড়ুয়ারা।*

# সংস্কারের অভাবে বেহাল শিশু উদ্যান

**গৌতম চাকি**

**শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর :** শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগরে একটি শিশু উদ্যান দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ছোটদের খেলাধুলোর সামগ্রীগুলি ভেঙেচুরে একাকার হয়েছে, পার্কের জমি আগাছায় ভরে গিয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যায়ন, পরিবেশ, পার্ক ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বললেন, 'ওই উদ্যানটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুটি পর্যায়ে কাজ হবে। ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে।' শিশু উদ্যানটিকে নতুনভাবে সাজানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে শিশু উদ্যানটি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। দোলনা, স্লাইড সহ বিভিন্ন খেলনার অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এগুলি ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে অভিভাবকদের আশঙ্কা। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর এখানে নেশার আসর বসে। এই নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করেছে।

এলাকার বাসিন্দা দিবাকর চৌধুরী বলেন 'এই উদ্যানটি সংস্কার করা হলে এলাকার শিশুরা উপকৃত হবে। তবে সমস্যা মিটবে বলে শুধু আশ্বাসই মিলছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের সঙ্গে কথা বলা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এই শিশু উদ্যানটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

# নামমাত্র যাত্রীতে ছুটছে ভিস্টাডোম

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ২৫ ডিসেম্বর :** বড় দিনের উৎসবেও ভিস্টাডোমে আগ্রহ নেই পর্যটকদের। গত কয়েকদিনের রেলের টিকিট বুকিংয়ের তথ্যই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আর এমন পরিস্থিতির জেরে স্বাভাবিকভাবেই নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে চলা ভিস্টাডোমের নিয়মিত চলাচল নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। বুকিংয়ের হিসেব বলছে, বড়দিন থেকে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভিস্টাডোমের আসন অনেকাংশেই ফাঁকা থাকছে। এনজেপি থেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে ২৫-২৬ ডিসেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর-১



জানুয়ারিতে প্রায় ৬০ শতাংশ আসন বুক হলেও বাকি দিনগুলিতে টিকিট বুকিং প্রায় নেই। উলটোদিকে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে এনজেপি পর্যন্ত এই কয়েকদিনের ৪২টি আসনের মধ্যে প্রায় ৩০টিই খালি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় গত ১০ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিস্টাডোম বন্ধ রাখা হয়েছিল। বড়দিনের উৎসবের কথা মাথায় রেখেই ২১ ডিসেম্বর থেকে ফের তা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আসিফ আলি বলেন, 'বড়দিন ও বর্ষবরণের কথা মাথায় রেখে ভিস্টাডোম চালানো হচ্ছে। তবে যাত্রী কমে আসার বিষয়টি সত্যিই ভাবাচ্ছে।' এদিকে, পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ডুয়ার্সের পর্যটকদের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে ২৩ তারিখ নাগাদ সেই সংখ্যাটা বাড়ে। চিলাপাতা, জলদাপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গার হোটেল ও রিসর্টগুলিতে বড়দিন থেকে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো বুকিং রয়েছে।

এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন পুরোহিত বলেন, 'বড়দিনের মরশুমে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের হোটেল, রিসর্টে বুকিং রয়েছে। ভিস্টাডোমে যাত্রীভাড়া বেশি থাকায় পর্যটকদের বড় অংশ সড়কপথে যাতায়াত করছেন বলেই আমার ধারণা।' অন্যদিকে, বড়দিনে উৎসবে পর্যটকদের উপস্থিতির কথা মাথায় রেখেই ভিস্টাডোমের জৌলুস ফেরাতে চেয়েছিল রেলমন্ত্রক। বড়দিন ও বর্ষবরণ উৎসবে দক্ষিণবঙ্গ সহ বিভিন্ন জায়গার পর্যটকদের ডুয়ার্সে ভিড় করতে দেখা যায়। তবে কেন ভিস্টাডোমে পর্যটক কমছে তা জানতে বিষয়টি রেলকর্তারা খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও রুট বা সময় বদল করে ভিস্টাডোম চালানো হবে কি না সেই বিষয়ে রেলকর্তারা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

এই প্রসঙ্গে রতন চৌধুরী নামে দক্ষিণবঙ্গের এক পর্যটকের কথায়, 'বিভিন্ন সময় ডুয়ার্সে বেড়াতে এলেও ভিস্টাডোমে চড়া হয়নি। তাই এবার সপরিবারে ভিস্টাডোম টিকিট কেটেছিলাম। তবে যাত্রীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে হাতেগোনা যাত্রী বুকিং করে।'

## পৃথিবীর পাঠশালা

### ইঁদুরের 'জট' বা র‍্যাট কিং



শুনতে রূপকথার মতো লাগলেও, 'র‍্যাট কিং' বা ইঁদুরের রাজা হল প্রকৃতির এক বীভৎস এবং বিরল ঘটনা। যখন অনেকগুলো ইঁদুরের লেজ একে অপরের সঙ্গে জট পাকিয়ে যায় এবং তারা আর আলাদা হতে পারে না, তখন তাকে র‍্যাট কিং বলা হয়।

সাধারণত শীতকালে যখন অনেক ইঁদুর গরমে থাকার জন্য গাদাগাদি করে থাকে, তখন তাদের লেজে লেগে থাকা রক্ত, আঠা বা মলের কারণে লেজগুলো আটকে যায়। এরপর তারা যত ছাড়ানোর চেষ্টা করে, গিঁট তত শক্ত হয়। এই অবস্থায় তারা একসঙ্গে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয় এবং শেষমেশ না খেতে পেয়ে বা সংক্রমণে মারা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে র‍্যাট কিং দেখতে পাওয়াকে প্লেগ বা মহামারির অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা হত। বর্তমানে কয়েকটি জাদুঘরে (যেমন ফ্রান্স ও জার্মানিতে) মমি করা 'র‍্যাট কিং' সংরক্ষিত আছে, যা দেখলে গা শিউরে ওঠে।

### যে বিস্ফোরণের গর্ত নেই



১৯০৮ সাল। রাশিয়ার সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা নদীর কাছে এক বিকট বিস্ফোরণ ঘটে, যা হিরোশিমার পারমাণবিক বোমার চেয়েও ১০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। এই বিস্ফোরণের প্রায় ২,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার ৮ কোটি গাছ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হল— কোথাও কোনও গর্ত বা ক্রেটার পাওয়া যায়নি!

এটি 'তুঙ্গুস্কা ইভেন্ট' নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটি একটি বিশাল উল্কা বা ধূমকেতু ছিল যা পৃথিবীর মাটিতে আঘাত করার আগেই মাঝআকাশে (প্রায় ৫-১০ কিমি ওপরে) বিস্ফোরিত হয়। ফলে বাতাসের চাপে গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেলেও মাটিতে গর্ত তৈরি হয়নি। যদি এই বিস্ফোরণটি কোনও জনবসতিপূর্ণ শহরের ওপর হত, তবে নিমেষেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত। আজও বিজ্ঞানীরা এই এলাকা নিয়ে গবেষণা করছেন, কারণ মহাকাশ থেকে ধেয়ে আসা বিপদ সম্পর্কে এটি আমাদের এক বড় সতর্কবার্তা।



### রহস্যময় ভৌতিক জাহাজ

সমুদ্রের বুকে ভেসে আছে আস্ত এক জাহাজ, অথচ ভেতরে জনপ্রাণী নেই। ১৮৭২ সালে আটলান্টিক মহাসাগরে পাওয়া 'মেরি সেলেস্ট' জাহাজের রহস্য আজও অমীমাংসিত।

জাহাজটি যখন উদ্ধার করা হয়, তখন দেখা যায়— সবকিছু পরিপাটি। নাবিকদের জামাকাপড়, খাবার, পানীয় জল— সব মজুত। এমনকি টেবিলে সকালের নাস্তাও সাজানো ছিল, যেন মানুষগুলো খেতে বসেই হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে। কোনও ধস্তাধস্তি বা আক্রমণের চিহ্ন নেই। জাহাজের লগবুক বা দিনপঞ্জিটি কেবল শেষ কয়েক দিনের ফাঁকা। নাবিকরা কি ভিনগ্রহের প্রাণীর কবলে পড়েছিল, নাকি কোনও সামুদ্রিক দানব তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল? নাকি বিদ্রোহ হয়েছিল? দেড়শো বছর পেরিয়ে গেলেও এই 'ঘোস্ট শিপ'-এর রহস্যের কিনারা করতে পারেননি বাঘা বাঘা গোয়েন্দারাও।

### 'মিস আনসিঙ্কেবল'

জাহাজডুবি মানেই নিশ্চিত মৃত্যুভয়। অথচ ভায়োলেট জেসপ নামের এক নার্স একবার বা দু'বার নয়, তিন-তিনবার ভয়ংকর জাহাজডুবি থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন! তাই ইতিহাস তাঁকে মনে রেখেছে 'মিস আনসিঙ্কেবল' নামে।

প্রথমে ১৯১১ সালে 'অলিম্পিক' জাহাজের দুর্ঘটনায় তিনি বেঁচে যান। এরপর ১৯১২ সালে তিনি সেই অভিশপ্ত 'টাইটানিক'-এ ছিলেন। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হলেও ভায়োলেট লাইফবোটের মাধ্যমে বেঁচে ফেরেন। আশ্চর্যের শেষ এখানেই নয়। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি 'ব্রিটানিক' জাহাজে নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেটিও মাইন বিস্ফোরণে ডুবে যায় এবং তিনি আবারও প্রাণে বেঁচে যান। যমরাজ যেন এই ভদ্রমহিলার কাছে বারবার হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাগ্যবতী নাকি অপয়া— তা নিয়ে তর্ক থাকলেও, তাঁর জীবনী হার মানাবে যে কোনও সিনেমাকে।



# পদ্মের যুব মোর্চা

*প্রথম পাতার পর*

ইতিমধ্যে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে রাজ্যে নির্বাচনি ইনচার্জ করেছে রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চা। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে দলের যুব সংগঠনের এলোমেলো পরিস্থিতি দলকে ভাবাচ্ছে। তাই দ্রুত যুব মোর্চারও নতুন কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক তথা সদ্য প্রাক্তন যুব সভাপতি অরিজিৎ দাসের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। যদিও বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রথীন্দ্র বসু বলেন, 'যুব মোর্চার কর্মসূচি হচ্ছে না, এমন কোনও বিষয় নেই। পথে না থাকলেও অভ্যন্তরে সংগঠনের কাজ হচ্ছে। আমাদের পার্টির নিয়ম অনুযায়ী, নতুন কমিটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো কমিটিই কাজ করবে। তাই এখন পুরোনো কমিটিই কাজ করছে।'

সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু তরুণকে খুনের ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পথে নেমেছে। প্রতিবাদ করছে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিও। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের মতো সংগঠনগুলি শিলিগুড়ি শহরে আন্দোলন করেছে। সেই কর্মসূচিগুলিতে বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যদের শামিল হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু পৃথকভাবে যুব মোর্চার ব্যানারে কোনও কর্মসূচি দেখা যায়নি।

এমনকি শহরের কোনও ঘটনাতেও ইদানীংকালে যুব মোর্চাকে পথে দেখা যাচ্ছে না। পুজোর আগে পর্যন্তও যেখানে যুব মোর্চার লাগাতার কর্মসূচি ছিল, সেখানে হঠাৎ করে কী এমন হল যে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। দলের একটা অংশ বলছে, কমিটি ভেঙে গিয়ে অ্যাড হক কমিটি চলছে, তাই এই পরিস্থিতি। আরেকটা অংশ বলছে, নতুন কমিটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পুরোনোরাই দায়িত্বে থাকেন। একদিকে মাদার কমিটিতে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অন্যদিকে যুব কমিটির বসে যাওয়া শিলিগুড়িতে বিজেপি নেতৃত্বকে ভাবাচ্ছে। তবে যুব মোর্চার এই কর্মী-সমর্থকরাই আবার হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মসূচিতে যাচ্ছেন। কুশপুতুল দাহ থেকে শুরু করে পথ অবরোধও করছেন। দলীয় কর্মসূচি না থাকলেও তাঁরা যে সক্রিয়, সেটা কাজের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিতে চাইছেন ওই যুব কর্মীরা। গত কয়েক মাসে শুধু এসআইআর নিয়ে অভ্যন্তরীণ বৈঠক ছাড়া যুব মোর্চার আর কোনও কর্মসূচি হয়নি বলেই দাবি দলীয় কর্মীদের একাংশের। তাই দ্রুত নতুন কমিটি গঠন করে আন্দোলনে না ফিরলে নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে মনে করছেন সংগঠনেরই অনেকে।

## পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে তর্জা দুই ফুলের

# বাংলাদেশি সন্দেহে খুন

নিউজ ব্যুরো

**২৫ ডিসেম্বর :** বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে সন্দেহ। আর সেই সন্দেহের জেরে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার সুতির বাসিন্দা জুয়েল রানাকে পিটিয়ে মেরেই ফেলল জনাকয়েক দুষ্কৃতী। সেইসঙ্গে মারধরে জখম হয়েছেন জুয়েলের দুই সঙ্গী পলাশ শেখ ও আমির শেখ। তাঁদের বাড়ি সুতির সাজুর মোড় এবং দিয়ার শোভাপুর এলাকায়। বুধবার রাতে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশায়। বৃহস্পতিবার বাড়িতে খবর এসে পৌঁছাতেই শোরগোল পড়ে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ওড়িশার স্থানীয় থানার পুলিশ।

সম্বলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমন্ত বারিক বলেছেন, 'একজন মারা গিয়েছেন এবং দুজনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

জুয়েলের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছর ধরেই শ্রমিকের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এর আগে অন্যান্য রাজ্যে কাজ করেছেন। মাত্র দিনচারেক আগে সুতি থেকে ওড়িশার সম্বলপুর এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এলাকার আরও কয়েকজন তরুণ। জুয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা মিলে ওড়িশার শান্তিনগর এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বুধবার রাতের খাওয়াদাওয়ার পর জুয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী দলবেঁধে জুয়েলদের ঘরের সামনে এসে হাজির হয়। তারা বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে জুয়েলদের পরিচয়পত্র



*মৃতের বাড়ির সামনে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।*

দেখতে চায়। তা নিয়ে তর্ক বাধে। সেখান থেকে মারপিট। অভিযোগ, জুয়েলকে এলোপাতাড়ি লাথি, ঘুসি সহ লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। তখন বেগতিক বুঝে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। পরে স্থানীয় পুলিশ জুয়েল এবং তাঁর সঙ্গীদের উদ্ধার করে সম্বলপুরের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জুয়েলকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এদিন ছেলের মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে এসে পৌঁছাতেই জুয়েলের মা নাজিমা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'ওরা বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করে আমার ছেলেকে পিটিয়ে খুন করেছে। এর বিচার চাই।' এদিন হাসপাতালে শুয়ে জখম পলাশ বলেন, 'আমার কাছেও আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হয়েছে। আমি সেটা দেখিয়েছিলাম। কিন্তু বাংলা বলায় ওদের সন্দেহ হয় আমরা বাংলাদেশি। তাই মারের হাত থেকে রক্ষা পাইনি।'

এদিকে, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠার পর মৃতের বাড়িতে যান সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস। বলেন, 'যেভাবে এই নিরীহ ছেলেটিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

এই ঘটনা নিয়ে ক্রমশ রাজনীতির পারদ চড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের সভাপতি সামিরুল ইসলাম তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ফের বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার। বিজেপি যে কত বাংলাবিদ্বেষী এবং বাংলাবিরোধী, তা দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে।'

এদিন কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা

> আমার কাছেও আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হয়েছে। আমি সেটা দেখিয়েছিলাম। কিন্তু বাংলা বলায় ওদের সন্দেহ হয় আমরা বাংলাদেশি। তাই মারের হাত থেকে রক্ষা পাইনি।
>
> **পলাশ শেখ** জখম পরিযায়ী

বলেন, 'ভিনরাজ্যে একের পর এক শ্রমিক বাংলা ভাষা বলার জন্য আক্রান্ত হচ্ছেন। এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের ন্যূনতম লজ্জা থাকলে তাঁরা আর বাঙালিদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করবেন না।' অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে, তাতে মানুষের সন্দেহ দানা বাঁধছে।'

# সব 'চা'-ই চা নয়

**নাগরাকাটা, ২৫ ডিসেম্বর :** বাণিজ্যিক স্বার্থে যে কোনও পণ্যকে ইচ্ছেমতো 'চা' বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় এফএসএসএআই জানিয়েছে, ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে তৈরি নয় এমন কোনও কিছুকেই চা বলা যাবে না। ইদানীং রুইবস (দক্ষিণ আফ্রিকা জাত একধরনের গুল্ম), কিছু ভেষজ এবং ফুল দিয়ে তৈরি পানীয়কে 'চা' বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সংস্থাটির তরফে জানানো হয়েছে। তবে কাংরা, গ্রিন টি এবং ইনস্ট্যান্ট টি-কে চা বলে মান্যতা দিয়েছে এফএসএসএআই। এফএসএসএআই জানিয়েছে, যে



পানীয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস ছাড়া অন্য কোনও উদ্ভিদ, ভেষজের সংমিশ্রণ বা ব্লেন্ডিং করে তৈরি করা হয়েছে সেইসব পানীয়র প্যাকেটে 'চা' শব্দটি কোনওভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। অনলাইনে ব্যবসা করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়টি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে এফএসএসএআই জানিয়েছে। সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'প্রথাগত চা-এর কোনও বিকল্প নেই। খুশিমতো যা কিছুকে চা বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।'

# বড়দিনে বাড়ি ফিরলেন বড় মেয়ে

**রায়গঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর :** আধার কার্ডের জেরে আঁধার ঘুচল এক পরিবারের। তিন বছর পর ফিরে পেলেন তাঁদের সন্তানকে। বড়দিনে বড় মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে চোখে জল ধরে রাখতে পারলেন না বাবা মূর্ত হাঁসদা।

প্রায় ৩ বছর আগে ঝাড়খণ্ডের জামতারা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন মূক ও বধির রেণু হাঁসদা। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। শেষপর্যন্ত তার ঠাঁই হয় পূর্ব বর্ধমানের একটি হোমে। সেখান থেকে বছরখানেক আগে তাঁকে রায়গঞ্জের মূক ও বধিরদের জন্য হোম সূর্যোদয়ে নিয়ে আসা হয়। ঠিকানা বোঝাতে পারেননি বলে বাড়িও ফেরানো যায়নি। মাসখানেক আগে মানবিক প্রকল্পের অধীনে ভাতার জন্য তাঁর আধার কার্ড বানানোর উদ্যোগ নেয় হোম কর্তৃপক্ষ। বায়োমেট্রিকের জন্য আঙুলের ছাপ দিতেই দেখা যায় আগে থেকেই সেই তরুণীর আধার কার্ড রয়েছে। এরপর আধার দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, রেণুর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের জামতারা এলাকায়।

তারপর স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুলিশের সহযোগিতায় জামতারার শিশুকল্যাণ সমিতি বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার পর তরুণীর বাড়ির লোককে বলা হয় মেয়েকে নিয়ে যেতে।

# অ্যাম্বুল্যান্স দাদা

*প্রথম পাতার পর*

তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিনা চিকিৎসায় কোনও মানুষের মৃত্যু হবে না। নিজের মোটর সাইকেলকে অ্যাম্বুল্যান্স বানিয়ে রাত-বিরেতে চেল নদী পার হয়ে কখনও মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, কখনও জলপাইগুড়িতে কত অসুস্থকে যে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন তার হিসাব নেই। এখনও সেই কাজ করে চলেছেন তিনি।

এসব কাহিনী সকলেরই প্রায় জানা। এর আগে বলিউডে করিমুলকে নিয়ে বায়োপিক হওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। একাধিকবার ধলাবাড়িতে তাঁর বাড়িতে পরিচালকরা এসেছিলেন। শুটিং শুরু হবার কথা থাকলেও করোনার কারণে সবকিছু পিছিয়ে যায়। এবার তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। করিমুলের স্বপ্ন ছিল, এলাকায় হাসপাতাল নির্মাণ করা যাতে চিকিৎসার অভাবে হতদরিদ্র মানুষগুলোকে মরতে না হয়। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে নিজের জমিতেই হাসপাতাল নির্মাণের কাজে হাত দেন। নিজের সঞ্চিত অর্থ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্যে তিলে তিলে হাসপাতাল নির্মাণের কাজে এগিয়েছেন। নিজের জন্মদিনে দেব বায়োপিকের নায়ক হিসেবে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে পোস্টার শেয়ার করেছেন। করিমুল বলেন, 'ছবি থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থ করিমুল হক মানব সেবাসদন সোসাইটির ফান্ডে যাবে। সমস্ত অর্থ গরিব-দুঃস্থদের কল্যাণে ব্যয় হবে। জানুয়ারি থেকে ছবির শুটিং শুরু হচ্ছে।' খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, ক্রিসমাসের রাতে ঘরে উপহার রেখে যান সান্তাক্লজ। মানুষের স্বপ্নপূরণ করেন সান্তা। দিনের পর দিন দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে করিমুল যেন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে সান্তাক্লজ। আর এবার বড়দিনে সেই সান্তার জন্যই উপহার এল।

# আই হ্যাভ এ প্ল্যান...

*প্রথম পাতার পর*

শীর্ষ নেতা ভারতকে বার্তা দিলেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রয়াত রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমানের বড় পুত্রের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে আবেগ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বিএনপি'র সমর্থক ছাড়াও অনেকে ভিড় করেছিলেন তাঁকে দেখতে। অন্তর্বর্তী সরকার তাঁর জন্য সেনা, বিজিবি ও পুলিশের কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিল। সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে একটি শব্দও ছিল না তারেকের ভাষণে। যদিও আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরের মানুষের সহাবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। ডাক দেন 'নিরাপদ বাংলাদেশ' গড়ে তোলার।

তাঁর ভাষায়, 'এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছেন, সমতলের মানুষ আছেন, তেমনই মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। আমরা চাই, সকলে মিলে এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে, যে দেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছি। আমরা এমন নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারী-পুরুষ বা শিশু যেই হোক ঘর থেকে বেরোলে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে।'

দেশজুড়ে অরাজকতার উল্লেখ ছিল তারেকের আধঘণ্টার ভাষণে। '২৪-এর আন্দোলনকে তিনি তুলনা করেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। কিন্তু মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বের উল্লেখ করেননি পর্যন্ত। জুলাই অভ্যুত্থানকে বৈধতা দিতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র বলেন, '১৯৭১-এর মতো ২০২৪-এও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল ছাত্র-যুব'র আন্দোলন। 'প্রিয় বাংলাদেশ' সম্বোধন করে ভাষণ শুরু করেন আওয়ামী লিগের পর দেশের সবচেয়ে বড় দলের শীর্ষ নেতা।

নিজের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আগে তিনি বলেন, 'আমরা দেশের শান্তি চাই। শান্তিশৃঙ্খলা ধরে রাখতে হবে, বিশৃঙ্খলা ত্যাগ করতে হবে। মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত ডায়ালগ হল- আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। যে পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে।' আওয়ামী লিগের জন্য তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু লিগ সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি।

তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বারবার বলে পরোক্ষে নিশানা করেছে শেখ হাসিনার জমানার 'স্বৈরাচার'-কে। আওয়ামী লিগকে স্বৈরাচারী বলে থাকে বিএনপি। অন্যদিকে, আধিপত্যবাদী শক্তির যে সমালোচনা তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, তা ভারতের বিরুদ্ধে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, বাংলাদেশে আধিপত্যবাদী বলতে ভারতকে বোঝায়। তারেকের ভাষায়, 'আধিপত্যবাদী শক্তিরা বিভিন্নভাবে সক্রিয় আছে। যে কোনও মূল্যে উসকানির মুখে শান্ত থাকতে হবে। আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে ও সতর্ক থাকতে হবে।'

'ভয়মুক্ত নিরাপদ ও নতুন বাংলাদেশ' গড়ার ডাক দিয়ে তারেক ছোটেন ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে অসুস্থ মা খালেদা জিয়াকে দেখতে। তাঁর আগে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে খালেদা-পুত্রকে বরণ করতে জনতার ঢল নামে। তাঁর সঙ্গে ফিরেছেন স্ত্রী জোবায়দা রহমান এবং পরিবারের পোষ্য বিড়াল 'জেবু'। বিমানবন্দর থেকে সংবর্ধনাস্থল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ছিল স্লোগান ও মিছিলে মুখর। সংবর্ধনা মঞ্চে আবেগতাড়িত গলায় তারেক বলেন, 'দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমার এই ফেরা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এটা জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রতীক।'

কয়েক স্তরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে ঢাকার রাস্তায় ভিড় জমান লাখো মানুষ। বিমানবন্দর থেকে সংবর্ধনা সভায় তারেক যান বিশেষ নকশা করা বাসে, যার গায়ে বড় অক্ষরে লেখা ছিল- 'সবার আগে বাংলাদেশ।' খালেদা-পুত্রের দেশে ফেরা কেবল বিএনপি কর্মীদের মধ্যে নয়, বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। একে 'আশার আলো' হিসাবে দেখছে এনসিপি।

দলের নেতা আখতার হোসেন বলেন, 'দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলেও আশঙ্কা ছিল, নির্বাচন আদৌ হবে কি না। তারেক এসে যাওয়ায় সন্দেহ কিছুটা হলেও দূর হল।' অন্য দলগুলিও ইতিবাচক বার্তাই দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামির আমির শফিকুর রহমান বলেন, 'দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্ধুকে ফের দেশে এবং রাজনীতিতে ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হচ্ছি।' তবে দেশের বর্তমান সংকটে রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে তারেকের ভূমিকার দিকে নজর থাকবে বলে জানিয়েছেন শফিকুর।

# শিলিগুড়িতে কিডন্যাপ গ্যাং!

*প্রথম পাতার পর*

এরপর সুদীপ্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে যাবতীয় তথ্য। পুলিশের বক্তব্য, সুদীপ্ত উমেশকে ঘোরানোর নাম করে বাইকে করে টিবি হাসপাতাল এলাকায় নিয়ে যান।

সেখানে আগে থেকে পরিকল্পনামাফিক চক্রের বাকি সদস্যরা তাঁদের ঘিরে ফেলেন। এরপর দুজনকে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়।

উমেশের বিশ্বাস ধরে রাখতে সুদীপ্তও ভয় পাওয়ার অভিনয় করতে থাকেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সুদীপ্ত, মৃণালের বিরুদ্ধে এর আগেও অপহরণ সহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা জানান, 'চক্রের বাকি সদস্যদের ধরার জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

# তারেক এসে দিচ্ছেন স্বস্তি, শুভেন্দু বাড়ান অস্বস্তি

*প্রথম পাতার পর*

কেন ১৬ মাসেও তারেকের ফেরার ব্যাপারে দরজা হাট করে খোলেনি। একটা ব্যাখ্যাই হতে পারে। ইউনূস যে জামায়াতে ও ছাত্রদের দ্বারা পরিবৃত্ত ছিলেন, তারা কখনও চায়নি, তারেক ফিরে আসুন। জানত, অঙ্ক পালটাবে তাহলে। এবং পালটাতে শুরু করেছেও।

তারেক ফেরা মানে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার দিন ফিরে আসা। যিনি জোরের সঙ্গে উড়িয়ে দিতে পারেন জামায়াতের বানানো তত্ত্বকথা। জামায়াতে নেতারা বলেছিলেন, 'আমাদের একবার অন্তত সরকার গড়তে সুযোগ দিন।' মুক্তিযোদ্ধার পুত্র তারেক বিদেশ থেকেই বলেছিলেন, 'ওরা তো '৭১ সালেই সুযোগটা পেয়েছিল। সেটা নষ্ট করেছে।'

আশা করা যাক, তারেক ফিরে আসায় বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশজুড়ে আবার মনোবল ফিরে পাবেন! ইউনূস জমানায় যাঁদের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে মারধর করাটাই নিয়ম ছিল। জামায়াতের হাতের পুতুল হয়ে থাকা ইউনূস ছিলেন নির্বিকার এক দর্শক। ঠিক যেমন মুজিবের বাড়ি বা প্রথম আলোর অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার সময় তিনি এক মূক ও বধিরের অভিনয় করেছেন বাংলাদেশে। এবং বড়দিনেই বাংলাদেশের কাগজ দেশ রূপান্তরের প্রথম পাতার খবর, এখন সব পার্টির ১২৭ বড় নেতার জীবন ঝুঁকির মধ্যে।

মঙ্গলবার যখন ঢাকার রাস্তায় ছায়ানটের শিল্পীরা দীর্ঘ লাইন দিয়ে একের পর এক রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লালন গান গাইছিলেন, তখন কেন জানি না বারবার চোখ ভরে জল আসছিল টিভিতে দেখে। আছে, আছে। খুনি ছিনতাইবাজ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার লোক এখনও বাংলাদেশে প্রচুর আছেন। যাঁরা বাংলাদেশে দীপু দাসের খুনিদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে পারেন স্লোগান দিতে দিতে। তাঁরা আজও গেয়ে উঠতে পারেন ঢাকার রাস্তায়, 'আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি।' যে গানটি লিখেছিলেন কলকাতার এক বাঙালি, যাঁর এবার শতবর্ষ চলছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন আলোর পথ দেখিয়েছিল। তারেকের নির্বাসন আরও অনেক দিনের। আশা করা যাক, তারেকের ফিরে আসা আরও নতুন আলোমাখা পথ দেখাবে।

দীর্ঘ বিদেশ প্রবাসী তারেক প্রতিহিংসার রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি, উগ্র দক্ষিণপন্থা থেকে উদ্ধার করবেন পদ্মাপারের সবুজ মাটিকে। সেখানে ফিরে আসবে গান, সাহিত্য, নাটক, সংস্কৃতি, সিনেমা এবং সবচেয়ে বড় কথা, উদার গণতন্ত্র। নারীদের স্বাধীনতা। ইউনূস ও জামায়াতে যুগলবন্দিতে যা মুছে যেতে বসেছিল আবেগময় শান্ত বাংলাদেশে।

তারেক বাংলাদেশে পা রাখার দিনই জাতীয় নাগরিক পার্টির নামী নেতা মীর আরশাদুল পার্টি ছেড়ে বেগম জিয়ার ছেলেকে সমর্থন করেছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ অনেক ছাত্র নেতা পা বাড়িয়ে রেখেছিলেন জামায়াতের দিকে। জামায়াতে-এনসিপি জোট হতে পারে দাবি করেছেন ছাত্র নেতা আবদুল কাদের। বুঝুন, ওপারের ছাত্রসমাজ কতটা প্রভাবিত মৌলবাদে।

সীমান্তের ওপারে যখন ভোটের খেলা চলছে, এপারেও চলছে সেই একই ছক। ভোট ভোট ভোট-- মানুষের জীবন, মানুষের শান্তির থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এই ব্যাপারটা। কিছু লোকের ক্ষেত্রে। আমাদের এই বাংলায় অধিকাংশ সীমান্তের ধারেকাছে নানা ধরনের প্রতিবাদ চলছে শুধু এই ভোট পাওয়ার তাগিদেই! নেতৃত্বে বেশির ভাগ জায়গায় বিজেপি বিধায়করা। লক্ষ্য একটাই— ভোটটা চাই। বাংলাদেশি মৌলবাদীরা যত ভারতবিদ্বেষী কথা বলবে, তত এদের লাভ। তারা ওটাই চায়। আরও বেশি কিছু হোক সীমান্তের ওপারে।

বাংলাদেশ এখন এমন স্পর্শকাতর একটা ইস্যু, যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী কোনও মন্তব্য করছেন না। এপারে কোন কথার কী মানে হবে ওপারে, কেউ জানে না। একটা শব্দের হেরফের হলেই ভারতবিদ্বেষে ডুবে থাকা দেশে আরও বড় বিপদ।

এই বাংলার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী সেটা জানেন বলে মনে হয় না। ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি এলোমেলো অনেক কিছুই বলে চলেছেন। যা কোনও বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিবিদের কাছে প্রত্যাশিত নয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী মোটেই শুভেন্দু অধিকারী নন। কিন্তু তিনিও দেখছি হিলি সীমান্তে শুভেন্দু-স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ হয়ে উঠছেন সস্তার রাজনীতিবিদ। যা বড় ভয়ংকর প্রবণতা।

পদ্মাপারে মুসলিম মৌলবাদীদের হাতের পুতুল ইউনূস, গঙ্গাপারে হিন্দু মৌলবাদীদের হাতের পুতুল শুভেন্দু। ক্ষমতা এবং ভোট ছাড়া কিছুই বোঝেন না। এই সময়টায় এই বাংলাদেশি ইস্যু নিয়ে শুভেন্দুর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর মন্তব্য করা উচিত ছিল না। যা মন্তব্য করতে পারেন আধা, সিকি নেতারা। মোদি, শা, রাজনাথের থেকে এই ইস্যুতে শুভেন্দু কোনও শিক্ষাই নেননি।

নয়াদিল্লি কিন্তু প্রশংসনীয়ভাবে চুপ। যা বলার বলছেন অফিসাররা। যা আসলে হওয়া উচিত। তেমনই প্রশংসনীয় চুপ নবান্ন। শুভেন্দুই বুঝছেন না, ছোট লাভের জন্য বড় ক্ষতি করছেন তিনি। দেশের ক্ষতি। ইতিমধ্যেই বিহারের নওয়াদার ভট্টা গ্রামে মেরে ফেলা হয়েছে এক মুসলিম ফেরিওয়ালাকে। ওড়িশায় সান্তাক্লজের লাল পোশাক বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাস্তায়। মধ্যপ্রদেশ, কেরলে আক্রান্ত হয়েছেন খ্রিস্টানরা। শুভেন্দু কি এসব জানেন না?

বাংলাদেশে এখন বিএনপি সমর্থকদের গলায় একটি স্লোগান অতি প্রচলিত— 'একটাই সুর একটাই গান, বাংলাদেশের প্রাণ, তারেক রহমান।' ঢাকায় প্রথম বক্তৃতায় তারেক বলেছেন, 'আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। এ দেশে পাহাড়ে-সমতলে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই আছে। আমরা নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।' যত এমন সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলবেন, অশিক্ষিত মৌলবাদীদের কথাবার্তা চাপা পড়বে। চাপা পড়বে পাকপন্থী বাংলাদেশিদের ভারতবিদ্বেষ। তারেক বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা ঢেকে দিতে পারেন। তবে ওপারে তাঁর আবির্ভাব স্বস্তি দিলেও শুভেন্দু অস্বস্তি জুগিয়ে চলেছেন এপারে।

### বিজয় হাজারে ট্রফিতে আজ ফের মাঠে রোকো

# বরোদার বিরুদ্ধে ছন্দ রক্ষার প্রতিজ্ঞা বাংলার

*বাংলা থিংকট্যাংকের মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফির পাটা উইকেট।*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** স্বপ্নের শুরু। এবার স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলার পালা।

বিদর্ভের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে গতকালই নয়া নজির গড়েছে টিম বাংলা। বিজয় হাজারে ট্রফির আসরে এবার এগিয়ে চলার পালা অভিমন্যু ঈশ্বরণদের।

শুক্রবার এসসিএ স্টেডিয়ামে বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচ বাংলার। প্রতিপক্ষ বরোদা। ক্রুণাল পান্ডিয়ার দলের বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলার সাম্প্রতিক রেকর্ড দুর্দান্ত। কিছুদিন আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র আসরেও বরোদাকে হারিয়েছিল বাংলা। ফর্ম্যাট বদলে গেলেও সেই ম্যাচের পুনরাবৃত্তি চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় এসেছে। শুরুটা ভালো হয়েছে। এবার এগিয়ে চলার পালা। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ছন্দ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই মূল লক্ষ্য আমাদের।’

> আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা পারব। সেটাই করে দেখিয়েছে শাহবাজ-আকাশ। কাল দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।
>
> - অভিমন্যু ঈশ্বরণ

বিদর্ভের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৩৮২ রান তাড়া করে জিতেছে বাংলা। দলের সবাই সাফল্যে অবদান রেখেছেন। প্রথম একাদশে বদলের পরিকল্পনা নেই বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। ঠিক যে ইনটেন্ট নিয়ে গতকালের ম্যাচ খেলেছে দল, সেভাবেই কাল বরোদার বিরুদ্ধে নামতে চাইছেন কোচ লক্ষ্মীরতন। তাঁর কথায়, ‘পথ চলার এখনও অনেক বাকি। আমাদের দল হিসেবে আরও ধারাবাহিক হয়ে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’ অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ অনেকদিনই বাংলা দলের এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে হাজির। চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকে চলতি মরশুমে স্বপ্নের ফর্মে তিনি। গতকালের ম্যাচেও সেরা হয়েছেন শাহবাজ। সঙ্গে ব্যাট হাতে আকাশ দীপের ছন্দ চমকে দিয়েছে অনেককেই। তাছাড়া আধুনিক ক্রিকেটে ব্যাটার বা বোলার, নির্দিষ্ট বেড়াজালে ঢুকে পড়লে চলবে না। অলরাউন্ড দক্ষতা দেখাতে হবে। সেভাবেই সফল আকাশ। বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু বলছিলেন, ‘আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা পারব। সেটাই করে দেখিয়েছে শাহবাজ-আকাশ। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।’

বরোদা দলে রয়েছেন সর্বভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক পরিচিত মুখ। যদিও অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া আগামীকাল বাংলার বিরুদ্ধে খেলবেন কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। মুম্বইয়ে আজ বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে এক রেস্তোঁরায় নৈশভোজ সারতে গিয়েছিলেন হার্দিক। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বাংলা অবশ্য হার্দিকের থাকা, না থাকা নিয়ে একেবারেই ভাবতে রাজি নয়।

এদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফির মঞ্চে আগামীকাল ফের মাঠে নামতে চলেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। রোকো জুটির খেলা দেখার জন্য আসমুদ্রহিমাচলের আকুতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আগামীকাল দিল্লির হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা কোহলির। আর মুম্বইয়ের হয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলবেন হিটম্যান। উল্লেখ্য, রোকো আগেই জানিয়েছিলেন, বিজয় হাজারে ট্রফির দুইটি ম্যাচই খেলবেন তাঁরা।

*বেঙ্গালুরুতে বিরাট কোহলির খেলা দেখতে গাছে উঠে পড়লেন এক ভক্ত (বাঁয়ে)। রোহিত শর্মার পা ছুঁতে মাঠে ঢুকে পড়ল এক ভক্ত।*

### অর্জুনেও ব্রাত্য ক্রিকেট • নিশ্চিত হার্দিকের সম্মানপ্রাপ্তি

# খেলরত্নে নাম নেই স্মৃতি-জেমিমাদের

**নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর :** প্রথমবার দেশকে একদিনের বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। তবুও খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকায় নাম নেই হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানাদের। হকি তারকা হার্দিক সিংয়ের খেলরত্ন-প্রাপ্তি একরকম নিশ্চিত।

ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্য হরমনপ্রীত ও স্মৃতির নাম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় গগন নারাংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির বৈঠকে। তবুও কিছু সমস্যা থাকায় তাঁদের নাম অনুমোদন পায়নি। আসলে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পয়েন্টভিত্তিক কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে খেলরত্নের মতো সম্মানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটাই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তাবের উপর। তবে এবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও কোনও নাম প্রস্তাব করা হয়নি কমিটির কাছে। কাজেই এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য অনেকেই বোর্ডকে দুষছেন।

নির্বাচক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় হকি দলের সহঅধিনায়ক হার্দিক সিংয়ের ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হওয়া কেবলই সময়ের অপেক্ষা। তালিকায় দ্বিতীয় কোনও নাম না থাকায় তাঁর এই পুরস্কার-প্রাপ্তি কার্যত নিশ্চিত। ২৭ বছর বয়সি হার্দিক এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের জার্সিতে ১৬৪টি ম্যাচ খেলেছেন। খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধনরাজ পিল্লাই, সর্দার সিং, রানি রামপাল, পিআর শ্রীজেশ, মনপ্রীত সিং, হরমনপ্রীত সিংয়ের মতো তারকাদের সঙ্গে একই আসনে জায়গা করে নেবেন তিনি।

অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে ২৪ জনের নাম। সেখানেও কোনও ক্রিকেটারের নাম নেই। যা বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুনর্বিবেচনা করে কোনও ক্রিকেটারের নাম কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে অর্জুনের জন্য নিবাচিত করা হয় কিনা।

অর্জুনের দৌড়ে নেই কোনও ফুটবলারও। কিন্তু তালিকায় রয়েছেন তিন বঙ্গতনয়া। তাঁরা হলেন শুটার মেহুলি ঘোষ, টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং জিমনাস্ট প্রণতি নায়েক। এছাড়া তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম তেজস্বীন শংকর, বিদিত গুজরাটি, দিব্যা দেশমুখ, গায়ত্রী গোপীচাঁদ প্রমুখ।

## জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখছেন সুস্মিতা

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর :** বয়স এখন ত্রিশের কোটায়। কিন্তু এখনও জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন পিছু ছাড়েনি।

সদ্য সমাপ্ত মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে একটাও গোল হজম না করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দলের জমাটি রক্ষণ প্রশংসা কুড়িয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের। সেই রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ কালিম্পংয়ের ফুটবলার সুস্মিতা লেপচা। আগামী বছর ৩০-এ পা রাখতে চলা এই ফুটবলার এখনও স্বপ্ন দেখছেন দেশের প্রতিনিধিত্ব করার।

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কন্যাশ্রী কাপ, মহিলাদের জাতীয় লিগ (আইডব্লিউএল) এবং সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন সুস্মিতা। কিন্তু এখানেই থেমে থাকতে চান না তিনি। পরবর্তী লক্ষ্য জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানো। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে সুস্মিতা বলছিলেন, ‘সবাই জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। আমি জাতীয় দলে খেলতে চাই। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেলে কোচকে কখনোই হতাশ করব না।’

### ক্রিসপিনের নজরে উত্তরের এই ফুটবলার

*ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে ভরসা দিচ্ছেন সুস্মিতা লেপচা।*

ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্ড্রুজও মনে করেন সুস্মিতার জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া উচিত। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছিলেন, ‘সুস্মিতা দুর্দান্ত ফুটবলার এবং অত্যন্ত সৎচরিত্রের মানুষ। ওর কেরিয়ারের গ্রোথ অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সুস্মিতা ২০-২১ বছরের ফুটবলারদের মতোই পারফরমেন্স করে চলেছে। আমি মনে করি, জাতীয় দলে সুস্মিতার থাকা উচিত। ও দেশের হয়ে খেলার যোগ্য।’

ইতিমধ্যে সুস্মিতার পারফরমেন্স কিন্তু নজর কেড়েছে জাতীয় দলের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রীর। বুধবার ইস্টবেঙ্গল বনাম সেতু এফসি-র ম্যাচ দেখতে এসে তিনি বলে যান, ‘সুস্মিতার খেলা প্রথমবার মাঠে বসে দেখলাম। ও সত্যি খুব ভালো খেলেছে। এই রকম যারা পারফরমেন্স করছে, তাদের জাতীয় শিবিরে ডাকার ভাবনা রয়েছে।’

কেরিয়ারের শুরুতে সুস্মিতা কিন্তু উইঙ্গার ছিলেন। তবে দরকার পড়লে কখনো-কখনো ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কিংবা সাইডব্যাক পজিশনে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে সুস্মিতাকে পাকাপাকিভাবে লেফট ব্যাক পজিশনে নিয়ে আসেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্ড্রুজ। নতুন পজিশনে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের এই ফুটবলার। তবে নিজের অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য কোচ ও সতীর্থদের কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। সুস্মিতা বলেছেন, ‘কোচ আমার উপর ভরসা রেখেছেন। দলের সতীর্থদের সঙ্গে আমার দারুণ বোঝাপড়া রয়েছে। ফলে নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি।’ আপাতত জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন সুস্মিতা।

### আনন্দের বিপক্ষে খেলা প্রসঙ্গে গুকেশ

# ‘ঈশ্বরের সঙ্গেই যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা’

**মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর :** সম্পর্কটা গুরু-শিষ্যের? নাকি ঈশ্বর আর তাঁর এক একনিষ্ঠ অনুরাগীর!

ডোম্মারাজু গুকেশ আর বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারত তথা দাবা বিশ্বের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। সম্প্রতি মুম্বইতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল চেস লিগে লড়েছেন একে অপরের বিরুদ্ধে।

প্রথম ম্যাচ হেরে যান গুকেশ। পরেরটি ড্র করেন। এরপর তৃতীয় ম্যাচে র‍্যাপিডে হারলেও আনন্দের বিপক্ষে ব্লিৎজে ড্র করেন ভারতের তরুণ দাবাড়ু। ম্যাচ শেষে এক সাক্ষাৎকারে আনন্দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছেন গুকেশ। তাঁর কথায়, ‘ভিশি স্যারের বিরুদ্ধে খেলা বেশ কঠিন। আমার কাছে এই অনুভূতিটা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাই ওঁর বিপক্ষে খেলার সময় জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাতক মানসিকতা নিজের মধ্যে থেকে বের করে আনা কঠিন হয়ে যায়।’

গুকেশ আরও বলেছেন, ‘ভিশি স্যার খুব দ্রুত একই সঙ্গে ধারালো চাল খেলেন। গেমের বেশ কিছু মুহূর্তে জয়ের সুযোগ ছিল আমার সামনে। কিন্তু আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। যে কারণে চাল দিতে দেরি হয়। তারই খেসারত দিতে হয়েছে। আসলে ব্লিৎজে সবকিছু খুব দ্রুত পালটে যায়।’ নতুন বছরের শুরুতে আরও একবার মুখোমুখি হবেন ‘গুরু-শিষ্য’। তাও আবার কলকাতায়। দীর্ঘ ছয় বছর পর এবার খেলোয়াড় হিসাবে টাটা স্টিল দাবায় আনন্দের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে। সেখানেই সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের মুখোমুখি হবেন তিনি। সেই দ্বৈরথই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে।

*গ্লোবাল চেস লিগে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে সেলফিতে ডোম্মারাজু গুকেশ।*

# আজ জিতে সিরিজ জয় লক্ষ্য হরমনপ্রীতদের

**তিরুবনন্তপুরম, ২৫ ডিসেম্বর :** বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম সিরিজ। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। ফলস্বরূপ টানা দুইটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হরমনপ্রীত কাউরের ভারত। শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচ জিতে কাজ শেষ করতে চাইবেন জেমিমা রডরিগেজরা।

দুই ম্যাচেই টপ অর্ডারের দাপটে অনায়াসেই রান তাড়া করে ম্যাচ জেতে ভারত। প্রথম ম্যাচে ৪৪ বলে অপরাজিত ৬৯ রান করে দায়িত্ব নেন জেমিমা। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৪ বলে অপরাজিত ৬৯ রানের ইনিংসে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শেফালি ভার্মা। দলের বোলিংও ছিল সমান ধারালো। দুই ম্যাচেই শ্রীলঙ্কাকে ১৩০ রানের মধ্যে বেঁধে রাখেন ক্রান্তি গৌড়রা। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণি, বৈষ্ণবী শর্মারা। এমনকি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মার অনুপস্থিতিতেও সমস্যা হয়নি ভারতের। দ্বিতীয় ম্যাচে দীপ্তির জায়গায় দলে ঢুকে অসাধারণ পারফরমেন্স দেখান স্নেহ রানা। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১১ রান দিয়ে ১ উইকেট তুলে নেন তিনি। ফিল্ডিং নিয়েও বিশেষ চিন্তা নেই ভারতীয় শিবিরে। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয়টিতেও তিনটি দুরন্ত রানআউট করেন স্মৃতি মান্ধানারা।

**ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা**
**তৃতীয় টি২০ আজ**
**সময় :** সন্ধ্যা ৭টা
**স্থান :** তিরুবনন্তপুরম
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

*বড়দিনের বিশেষ সাজে শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীত কাউর ও হার্লিং দেওল।*

অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাগ থেকে এবার কেরলের তিরুবনন্তপুরম। ভারত-শ্রীলঙ্কা মহিলাদের ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের শেষ তিনটি ম্যাচ হবে তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে। কেন্দ্র বদলের সঙ্গে ম্যাচের ফলাফলেও পরিবর্তন চাইবে শ্রীলঙ্কা। ভালো শুরু করেও মাঝে উইকেট হারিয়ে তারা রানের গতি বাড়াতে পারেনি। দুই ম্যাচেই দেখা গিয়েছে একই ছবি। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ২৪ রানে ৬ উইকেট হারায়। তরুণ শ্রীলঙ্কা দল স্পষ্টতই এঁটে উঠতে পারছে না বিশ্বজয়ীদের সঙ্গে। তবে আগামী বছর জুনের টি২০ বিশ্বকাপের আগে ভারত সফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে শ্রীলঙ্কার।

রনবল ও বাজবল।। *প্রস্তুতির মাঝে হালকা মেজাজে অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ও ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম (বাঁয়ে)। মেলবোর্নের পিচ পরীক্ষায় স্টিভেন স্মিথ।*

# মিরাকলের আশায় ইংল্যান্ড, অল পেস অ্যাটাকে নামছে অজিরা

**মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বর :** ক্রিসমাসের মেজাজে গোটা বিশ্ব। উৎসবের পরিবেশ চারদিকে। এরমধ্যেই শুক্রবার বক্সিং ডে টেস্টে মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। যেখানে অল পেস অ্যাটাক দিয়ে চলতি অ্যাসেজে ইংল্যান্ডকে চতুর্থবার ঘায়েল করার চেষ্টায় অজিরা। যাদের চোখ রয়েছে হোয়াইটওয়াশে। সেখানে ইতিমধ্যেই সিরিজ হেরে যাওয়া ইংল্যান্ড শিবির আশায় ক্রিসমাস মিরাকলের।

বক্সিং ডে টেস্টে বল গড়ানোর ৪৮ ঘণ্টা আগে বুধবারই প্রথম একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। ওলি পোপ ও জোফ্রা আর্চারের বদলে দলে এসেছেন জেকব বেথেল এবং গাস অ্যাটকিনসন। মেলবোর্ন টেস্টের জন্য বৃহস্পতিবার এগারো নয়, বরং ১২ জনের নাম ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে যাওয়া নাথান লায়োনের বদলে স্কোয়াডে এসেছিলেন অফস্পিনার টড মার্ফি। কিন্তু তাঁকে ১২ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। ফলে মেলবোর্নের সবুজ পিচে (বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১০ মিলিমিটার ঘাস রয়েছে বাইশ গজে) অল পেস অ্যাটাক নিয়ে দুমড়ে যাওয়া বেন স্টোকস ব্রিগেডের পরীক্ষা নিতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া। যারমধ্যে মিচেল স্টার্ক অটোমেটিক চয়েস। প্যাট কামিন্স ও জোশ হ্যাজেলউড না থাকায় দ্বিতীয় পেসার হিসেবে স্কট বোল্যান্ডও জায়গা ধরে রাখবেন। তৃতীয় পেসারের তালিকায় রয়েছেন ঝেই রিচার্ডসন, মাইকেল নেসের ও ব্রেন্ডান ডগেট। চলতি অ্যাসেজে তৃতীয়বার অধিনায়কত্ব করতে চলা স্টিভেন স্মিথ জানিয়েছেন, শুক্রবার টসের আগে প্রথম এগারো চূড়ান্ত করবেন। সেক্ষেত্রে চার বছর পর টেস্টে দেখা যেতে পারে রিচার্ডসনকে।

বাদ পড়েছেন জোশ ইনগ্লিসও। তাঁর বদলে সাত নম্বরে নামবেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। অ্যাডিলেডে দুই ইনিংসেই রান পাওয়ায় জায়গা ধরে রেখেছেন উসমান খোয়াজা। স্মিথ ফেরায় তিনি পাঁচে নামবেন। জেক ওয়েদারাল্ড-ট্রাভিস হেডের ওপেনিং জুটির উপরই ভরসা রাখতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। পেস সর্বস্ব বোলিং অ্যাটাক নিয়ে এদিন স্মিথ বলেছেন, ‘পেসারদের জন্য এই পিচে ভালো সাহায্য রয়েছে। আজ আকাশ মেঘলা ছিল। শুক্রবারও তাই থাকবে। আমার মনে হয়, পেসাররা অনেকবেশি মুভমেন্ট পাবে। অ্যাডিলেডের উইকেটে রাফ ছিল। লায়োন সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু মেলবোর্নের পিচ অন্যরকম লাগছে।’ তাই লায়োন থাকলেও আমি হয়তো পেস সর্বস্ব বোলিং অ্যাটাক বেছে নিতাম।’

**অ্যাসেজে আজ**
**অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড**
**চতুর্থ টেস্ট**
**সময় :** ভোর ৫টা, **স্থান :** মেলবোর্ন
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

> পেসারদের জন্য এই পিচে ভালো সাহায্য রয়েছে। আজ আকাশ মেঘলা ছিল। শুক্রবারও তাই থাকবে। আমার মনে হয়, পেসাররা অনেকবেশি মুভমেন্ট পাবে। অ্যাডিলেডের উইকেটে রাফ ছিল। লায়োন সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু মেলবোর্নের পিচ অন্যরকম লাগছে।
>
> স্টিভেন স্মিথ

লায়োনের উত্তরসূরি ধরা হচ্ছে ২৫ বছরের মার্ফিকে। তাঁর বাদ পড়া প্রসঙ্গে স্মিথ বলেছেন, ‘টডের স্কিল নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দুর্দান্ত বোলার। অতীতে টেস্ট জার্সিতে ভালো পারফর্ম করেছে। আশা করি জন্য এই পিচে ভালো সাহায্য রয়েছে। আজ আকাশ মেঘলা ছিল। শুক্রবারও তাই থাকবে। আমার মনে হয়, পেসাররা অনেকবেশি মুভমেন্ট পাবে। অ্যাডিলেডের উইকেটে রাফ ছিল। লায়োন সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু মেলবোর্নের পিচ অন্যরকম লাগছে। তাই লায়োন থাকলেও আমি হয়তো পেস সর্বস্ব বোলিং অ্যাটাক বেছে নিতাম।’

লায়োনের উত্তরসূরি ধরা হচ্ছে ২৫ বছরের মার্ফিকে। তাঁর বাদ পড়া প্রসঙ্গে স্মিথ বলেছেন, ‘টডের স্কিল নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দুর্দান্ত বোলার। অতীতে টেস্ট জার্সিতে ভালো পারফর্ম করেছে। আশা করি সিডনিতে নিউ ইয়ার্স টেস্টে ও খেলার সুযোগ পাবে।’

গত তিনটি ম্যাচে চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে একাধিক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ভাঙাচোরা অজিদের বিরুদ্ধেই মুখ থুবড়ে পড়েছে স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের সাধের ‘বাজবল’। জিওফ্রে বয়কট, মাইকেল ভন, নাসের হুসেনের মতো প্রাক্তনরা ‘ম্যাককুলাম হটাও’-এর দাবিতে সরব হয়েছেন। বাজবলের অ্যান্টিডোট হিসেবে অজিরা বার করেছে ‘রনবল।’ অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের ডাকনাম রোনাল্ড। সেই থেকেই এই রনবলের নামকরণ। যার অর্থ, স্মার্ট ক্রিকেট। এই রনবলের জবাব ইংল্যান্ড শিবির এখনও দিতে পারেনি। বক্সিং ডে টেস্টে বেন ডাকেট, জো রুটরা ‘সান্তাক্লজ’ হয়ে দলের জন্য উপহার হিসেবে জয় নিয়ে আসবেন-এমন স্বপ্ন অতিবড় ইংল্যান্ড সমর্থকও দেখছেন না। দলের জঘন্য পারফরমেন্স, ডাকেটের মদ্যপান নিয়ে বিতর্ককে মাথায় রেখে স্টোকসও মেনে নিয়েছেন, টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে তিনি সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। সিরিজ ইতিমধ্যে হেরে বসে থাকলেও বক্সিং ডে টেস্টে জয় দলের গুমোট পরিবেশে কিছুটা হলেও টাটকা বাতাস আনতে পারে। কিন্তু অজিরা কি সেই সুযোগ দেবেন?

# বড়দিনে ব্যাটিং প্রস্তুতিতে শ্রেয়স

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর : চোট পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেই চোট থেকে এখনও সেরে উঠতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার।

তবে সুখবর হল, তিনি নেটে ব্যাটিং শুরু করেছেন। গতকালের পর বৃহস্পতিবারও মুম্বইয়ে নেটে তাঁকে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। আজ ব্যাটিং চর্চার পর সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই আগামী কয়েকদিন থাকবেন টিম


ব্যাটিংয়ের আগে শারীরিক কসরতে শ্রেয়স আইয়ার।

## হাজির সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে

ইন্ডিয়ার একদিনের দলের সহ অধিনায়ক। সেখানে নেটে ব্যাটিংয়ের পাশে কিছু ডাক্তারি পরীক্ষাও হবে তাঁর। যদিও গতকাল অল্প সময়ের পর আজ মুম্বইয়ের নেটে অন্তত এক ঘণ্টা কোনওরকম অস্বস্তি ছাড়াই ব্যাটিং করেছেন শ্রেয়স। তাঁর ফিটনেসের অবস্থা এখন আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো। যদিও ঠিক কবে তিনি মাঠে ফিরবেন, শ্রেয়সকে দেখা যাবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে- স্পষ্ট নয় এখনও। মুম্বইয়ে শ্রেয়সের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া চোট থেকে অনেকটাই সেরে উঠেছেন তিনি। নতুন বছরের শুরুতেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

স্যর ডনের দেশে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় প্লীহায় চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, সিডনির হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন কাটাতে হয়েছিল শ্রেয়সকে। তবে সময়ের সঙ্গে তাঁর চোটের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রেয়স এখন অনেকটাই ফিট। নিয়মিত জিমও করছেন শেষ দশদিন ধরে। নেটে ব্যাটিংও শুরু করেছেন। আজ সন্ধ্যার পর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তিনি পৌঁছে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, শ্রেয়সের মাঠে ফিরতে আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফি, দিনকয়েক আগে ঘরের মাঠে শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে খেলতে না পারলেও নতুন বছরের শুরুতে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজের একদিনের ম্যাচে শ্রেয়সকে দেখা যায় কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

# ঝাড়খণ্ডের খেতাবের নেপথ্যে ধোনি !

রাঁচি, ২৫ ডিসেম্বর : তিনি দলের সঙ্গে ছিলেন না। মাঠেও কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। সরকারিভাবেও তিনি কোনও দায়িত্বেও নেই।

অথচ, তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনি না থেকেও রয়েছেন প্রবলভাবে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঝাড়খণ্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার। আর ঝাড়খণ্ডের সেই সাফল্যের নেপথ্যে আসল কারিগরের নাম মাহি। শুনে অবাক লাগতে পারে। মনে হতে পারে, ফাইনালে ঈশান কিষান শতরান না করলে ঝাড়খণ্ড চ্যাম্পিয়ন হত না। কিন্তু তারপরও ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেট সংসারের সর্বত্র মাহি।

> ধোনি কিংবদন্তি। আমরা ওকে অনুরোধ করেছিলাম ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটের সঙ্গে থাকার জন্য। সামনে থেকে কাজ করতে রাজি হয়নি ও। কিন্তু আড়ালে থেকে নিয়মিতভাবে রাজ্যের ক্রিকেট দলকে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছে। ওর পরামর্শ মেনেই আমরা সফল।
>
> - সৌরভ তিওয়ারি
> *ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার সচিব*

তিনি দলের কোচ ঠিক করে দিয়েছিলেন। তিনি ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের পারফরমেন্স নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেছিলেন। কোন ক্রিকেটারের কী সমস্যা, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান সচিব সৌরভ তিওয়ারি ও যুগ্ম সচিব শাহবাজ নাদিমরা দায়িত্বে আসার পরই বদলে গিয়েছে সেখানকার ক্রিকেট। তাঁরাই তাঁদের 'বন্ধু' ধোনিকে আড়ালে থেকে দলকে উৎসাহ দিতে রাজি করিয়েছিলেন। রাঁচিতে আজ এক অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করে ধোনিকে টেনে এনেছেন সৌরভ। ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার সচিব বলেছেন, 'ধোনি কিংবদন্তি। ক্রিকেট মস্তিষ্ক অসাধারণ বললেও কম বলা হবে। আমরা ওকে অনুরোধ করেছিলাম ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটের সঙ্গে থাকার জন্য। সামনে থেকে কাজ করতে রাজি হয়নি ও। কিন্তু আড়ালে থেকে নিয়মিতভাবে রাজ্যের ক্রিকেট দলকে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছে। ওর পরামর্শ মেনেই আমরা সফল।'


প্রথমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জয়ের পর ঝাড়খণ্ড।

পরিসংখ্যান বলছে, দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া মুস্তাক আলির আসরে ১১টি ম্যাচের মধ্যে ১০টি ম্যাচ জিতেছিল ঝাড়খণ্ড। মরশুম শুরুর আগে ধোনির পরামর্শে দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল অখ্যাত রতন কুমারকে। তিনি নতুনভাবে দল তৈরি করেন। সৌরভের কথায়, 'মাহি কখনই সামনে আসেনি। আড়ালে থেকে আমাদের পরামর্শ দিয়েছে। আমরা ওর সব কথা মেনে এগিয়েছি সামনে। ফলও পেয়েছি।'

৪৫ বছর বয়সে বিয়ে করলেন ভেনাস উইলিয়ামস। পাত্র ইতালির অভিনেতা ও প্রযোজক আন্দ্রেয়া প্রেটি। ফ্লোরিডার পাম বিচে বিয়ের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দিদিকে বিয়ের জন্য সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সেরেনা।

# বুমরাহর সুগন্ধি প্রেমের রহস্য ফাঁস অক্ষরের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : বল হাতে তিনি কতটা নিখুঁত, ভয়ংকর, সবারই জানা। বর্তমান ক্রিকেটে ব্যাটারদের ত্রাসের নাম জসপ্রীত বুমরাহ। এহেন বুমরাহ বল হাতে যেমন নিখুঁত, ঠিক তেমনই সুগন্ধি বিচারেও তিনি সেরা। শুধু তাই নয়, টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এক সে বড়কর এক সুগন্ধি রয়েছে। কারণ, তিনি সুগন্ধিপ্রেমী।

বুমরাহর জীবনের এমনই এক অজানা দিকের সন্ধান আজ দিয়েছেন তাঁর সতীর্থ অক্ষর প্যাটেল। জানিয়েছেন, তিনি একা নন, টিম ইন্ডিয়ার অনেক সদস্যই সুগন্ধি কেনার ব্যাপারে নিয়মিত বুমরাহর পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বুমরাহর জীবনের নয়া দিক উন্মোচন করে সতীর্থ অক্ষর বলেছেন, 'জসসিভাইয়ের (বুমরাহকে ভারতীয় দলে এই নামেই ডাকা হয়) কাছে সুগন্ধির বিশাল সম্ভার রয়েছে। ও সুগন্ধি কিনতে, জমিয়ে রাখতে খুব পছন্দ করে। কোন সুগন্ধি কেমন, সামান্য গন্ধ শুঁকলেই ও বুঝতে পারে। আমি নিজে তো বটেই, আমাদের দলের অনেকেই সুগন্ধি কেনার আগে জসসিভাইয়ের পরামর্শ নেয়।'

> জসসিভাইয়ের (বুমরাহকে ভারতীয় দলে এই নামেই ডাকা হয়) কাছে সুগন্ধির বিশাল সম্ভার রয়েছে। ও সুগন্ধি কিনতে, জমিয়ে রাখতে খুব পছন্দ করে। কোন সুগন্ধি কেমন, সামান্য গন্ধ শুঁকলেই ও বুঝতে পারে। আমি নিজে তো বটেই, আমাদের দলের অনেকেই সুগন্ধি কেনার আগে জসসিভাইয়ের পরামর্শ নেয়।
>
> অক্ষর প্যাটেল

টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর পেসারের সুগন্ধিপ্রেম নিয়ে একটি মজার গল্পও শুনিয়েছেন অক্ষর। বোলিং পার্টনার মহম্মদ সিরাজকে একবার সুগন্ধি এনে দেবে বলেছিল বুমরাহ। তখন নয়াদিল্লিতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট চলছে। কোনও কারণে বুমরাহ ভুলে যায় বিষয়টা। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোমেল ওয়ারিকান জসসিভাইয়ের কাছে জানতে চায়, কোন সুগন্ধি ও ব্যবহার করে। নাম জানার পর সেই সুগন্ধি নিয়ে নিয়েছিল সিরাজ। অক্ষরের কথায়, 'জসসিভাই বরাবরই বড় মনের। সিরাজকে একবার সুগন্ধি এনে দেবে বলেছিল ও। পরে ভুলে যায়। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্টের সময় এক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার জসসিভাইয়ের কাছে জানতে চায়, ওর ব্যবহার করা সুগন্ধির নাম। কাছেই ছিল সিরাজ। নাম জানার পর ও সেই সুগন্ধি নিয়ে নেয়।' তিনি নিজেও বহুবার বুমরাহর থেকে সুগন্ধি নিয়ে ব্যবহার করেছেন বলেও স্বীকার করেছেন অক্ষর।


সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়ের জন্য ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবলারদের হাতে চেক তুলে দিলেন লাল-হলুদ কর্মকর্তারা।

**স্বপ্নভঙ্গের দিনের শপথ : ফাজিলা**

# চ্যাম্পিয়নদের সোনায় বরণ লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : সুপার কাপ ছাড়া গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ইস্টবেঙ্গল পুরুষ ফুটবল দলের ঝুলিতে জাতীয় স্তরের আর কোনও ট্রফিই নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রমীলাবাহিনীর লাগাতার সাফল্য যেন অক্সিজেন লাল-হলুদ শিবিরে। আর সেই সাফল্যের উদযাপনে উৎসবের মেজাজ ক্লাব তাঁবুতে। বৃহস্পতিবার বড়দিনের সন্ধ্যায় সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবজয়ীদের সোনায় বরণ করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারদের সংবর্ধিত করা হয় ক্লাবের তরফে। শতবর্ষের সোনার স্মারক মুদ্রা উপহার দেওয়া হয় সৌম্যা গুগুলথ, রেস্টি নানজিরিদের। ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় দলের হাতে। এই মরশুমে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ জিতলে উপহারস্বরূপ আরও বেশি পুরস্কারমূল্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া। তিনি ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাল-হলুদের হেড অফ ফুটবল থংবই সিংটো, সচিব রূপক সাহা সহ অন্য ক্লাব কর্তারা। ছিলেন বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি সন্দীপ আগরওয়াল।

সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের অধিনায়ক ফাজিলা ইকওয়াপুট। তিনি বলেছেন, 'এই ট্রফিটার জন্য আমরা সবাই মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলাম। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্বপ্নভঙ্গের দিনেই সাফ জয়ের শপথ নিয়েছিলাম। এবার আমাদের লক্ষ্য আইডব্লিউএল।' এদিকে, ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের সূচি নিয়ে এদিন একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। জানালেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে ২৭ ডিসেম্বরের ম্যাচ পিছোনোর আবেদন জানানো হয়েছে।

## জিতল রাজগঞ্জ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ ইস্টবেঙ্গল সাডেন ডেথে ৪-৩ গোলে ইউকেএফসি-কে হারিয়েছে। মিলন মোড় ফুটবল মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ইস্টবেঙ্গলের দেবজিৎ রায় ও ইউকেএফসি-র অশোক ভুজেল গোল করেন। শুক্রবার খেলবে তরঙ্গাবাড়ি এফসি ও এসএসবি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ,পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা জগবন্ধু বারিক - কে 23.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45G 66257 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ঠিক জানি না ডিয়ার লটারি আর নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য কোনো ভাষা যথেষ্ট হবে কিনা, কারণ ডিয়ার লটারি আমার মতো সাধারণ মানুষের জীবনকে এমন ভাবে বদলে দিয়েছে যা আমরা আগে কল্পনাও করতে পারিনি। এই সুযোগটা আমাকে দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারির কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ। এই পুরস্কারের অর্থ আমি খুবই বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# বিজয় হাজারের মান নিয়ে প্রশ্ন অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৫ ডিসেম্বর : একটা দল করছে ৫৭৪ রান। অপর দল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে ম্যাচ থেকে।

সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফির মঞ্চে গতকালই এমন দৃশ্য দেখে ফেলেছে দুনিয়া। বিহার বনাম অরুণাচলপ্রদেশের ম্যাচ নিয়ে এখনও আবেগে ডুবে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পাশে রয়েছে নানা রেকর্ডের ছড়াছড়িও।

কিন্তু কেন এমন হবে? কেন একটা দলের সঙ্গে তার প্রতিপক্ষ দলের ব্যবধান এত বেশি হবে? বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আজ বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতার মান নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনার বলেছেন, 'দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জন্য বৈভবকে অভিনন্দন। বিহারের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্যও শুভেচ্ছা। কিন্তু দুই দলের মধ্যে এমন ব্যবধান থাকলে ক্রিকেটের জন্য সমস্যা। আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতার সূচি তৈরির সময় এই ব্যাপারে বোর্ডকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।'

> বিহারের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্যও শুভেচ্ছা। কিন্তু দুই দলের মধ্যে এমন ব্যবধান থাকলে ক্রিকেটের জন্য সমস্যা। আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতার সূচি তৈরির সময় এই ব্যাপারে বোর্ডকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।
>
> রবিচন্দ্রন অশ্বীন

বিসিসিআই আগামীদিনে খেলার মান সঠিক রাখার পাশে প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণ করার জন্য কী পদক্ষেপ করবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ বিজয় হাজারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে হইচই ফেলে দিয়েছেন কিংবদন্তি অফস্পিনার। বিহার-অরুণাচল, দুই দলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের কথা উল্লেখ করার পাশে কেন রোকো জুটির ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন। দেশের দুই প্রান্তে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার হলে ভালো হত, মনে করছেন তিনি। যদিও সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। অশ্বীনের কথায়, 'বিজয় হাজারের কোন ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার হবে, অনেক আগে থেকেই হয়তো চূড়ান্ত হয়েছিল। রোহিত-কোহলিরা খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক পরে। বুঝতে পারছি সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তারপরও বলব, রোকোর খেলাই তো মানুষ দেখতে চায়। তাই ওদের ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার হলে ভালো হত।'

## তিনে উঠল হাওড়া-হুগলি

কল্যাণী, ২৫ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে বৃহস্পতিবার পয়েন্ট টেবিলে ৩ নম্বরে উঠে এসেছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। তারা ৩-২ গোলে জিতেছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র বিরুদ্ধে। ২৭ মিনিটে সাহিল হরিজন এগিয়ে দেন হাওড়া-হুগলিকে। যদিও




৬ মিনিটের মধ্যে বিপক্ষ ডিফেন্সের ভুলে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন কুইন্টানা গুরতুজার। ৪৪ মিনিটে কাঙ্গা ফ্রাঙ্ক উইলিয়াম ফের হাওড়া-হুগলিকে এগিয়ে দেন। ৫৭ মিনিটে খেলায় দ্বিতীয়বার সমতা ফেরান অঙ্কন ভট্টাচার্য। শেষলগ্নে পাওলো সিজারের গোলে জয় পায় হাওড়া-হুগলি।

## জিতে শুরু দাদাভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : অসমের শিবসাগরে আমন্ত্রণমূলক পূর্বাঞ্চলীয় মহিলাদের গ্রিফন চ্যালেঞ্জ ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল জন্য দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার তারা ৩৩ রানে গোলাঘাটকে হারিয়েছে। টসে জিতে দাদাভাই ২০ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। মর্জিনা খাতুন ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন। হ্যাপি সরকারের অবদান ৪৮। জবাবে গোলাঘাট ১৮.২ ওভারে ১২৪ রানে অল আউট হয়। প্রীতি ভদ্র ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা মর্জিনা (১২/২) ও হ্যাপি (৩১/২)। শুক্রবার বোকাখাটের বিরুদ্ধে খেলবে দাদাভাই।

## মিত্র ব্রিজের ফাইনাল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য অকশন ব্রিজের ফাইনাল ও তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ধারণী ম্যাচ শুক্রবার হবে। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে উঠেছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ দে ও প্রদীপ বসু-মিন্টু রাহারায়। প্রথম সেমিফাইনালে মৃত্যুঞ্জয়-প্রদীপ দে ৩৩ পয়েন্টে সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ সরকারকে হারিয়েছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রদীপ বসু-মিন্টু ১৭৪ পয়েন্টে আশিস ধর-পূর্ণেন্দু গুহর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

## ৫০ বলের ক্রিকেট শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : স্পোর্টস লাভার্স ইউনিটের ৫০ বলের ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হবে ওল্ড মাটিগাড়ার মাঠে নিউ কলোনি বয়েজ ক্লাবের মাঠে। স্পোর্টস লাভার্সের সচিব প্রণব দত্ত জানিয়েছেন, রাজ্যের তো বটেই বাইরে থেকেও দল আসছে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। মেয়র গৌতম দেব প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন দীপ সরকার।



## চ্যাম্পিয়নশিপের কাছে জিটিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : টানা জয়ে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটার ও ফ্রেন্ড্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছে পৌঁছে গেল জিটিএসসি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তারা ৫৬ রানে হারিয়েছে নবীন সংঘকে। টসে হেরে জিটিএসসি ৪১.২ ওভারে ১৮৭ রানে অল আউট হয়। বাদল বালিয়ান ৫৯ ও পঙ্কজ গুপ্তা ৩২ রান করেন। আবির চট্টোপাধ্যায় ২৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জয়ন্ত দে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে নবীন ৩৬.৪ ওভারে ১৩১ রানে অল আউট হয়। রৌনক আগরওয়ালের অবদান ৬১ রান। ম্যাচের সেরা দীপ সরকার ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন পঙ্কজও (২৯/৩)। শুক্রবার কোনও খেলা নেই।


ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শুভম বাসফোর।

## শুভম-সেলিমের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৪ উইকেটে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে টসে জিতে ওয়াইএমএ ৩৯ ওভারে ১৮৯ রানে থামে। সুরজ সিং ৭৯ রান করেন। মহম্মদ সেলিম ২২ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তেজদীপ বসুও (১৯/২)। জবাবে দাদাভাই ২৬.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভম বাসফোর ৫৯ রান করেন। এসপি ভৌমিক ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। মণীশকুমার পাসোয়ান ৩৩ ও আদিত্য সরকার ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শুক্রবার খেলবে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব।

তালমিছরি জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ
দুলাল চন্দ্র ভড়ের ®
১০৮ তম জন্মবর্ষপূর্তি উদযাপন




দুলাল চন্দ্র ভড়
পাম ক্যান্ডি প্রাঃ লিঃ
৫ মনোহর দাস স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭। ফোন : ০৩৩ ২২৬৮ ৮২৮৪।
মোবাইল : ৯১৪৩৭২৩২৭৫, ই-মেল : dulalchandrabhar.candy@gmail.com